রাজা লক্ষ্মণসেন

ঐতিহাসিক নাটক

শ্রীশিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত

প্রথম অভিনয়—হোজাই (আসাম)

৮ই পৌষ ১৩৬৫ সাল

—স্বর্ণলতা লাইব্রেরী—

৯৭।১এ, রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা—৬

শ্রীরঞ্জিত কুমার শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

দুটী কথা

সেনবংশের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেনকে ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দিন ভীরু ব'লেই বর্ণনা করেছেন, কথাটা কতদূর সত্য, অনুমেয়! এসম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলেছেন, মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্ব্বলা, তাহাতে আবার শক্রহস্তে চিত্র ফলক! প্রকৃত পক্ষে লক্ষ্মণসেনই ছিলেন সেন-বংশের শেষ পরাক্রান্ত নৃপতি। ইতিহাসের উপর নির্ভর ক'রেই আমার এ নাটক। লক্ষ্মণসেনকে আমি দেশভক্ত পরাক্রান্ত ন্যায়বিচারক রূপেই লিখেছি। পশুপতি, মহম্মদ, দেবাস্তক বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী হইতে সংগ্রহ। চন্দনা, আশমান, গজানন, নিমাই ও জবা এ কটী চরিত্র কাল্পনিক, নাটকের সৌন্দর্য্য বিধানের জন্য এইটুকু কল্পনার আশ্রয় নিয়েছি। এর জন্য সুধীজন নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন। যতদূর সম্ভব ইতিহাসকে অনুসরণ ক'রেই আমার এ নাটক লেখা। এ চেষ্টা কতখানি সফল হয়েছে তা সুধীজনই বলবেন।

সত্যম্বর অপেরার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র দাস মহাশয় এ নাটকটির শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করেছেন। অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্ত্রী-চরিত্রাভিনেতা ও যাত্রা-জগতের সুযোগ্য পরিচালক শ্রীযুক্ত হরিপদ বায়েন মহাশয়ের আপ্রাণ চেষ্টায় ও উদ্যোগে রাজা লক্ষ্মণসেনকে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছি। নাটকটির নাম "রাজা লক্ষ্মণসেন ইনিই দেন। বন্ধুবর শ্রীবংশীধর রায় নাটকের কয়েকটি স্থান পরিবর্দ্ধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করেন। সত্যম্বর অপেরার প্রতিটি অভিনেতা নাটকটির সাফল্য অর্জ্জন করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, এদের সকলের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। শেষ বক্তব্য, ব্রজেনবাবুর আমি একলব্যের মত শিষ্য। ইতি—

গ্রন্থকার

আমার জীবন-সাধনার

প্রথম অবদান

রাজা লক্ষ্মণসেনকে

৺মাতৃদেবীর শ্রীচরণে

উৎসর্গ করিলাম

জলদস্যু বা রক্তদাও—নাট্যকার প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য রচিত। শ্রীরাধা নাট্য কোম্পাণীতে অভিনীত দ্বিগ্বিজয়ী ঐতিহাসিক নাটক। বাংলার ভাগ্যাকাশে দুর্য্যোগের ঘন মেঘ, বাঙালীর বিপর্য্যস্ত জনজীবনে গগন ভেদী কান্নার ঝংকার, হিন্দু মুসলমান নারী পুরুষ নির্ব্বিচারে যখন স্বার্থবাদী অর্থ লোলুপদের ষড়যন্ত্রে পর্ত্তুগীজ জলদস্যুর হাতে পণ্য দ্রব্যের মত বিক্রীত হচ্ছে, বাংলার আরাম শাহী স্ববেদারী তক্তে বসে সুবেদার নিজাম তখন সরাপের নেশায় মশগুল, বাইরে বিদেশীর অত্যাচারে পীড়িত প্রজার অশ্রুসিক্ত আবেদন, অন্দরে বিদেশীর পৃষ্ঠ পোষক কুশাসকের বিলাস বহুল কণ্ঠের মদিরাসিক্ত হাসি। কর্ত্তব্য নিষ্ঠ সেনাপতি হাসান খাঁ অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চায় কিন্তু পারে না। তবে কি এই ভাবে অন্যায়ের যুপকাষ্ঠে অবহেলিত মানুষের দল নিঃশেষ হয়ে গেল? না। নির্যাতীত জাতির মুখে হাসি ফোটাতে ঝড়ের বেগে ছুটে এল একজন বীর, ধ্বংসের বিভীষিকা হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করলো নরপিশাচ জলদস্যু ক্যাপ্টেন পেড্রোর বিরুদ্ধে। তারপর? কে সেই বীর? কি পরিণাম সে যুদ্ধের? জানতে চান? অভিনয়ের মাধ্যমে বর্ত্তমান সমাজের বুকে করতে চান গণ চেতনার উদ্বোধন? আজই সংগ্রহ করুন 'জলদস্যু'। তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা। জিতেন বসাকের—**সাবিত্রী সত্যবান**। ৩·৫০ টাকা।

জীবন-মৃত্যু—শ্রীপ্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত কাল্পনিক নাটক। ধ্বংসের পটভূমিকায় রক্তের কালিতে আঁকা সকরুণ চিত্রপটের সামনে দাঁড়িয়ে কে শোনালো অভয় বাণী? কাদের হারিয়ে যাওয়া জীবনের ছিন্নতারে আবার বেজে উঠলো মিলনের রাগিনী? এক দিকে নরহত্যা, জিঘাংসা, মৃত্যুর আর্তনাদ, অন্য দিকে কান্নার হাহাকার জীবনের নিষ্ঠুর সংঘাত। নাটক নয় সত্যিই এ এক রোমাঞ্চকর বাস্তব ঘটনার নাট্যরূপ। হাসি, অশ্রু, আনন্দ, ব্যথা বেদানার ডালি সাজিয়ে আপনাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যাদের জীবন মৃত্যুর তরঙ্গ দোলায় লক্ষ লক্ষ দর্শক রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চোখের জল ফেলে তাদের চিনতে চান? এমন মধুর নাট্য সম্ভার থেকে নিজেদের বঞ্চিত করলে ভবিষ্যতে অনুতাপ করতে হবেই। মূল্য—৩·৫০ পয়সা।

যাদের নিয়ে নাটক

—পুরুষ—

লক্ষ্মণসেন	... ...	গৌড়ের রাজা
বিশ্বরূপ	... ...	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র
কেশব	... ...	কনিষ্ঠ পুত্র
উদয়	... ...	বিশ্বরূপের পুত্র
পশুপতিসেন	... ...	লক্ষ্মণসেনের সেনাপতি
গজানন	... ...	ঐ বয়স্য
দেবান্তক	... ...	মগধের যুবরাজ
কালুয়া	... ...	ডাকাত সর্দ্দার
নিমাই	... ...	অর্দ্ধ উন্মাদ যুবক
বক্তিয়ার	... ...	মহম্মদঘোরীর প্রতিনিধি
মহম্মদ	... ...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র

মতিলাল, সৈনিক, প্রহরী

—স্ত্রী—

চন্দনা	... ...	লক্ষ্মণসেনের কন্যা
কমলা	... ...	ঐ ধাত্রী বা মা
জবা	... ...	কালুয়ার ভগ্নী
আশমান	... ...	বক্তিয়ারের কন্যা

সহচরীগণ, বাইজীগণ

———

যাত্রা জগতের বিস্ময় সৃষ্টিকারী সুপ্রসিদ্ধ নিউ রয়েল

বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত

শ্রীচণ্ডী ব্যানার্জ্জীর কাল্পনিক নাটক

= রাধার নিয়তী =

"**রাধার নিয়তী**"! এ রাধা বৃন্দাবনের শ্রীরাধা নয়। বাংলার একটি গণ্ডগ্রামেরই মধ্যবিত্ত সংসারের মেয়ে। যেমন মা-বাপের আদুরে, তেমনি দুরন্ত। যদিও তাকে নিয়েই গল্পের অবতারণা, তবুও দেখতে পাবেন ধনীর কূটচক্রে সরল গৃহস্থের সোনার সংসার কি ভাবে ভেঙে যায়। মধ্যবিত্ত সংসারের ছেলে অমর বিলেতে ডাক্তারী পড়তে যায় বাপের যথাসর্ব্বস্ব বাঁধা দিয়ে। ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে বিভোর বাপ দীননাথ ছেলের পাশ করে আসার আনন্দে উৎসবের আয়োজন করে। কিন্তু বিলাতের এক বাঙালী সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করে এনে বাপ-মাকে ভুলে যায়, বাপ হয় সর্ব্বস্বান্ত। পৈতৃক ভিটে বাঁচাতে রাধা অশীতিপর বৃদ্ধকে বিবাহ করে। তার ফলে রাধার বাগদত্তা স্বরূপ প্রিয়ার বিরহে মাতাল হয়ে যায়। বার-বনিতা সূর্য্যমুখী তাকে ভালবেসে রাধার স্থান পূরণের চেষ্টা করে। কিন্তু তা কি সে পেরেছিল? অমর কি নিজের ভুল বুঝে মা-বাপের কাছে ফিরে এসেছিল? স্বরূপ কি রাধার সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছিল? তার সঠিক মীমাংসা পাবেন এই নাটকের গল্পে। নাটকখানি হাসি-অশ্রু-ব্যথা-বেদনার ডালি দিয়ে সাজানো। নাটক পাঠে ও অভিনয়ে প্রচুর আনন্দ পাবেন। সৌখীন নাট্যসমাজ এবং পেশাদার নাট্য-সংস্থার উপযোগী নাটকখানি নাট্যমোদীবৃন্দের একান্ত আকর্ষনীয়। মূল্য—৪.০০

রাজা লক্ষ্মণসেন

সূচনা

দেবী সিংহবাহিনীর মন্দিরের পশ্চাৎভাগ

গভীর রাত্রি

ছদ্মবেশে কালুয়া আসিল

কালুয়া। বাংলার সেনাপতি পশুপতিসেন লিখেছে যে, বাংলা বিহারের বিখ্যাত দস্যুপতি, আজ রাত্রে দেবী সিংহবাহিনীর মন্দিরের পশ্চাতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, বিশেষ প্রয়োজন। এর অর্থ কি? অন্ধকার রাত্রি, সারা আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেছে। রাত্রির এক একটি মুহূর্ত্ত চ'লে যায়, কিন্তু এখনও সেনাপতি পশুপতিসেন এলো না কেন? তবে কি কোন শত্রু—? (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) কিন্তু এতবড় সাহস কার যে, দস্যুসর্দ্দার কালুয়াকে এইভাবে কৌশলে বন্দী করতে চায়? আর তাই যদি হয়, তাহ'লে—(দূরে ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া তরবারি নিষ্কাসন)

পশুপতিসেনের প্রবেশ

কালুয়া। একি! সেনাপতি?

পশুপতি। হ্যাঁ বন্ধু, আমি! আমাকে দেখে ভয় পেলে কি?

কালুয়া। ভয়? কালুসর্দ্দার ভয় কাকে বলে জানে না।

পশুপতি। আমিও ঠিক এই রকম নির্ভীক বন্ধুই চাই। হ্যাঁ, আমি তোমায় আমার লোক মারফৎ যে পত্র দিয়েছিলাম, আশা করি তুমি তা পেয়েছ।

কালুয়া। হ্যাঁ, সে পত্র আমার হস্তগত হয়েছে, কিন্তু এইভাবে আমায় গোপনে পত্র দিয়ে এখানে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য কি?

পশুপতি। উদ্দেশ্য অতি মহৎ।

কালুয়া। তাই আমি জানতে চাই।

পশুপতি। তার পূর্ব্বে তোমায় এই দেবীমন্দির স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আজ যা দেখবে, যা শুনবে, আর যা জানতে পারবে, তা জীবনে কোনদিন কারও কাছে প্রকাশ করতে পারবে না।

কালুয়া। বেশ, আমি প্রতিজ্ঞা করছি—আজ যা দেখবো, যা শুনবো, আর যা জানতে পারবো, তা জীবনে কোনদিন কারও কাছে প্রকাশ করবো না। কিন্তু তাতে আমার লাভ?

পশুপতি। লাভ?

কালুয়া। হ্যাঁ, লাভ?

পশুপতি। লাভ একশত স্বর্ণমুদ্রা। (স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ থলি বাহির করিয়া দেখাইল)

কালুয়া। একশত স্বর্ণমুদ্রা?

পশুপতি। হ্যাঁ বন্ধু, একটিও কম নয়।

কালুয়া। কি করতে হবে আমায়?

পশুপতি। আজ এই অমাবস্যার রাত্রে রাজকুমারী চন্দনা দেবী

মন্দিরে পূজা দিতে আসবেন, সেই সময় তুমি তাকে চুরি ক'রে আমার প্রাসাদে নিয়ে যাবে।

কালুয়া। বেশ, তাই হবে। তবে মুদ্রাগুলো কাজের আগেই আমার চাই।

পশুপতি। কেন, কাজের পরই যদি নাও?—আমাকে কি বিশ্বাস কর না?

কালুয়া। বিশ্বাস? হ্যাঁ, বিশ্বাস করি, কিন্তু অর্থ না পেলে কাজে যে আমার উৎসাহ আসবে না বন্ধু!

পশুপতি। মুদ্রা দিতে আমি সম্মত আছি, কিন্তু তুমি যদি—

কালুয়া। কাজ না ক'রে মুদ্রাগুলো হজম করি, কেমন? কাজ যদি না করতে পারি, তাহ'লে মুদ্রাগুলো ফেরৎ পাবেন।

পশুপতি। ফেরৎ?

কালুয়া। হ্যাঁ বন্ধু, ফেরৎ। ডাকাত-সর্দ্দার কালুয়া মিথ্যা কথা বলে না।

পশুপতি। বেশ, এই নাও স্বর্ণমুদ্রা। (স্বর্ণমুদ্রা দিল)

কালুয়া। সেনাপতি, জেনে রাখুন ডাকাত কখনও কথার খেলাপ করে না।

পশুপতি। আমি নিশ্চিন্ত?

কালুয়া। হ্যাঁ, নিশ্চিন্ত।

পশুপতি। আমি তোমাকে বিশ্বাস ক'রে এই কঠিন কাজের ভার দিয়েছি; আশা করি, তুমি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

[প্রস্থান

কালুয়া। বিশ্বাস? হাঃ-হাঃ-হাঃ! বিশ্বাস। বিশ্বাসঘাতককে কালুয়া সর্দ্দার কোনদিনই বিশ্বাস করে না। সেনাপতি, একে বাংলার রাজা লক্ষ্মণসেন মাসে মাসে বেতন দিয়ে তাঁর সৈন্য পরিচালনার ভার দিয়েছেন, আর এই সেনাপতি তার বিনিময়ে তাঁরই কন্যাকে চুরি করতে চায়। আমি বিষধর সাপকে বিশ্বাস করবো, তবু এই অকৃতজ্ঞ পশুপতিসেনকে নয়!...ঘন তমসাচ্ছন্ন রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর ধীরে ধীরে শেষ হ'তে চলেছে—কিন্তু একি! (স্বর্ণমুদ্রা দেখিয়া) এই স্বর্ণমুদ্রা, এর প্রলোভনে আমি কি ধীরে ধীরে অনন্ত নরকের পথে নেমে চলেছি? না—না, এ মুদ্রা যে সত্যই আমার প্রয়োজন। বাংলার ঘরে ঘরে আজ নিরন্ন মানুষের হাহাকার—একমুঠো অন্নের জন্য মানুষ শুকিয়ে মরছে, তাদের মুখে আমি তুলে দেবো আহার, তাদের মুখে ফুটিয়ে তুলবো হাসি। সেই হবে আমার শ্রেষ্ঠ আনন্দ! (নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি) ওই শঙ্খধ্বনি! রাজকুমারী চন্দনার সিংহবাহিনীর পূজা শেষ হ'য়ে গেল। এইবার ওই মন্দিরে প্রবেশ ক'রে তাকে নিয়ে যাবো পশুপতির প্রাসাদে। পাপ—? না—না, পাপ নেই। হাজার মানুষের প্রাণের বিনিময়ে একটা রাজকুমারীকে—এতে যদি আমার পাপ হয়, তবে ওগো ভগবান্, আমাকে তুমি জন্ম জন্ম নরকে ডুবিয়ে রেখো; সেই হবে আমার শ্রেষ্ঠ স্বর্গ।

[প্রস্থান

পুনঃ পশুপতিসেন আসিল

পশুপতি। একশত স্বর্ণমুদ্রা! একশত স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে পাবো রাজকুমারী চন্দনাকে। আগে কার্য্য উদ্ধার করি, তারপর ওই দস্যু-

সর্দ্দারকে ধরিয়ে দিয়ে মহারাজের কাছ থেকে নেবো একশত স্বর্ণমুদ্রা। এই আমার প্রথম কিস্তি! তারপর দ্বিতীয় কিস্তি—বাংলার সিংহাসন। বাংলার সিংহাসন আর রাজকুমারী চন্দনাকে আমার চাই। (হঠাৎ ঝড় উঠিল) একি! ঝড় উঠলো? যাক্, ভালই হয়েছে। ঝড়ের সুযোগে রাজকন্যাকে হরণ করা খুবই সহজ হবে। ওঠো তুমি ঝঞ্চা, জাগো তুমি মহাকাল, বাংলার বুকে জেগে ওঠো ভীষণ গর্জ্জনে, সেই গর্জ্জনের আলোড়নে ভেসে যাক—তলিয়ে যাক রাজা লক্ষ্মণসেন। আর সেই সিংহাসনে বসবে সুযোগ্য রাজা পশুপতিসেন।

[প্রস্থান

———

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির-অভ্যন্তর

গীতকণ্ঠে সহচরীগণ আসিল

সহচরীগণ।—

গীত

নমো নমঃ আলোক-রূপিণী!
জাগো মা আধারে সনাতনী।
মহাবিদ্যা তুমি মহামায়া,
আঁধারের শেষে জোছনার ছায়া,
অশিব নাশিয়া মঙ্গল কর,
জাগো মা শক্তিরূপিণি।
বিশ্ব-দেউল-দুয়ারে তোমার
ব্যথাভরা প্রাণ কাঁদে অনিবার,
ম্লান হ'য়ে যায় গ্রহ তারাদল
জাগো মা সনাতনি।

[সহসা ঝড় উঠিল]

সহচরীগণ। ঝড় উঠলো, চল্—চল্ সব, পালিয়ে যাই চল্।

[প্রস্থান

কমলা ও চন্দনা আসিল

কমলা। ঝড় উঠলো—ঝড় উঠলো চন্দনা! আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেছে! বৃষ্টি আর ঝড়ের মাতামাতিতে দাসদাসীরা সকলেই পালিয়ে গেছে।

চন্দনা। কি হবে ধাইমা, এই জল-ঝড়ে আমরা দু'জনে কেমন ক'রে সারারাত এখানে থাকবো? রাত্রির মধ্যে প্রাসাদে ফিরে না গেলে পিতা উদ্বিগ্ন হবেন। এই নির্জ্জন প্রান্তর রাজধানী থেকে বহুদূরে, এখানে যে কেউ নেই।

কমলা। কেউ না থাকলেও দেবী সিংহবাহিনী আছেন চন্দনা উনিই রক্ষা করবেন আমাদের। উনিই অমঙ্গলের অন্ধকার হ'তে মঙ্গল ময় আলোর পথে নিয়ে যাবেন।

চন্দনা। রক্ষীরাও হয়তো পালিয়েছে ধাইমা।

কমলা। বিচিত্র নয় চন্দনা! সুসময়ে বন্ধু হয় অনেকেই, কিন্তু অসময়ের বন্ধু তো কেউ নয়।

চন্দনা। তাহ'লে এইখানে কি সারারাত্রি থাকতে হবে? রাজধানীতে ফেরবার কি কোন উপায় নাই?

কমলা। উপায়—ফেরবার উপায়? মহামায়া মাকে ডাক মা, তিনিই উপায় ক'রে দেবেন।

চন্দনা। হ্যাঁ, যে-কোন উপায়ে রাজধানীতে ফিরতেই হবে। (ঝড় জল ও বজ্রপাতের শব্দ) ওই বজ্রপাত হ'চ্ছে, ঝড়ের গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে। কি করি? কেমন ক'রে রাজধানীতে ফিরি? মা সিংহবাহিনি, উপায় কর মা, উপায় কর।

গীতকণ্ঠে নিমাই আসিল

নিমাই।—

গীত

ঝড় উঠলো আঁধার আকাশে
ঢালিছে অশ্রুজল।
সামাল—সামাল দাঁড়ি, ভরা দরিয়ায়
তরি করে টলমল।
ভেঙ্গে গেছে নীড় ঝড়ের হাওয়ায়,
উড়ে গেছে পাখী নভঃ-নীলিমায়,
তারই বিহনে মোর আঁখিজলে ভিজিল যে বনতল।

কমলা। একি! এ যে নিমাই পাগল।

নিমাই। ঠিক—ঠিক, আমি পাগল। তবে আমি একাই পাগল নই। দেখছো না আকাশ পাতাল সব পাগল হ'য়ে গেছে?

কমলা। আমাদের একটু উপকার করতে পারো নিমাই?

নিমাই। উপকার? জগতে কেউ কারও উপকার করে নাকি? যারা করে, তারা তো পাগল। আমি যখন পাগল, তখন তোমাদের উপকার করতে পারি। বল কি করতে হবে।

চন্দনা। আমাদের রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবে?

কমলা। তা হয় না চন্দনা! এতরাত্রে একজন পরপুরুষের সঙ্গে ফেরা আমাদের উচিত নয়।

চন্দনা। ও তো পাগল।

কমলা। লোকে তা বুঝবে না। মেয়েদের সুনাম খুব ঠুনকো। নিমাই, তুমি বরং প্রাসাদে সংবাদ দিও যে, জল-ঝড়ের জন্য দাসদাসীরা

পালিয়ে গেছে। আর এখানে মাত্র আমরা দু'জনে আছি। মহারাজ যেন সত্বর শিবিকা আর লোকজন পাঠান।

নিমাই। বেশ মা, তাই হবে।

চন্দনা। ভুলে যাবে না তো?

নিমাই। ভুলে যাবো? পনের বছর তাকে ভুলতে পারিনি, আর আজ একটা কথা ভুলে যাবো? না—না, ভুল আমার হয় না, ভুলতে আমি পারি না।

[প্রস্থান

কমলা। কালো মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন, বিদ্যুৎ অট্টহাসি হাসছে, ঝড়ের হাওয়া করছে হাহাকার। কি করি, কেমন ক'রে লক্ষ্মণাবতীর প্রাসাদে ফিরে যাই? সম্মুখে তুমি দেবী সিংহবাহিনী, অমঙ্গলের অন্ধকার হ'তে মঙ্গলের আলোর পথে নিয়ে চল মা।

চন্দনা। দেবী সিংহবাহিনি, রক্ষা কর মা, সমস্ত বিপদ হ'তে আমাদের রক্ষা কর।

কৃষ্ণাবস্ত্রাবৃত কালুয়া আসিল

কালুয়া। হ্যাঁ, বিপদ। আকাশে কালো মেঘ, বিদ্যুতের ঝলক, আর সামনে বিপদের মূর্তিমান অগ্রদূত আমি।

চন্দনা ও কমলা। এ[illegible]

কালুয়া। আমার [illegible] ..., আমি কালুয়া ডাকাত। (বস্ত্র উন্মো[illegible])

চন্দনা ও কমলা। কালুয়া ডাকাত?

কালুয়া। হ্যাঁ, লোকে আমায় তাই ব[illegible]

কমলা। তুমি এখানে কেন, কি চাও তুমি?

কালুয়া। আমি চাই রাজকুমারীকে।

কমলা। দস্যুসর্দ্দার, তুমি জানো না কথা বলছো কার সামনে।

কালুয়া। জানি। আমারও শেষ কথা, রাজকুমারী যদি স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে না আসে, তাহ'লে—

কমলা। তাহ'লে জোর ক'রে নিয়ে যাবে, কেমন?

কালুয়া। ঠিক তাই। পথ ছাড়।

কমলা। না, পথ নেই। রাজকুমারীকে নিয়ে যেতে হ'লে আগে আমায় হত্যা করতে হবে।

কালুয়া। প্রয়োজন হ'লে খুন করতেও আমি পারি।

চন্দনা। ডাকাত-সর্দ্দার! সারা বাংলার তুমি আতঙ্ক, তোমার নাম শুনলে ভয়ে লোকে শিউরে ওঠে। তাই মনে করেছ অনেক উঁচুতে উঠেছি, কিন্তু মনে রেখো, যে যত উঁচুতে ওঠে, তার পড়বার ভয়ও তত বেশী।

কালুয়া। ওসব কথায় প্রাণ আজ আর এতটুকুও টলে না। মৃত্যুকে আমি দেখেছি মুখোমুখি, তাই মৃত্যুভয় আমার নেই। চ'লে এস রাজকুমারী! (অগ্রসর)

কমলা। (সরিয়া গিয়া) স'রে দাঁড়াও দস্যু, রাজকুমারীর অঙ্গ স্পর্শ ক'রো না।

কালুয়া। কথা বাড়িও না, পথ ছেড়ে দাও।

কমলা। রামায়ণের কাহিনী জানো? রাবণ সীতাকে হরণ করেছিল, তার ফলে সে সবংশে ধ্বংশ হয়েছিল। তোমারও তাই হবে।

কালুয়া। অধার্ম্মিককে ধর্ম্মজ্ঞান দেওয়া বৃথা!

কমলা। মনে রেখো দস্যু, নির্য্যাতিতা নারীর চোখের জল এক ফোঁটা যেখানে পড়বে, সেখানে জ্ব'লে উঠবে সর্ব্বগ্রাসী আগুন। সেই আগুনে তোমার মত দস্যু পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে।

কালুয়া। আরে যাও—যাও। ওসব কথায় কালুয়া ভয় পায় না।

কমলা ও চন্দনা। জাগো—জাগো মা সিংহবাহিনী! নারীর সম্মান রক্ষা করতে জেগে ওঠো তুমি শক্তিরূপিণী মহামায়া।

কালুয়া। হাঃ-হাঃ-হাঃ! দুর্ব্বল মানুষের শেষ সম্বল ওই প্রাণহীন দেবতা।

কমলা ও চন্দনা। ওগো, কে কথায় আছ, রক্ষা কর!

কালুয়া। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এখানে কেউ নেই—কেউ নেই!

অস্ত্রহাতে ছদ্মবেশী দেবান্তক আসিল

দেবান্তক। আছে।

কালুয়া। কে তুমি?

দেবান্তক। মানুষ।

কালুয়া। মানুষ?

দেবান্তক। হ্যাঁ, মানুষ! মানুষের দুঃখে বিপদে যে এগিয়ে আসে মানুষের চোখের জল মুছিয়ে দিতে, যার কোন জাত নাই, সেই মানুষ।

কালুয়া। স'রে দাঁড়াও ছোকরা, নইলে মরবে।

দেবান্তক। মরণকে যারা ভয় করে, তারা তো কাপুরুষ।

কালুয়া। শুধু শুধু পরের জন্য মরবে কেন।

দেবান্তক। নারীর সম্মানরক্ষার জন্য যদি মৃত্যু হয়, সে মৃত্যু তো গৌরবের।

কালুয়া। তবে মরবার জন্যই প্রস্তুত হও। (আক্রমণোদ্যোগ)

দেবান্তক। তুমিও সামলাও। (কালুয়াসহ যুদ্ধ ও কালুয়ার অস্ত্র পড়িয়া গেল) কি, যুদ্ধের সাধ মিটেছে ?

কালুয়া। (স্বগত) একি স্বপ্ন না সত্য ? ডাকাত-সর্দ্দার আজ একটা সামান্য যুবকের কাছে পরাজিত হ'লো ! (প্রকাশ্যে) তুমি আমায় হত্যা কর যুবক।

দেবান্তক। হত্যা ?

কালুয়া। হ্যাঁ, পরাজয়ের কলঙ্ক-কালি মেখে আমি বেঁচে থাকতে চাই না। হত্যা কর আমায়, তুমি আমায় হত্যা কর।

দেবান্তক। হত্যা ? তবে তাই হোক। (হত্যায় উদ্যত, কিন্তু কি ভাবিয়া নিরস্ত হইল) না, তোমায় দিলাম মুক্তি।

কালুয়া। মুক্তি ?

দেবান্তক। হ্যাঁ, মুক্তি। মানুষ লোভের বশে, অভাবের জ্বালায় অথবা কোন দারুণ বেদনায় অন্যায় ক'রে সে যদি অনুতপ্ত হয়, তাকে তার চরিত্র সংশোধনের সুযোগ দেওয়াই মানুষের ধর্ম্ম।

কালুয়া। আমি তো অমানুষ, জগতের ঘৃণ্য।

দেবান্তক। না, তুমি ডাকাত হ'তে পারো, কিন্তু নীচ নও।

কালুয়া। আমি নীচ নই ?

দেবান্তক। তোমার মধ্যেও আছে মনুষ্যত্ব। সেটা ঘুমন্ত, তাই তুমি জগতের চোখে ঘৃণিত। কিন্তু যদি পশুত্বকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে মনুষ্যত্বকে জাগাতে পারো, তাহ'লে ঘৃণিত তুমি—তুমি জগৎপূজ্য হবে।

কালুয়া। একি কথা শোনালে যুবক! আমার যে আবার মানুষের মত মানুষ হ'তে ইচ্ছা হ'চ্ছে।

দেবান্তক। মন যদি তোমার সত্যই ট'লে থাকে, যদি সত্যই বুঝে থাকো এতদিন যা করেছ তা তোমার ভুল—তা তোমার অন্যায়, তবে চল ভাই, সত্যকার ন্যায়ের পথে; মানুষের মত মানুষ হ'য়ে এগিয়ে চল।

কালুয়া। যাকে সকলে ঘৃণা করেছে, ডাকাত ব'লে যাকে সকলে অমানুষ বলেছে, তুমি তাকে ভাই ব'লে বুকে টেনে নিতে এসেছো! তুমি মানুষ নও, দেবতা।

দেবান্তক। সর্দ্দার!

কালুয়া। না—না, ও নামে নয়, শুধু ভাই—ভাই ব'লে ডাকো।

দেবান্তক। ভাই!

কালুয়া। হ্যাঁ, ভাই—ভাই। (দেবান্তকসহ আলিঙ্গন) আমার ভাই। আমি চল্‌লাম, যাবার আগে একটা কথা ব'লে যাই। কালুয়া ডাকাত যতদিন বেঁচে থাকবে, এ ভাইয়ের গায়ে একটা কাঁটার আঁচড়ও লাগাতে দেবে না।

(দেবান্তক মাটি হইতে তরবারি কুড়াইয়া লইয়া
কালুয়াকে দিল)

কালুয়া। তোমরা আমাকে ক্ষমা কর মা। যে অন্যায় আমি করেছি, যদি সুযোগ পাই, বুকের রক্ত দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করবো। বিদায়—

[প্রস্থান

দেবান্তক। কে আপনারা? আর কেনই বা এত গভীর রাত্রে এই জনশূন্য প্রান্তরের মধ্যে এসেছেন?

কমলা। ইনি রাজকুমারী; আর আমি এঁর পরিচারিকা। রাজধানী থেকে এই মন্দিরে আমরা পূজা দিতে এসেছিলাম, ঝড়-জলে আমাদের লোকজন পালিয়ে গেছে; তাই আমরা যেতে পারিনি।

(দেবান্তক ও চন্দনার দৃষ্টি বিনিময় হইল)

কমলা। আপনার পরিচয়?

দেবান্তক। আমি একজন হতভাগ্য, সুদূর মগধে আমার জন্মস্থান। এখন যদি অনুমতি করেন, তাহ'লে আমি আপনাদের প্রাসাদে পৌঁছে দিই, নইলে এই ঝড়-জলে—

কমলা। এখনও ঝড়-জল হ'চ্ছে?

(ঝড়-জলের শব্দ তখনও মৃদুভাবে হইতেছিল)

দেবান্তক। হ্যাঁ, দেখছেন না—সারা আকাশ মেঘে ঢাকা, বইছে মাতাল হাওয়া, আকাশের বুক চিরে ভেসে উঠছে ঘন ঘন বিদ্যুতের অট্টহাসি।

গীতকণ্ঠে পুনঃ নিমাই আসিল

নিমাই।—

গীত

যে ফুল ঝরিয়া গিয়াছে ওগো
বকুল-বনের তলে।
তারই পাপড়ী উড়ে আসে আজও
হৃদয়-যমুনা-জলে।

ফেলে আসা দিনগুলি
আজও যাই নাই ভুলি,
তারই ব্যথায় আজ বারে বারে
ঝরে শুধু আঁখিজল।

কমলা। শিবিকা আর রক্ষীরা এসেছে নিমাই।

নিমাই। হ্যাঁ মা!

কমলা। (দেবান্তকের প্রতি) আপনার আর যাবার প্রয়োজন হবে না; আমাদের শিবিকা এসে গেছে। আপনার এই অযাচিত উপকারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ বীর! নমস্কার। এসো চন্দনা—

(কমলা দেবান্তককে নমস্কার করিল, দেবান্তক বিনিময় দিল। চন্দনা জানাইল অন্তরের প্রীতি, দেবান্তক উপলব্ধি করিল, ও অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া রহিল; সেই সময় নিমাইও নমস্কার করিল, দেবান্তক বিনিময় দিল)

[চন্দনা ও কমলা প্রস্থান করিল, নিমাইও পশ্চাতে যাইতেছিল]

দেবান্তক। শোন। এদিকে এস।

নিমাই। (ফিরিয়া) আমায় বলছো বুঝি?

দেবান্তক। হ্যাঁ। তুমি কে?

নিমাই। হে-হে-হে! আমি পাগল।

দেবান্তক। পাগল?

নিমাই। হ্যাঁ! তবে আমি একাই পাগল নই, দেখছো না আকাশ বাতাস সবাই আজ পাগল হ'য়ে গেছে? হে-হে-হে! তুমিও।

[প্রস্থান

দেবান্তক। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমিও এক পাগল। বক্তিয়ার খিলজি আমায়

পাগল ক'রে দিয়েছে। আমার বৃদ্ধ পিতাকে সে হত্যা করেছে, আমার সোনার মগধ সে শ্মশান ক'রে দিয়েছে। পিতা—পিতা! তুমি অপেক্ষা কর। তোমার বিদেহী আত্মাকে আমি তৃপ্তি দেবো বক্তিয়ারের বুকের রক্ত দিয়ে।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান

পশুপতিসেন আসিল

পশুপতি। বাংলার সিংহাসন আমার চাই। তারই জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি কুতুবুদ্দিনের প্রতিনিধি বক্তিয়ার খিলজিকে। দুর্দ্ধর্ষ পাঠান সৈন্যের আক্রমনে বাংলার সৈন্যদল তৃণের মত ভেসে যাবে। (পিছনে শব্দ হইলে পিছন ফিরিয়া) কে ?

মহম্মদ আসিল

মহম্মদ। দোস্ত। (পাঞ্জা দেখাইল)

পশুপতি। ও, আপনিই মহামান্য পাঠান-রণনায়ক বক্তিয়ার খিলজির প্রেরিত দূত ?

মহম্মদ। হ্যাঁ, আমার নাম মহম্মদ আলি। আপনিই সেনাপতি পশুপতিসেন ?

পশুপতি। আপনার অনুমান যথার্থ। আপনি খিলজি সাহেবের বিশ্বাসী পাত্র, সুতরাং আমিও আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি।

মহম্মদ। এ যুদ্ধে আপনি আমাদের সাহায্য করবেন ?

পশুপতি। করতে পারি। কিন্তু তার সমুচিত মূল্য না পেলে নিজের দেশকে পরের হাতে তুলে দেবো কেন ?

মহম্মদ। বুঝলাম—সেনাপতি বুদ্ধিমান। কিন্তু কি মূল্য আপনি চান ?

পশুপতি। আমি চাই বাংলার সিংহাসন।

মহম্মদ। বাংলার সিংহাসন ? তাতে আমাদের কি উপকার হবে ? এতবড় দেশটা জয় ক'রে আমরা কি পাবো ?

পশুপতি। আপনারা পাবেন রাজকর।

মহম্মদ। বেশ ! কিন্তু হিন্দুস্থানে মুসলমান রাজাই একেশ্বর হবেন ; অন্য রাজার নামমাত্র আমরা রাখবো না।

পশুপতি। তাহ'লে আমি—

মহম্মদ। আপনাকে আমরা বাংলার মসনদে বসাবো এক সর্ত্তে।

পশুপতি। কি সর্ত্তে ?

মহম্মদ। দিল্লীতে মহম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধি যেমন কুতুবুদ্দিন আইবক্, কুতুবুদ্দিনের প্রতিনিধি যেমন খিলজি সাহেব, তেমনি আপনি যদি খিলজি সাহেবের প্রতিনিধি হন—

পশুপতি। বেশ, আমি সম্মত আছি। মুসলমানের অধীনেই আমি বাংলার রাজা হ'তে চাই।

মহম্মদ। যাক্, এখন আপনি কি ভাবে আমাদের সাহায্য করবেন ?

পশুপতি। বাংলার প্রায় সকল সৈন্য আমার অধীনে, তারা সব আমার নির্দ্দেশে যুদ্ধক্ষেত্রে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকবে, আর আপনারা সেই সুযোগে—

মহম্মদ। বাংলা জয় করবো। আর পিছন হ'তে পরাজয় নিঃশব্দে এগিয়ে এসে লক্ষ্মণসেনের টুঁটি টিপে ধরবে, কেমন ?

পশুপতি। ঠিক তাই।

মহম্মদ। কিন্তু আপনি যদি আমাদের সঙ্গে বেইমানি করেন ?

পশুপতি। আপনি কি আমায় বিশ্বাস করতে পারছেন না ?

মহম্মদ। আপনি যার নিমক খেয়েছেন, তারই বুকে যখন ছুরি মারতে পারেন, তখন আপনাকে বিশ্বাস করি কেমন ক'রে।

পশুপতি। আপনি কি আমায় অপমান করতে চান ?

মহম্মদ। না, তা চাই না। তবে একটা কথা বলতে চাই, তুচ্ছ মসনদের লোভে যারা নিজের দেশকে পরের হাতে তুলে দেয়, তারা শুধু বেইমান নয়,—শয়তান।

পশুপতি। আলিসাহেব হয়তো ভুলে যাননি যে, আমি পাঠান-রণনায়কের মিত্র।

মহম্মদ। মিত্র নয়—মিত্র নয় সেনাপতি, আপনি তার পয়জারের নোকর।

পশুপতি। আলিসাহেব !

মহম্মদ। ঠিক তাই! বিদেশীর অধীনে রাজা হওয়ার অর্থ তার গোলামি করা।

পশুপতি। আলিসাহেব, একটা কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমার সাহায্য পেলে আপনারা উপকৃত হবেন, সুতরাং স্বার্থের খাতিরে আমাকে অপমান করা নিশ্চয়ই ভুল!

মহম্মদ। আপনার মান তো আপনি নিজেই হারিয়েছেন।

পশুপতি। আপনার কথাবার্ত্তা অত্যন্ত অপ্রিয়।

মহম্মদ। আমাদের সাহায্যে মসনদ পেতে হ'লে আমাদের দু'চারটে অপ্রিয় কথা শুনতে হবে বৈকি।

পশুপতি। যাক্, কবে আপনারা তাহ'লে বাংলা আক্রমণ করছেন?

মহম্মদ। ঠিক কিছুই বলতে পারছি না। সবই খিলজি সাহেবের ইচ্ছা। হ্যাঁ, একটা কথা ব'লে যাই দোস্ত। বন্ধুর মুখোস প'রে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সর্ব্বনাশ করবেন না, নিজের দেশকে বিদেশীর হাতে তুলে দেবেন না।

পশুপতি। আমি বেইমানি না করলেও এ দেশ যাবে।

মহম্মদ। বুঝলাম, সেনাপতির সঙ্কল্প স্থির। তামাম হিন্দুস্থানে দেখলাম শুধু এই বেইমানি! জয়চাঁদের বেইমানিতে পৃথ্বীরাজ গেছে, এইবার লক্ষ্মণসেনও যাবে। এ দেশ যদি মুসলমানের পদানত হয়, হবে শুধু এই বেইমানিতেই—মুসলমানের বাহুবলে নয়।

পশুপতি। আলিসাহেব!

মহম্মদ। সেলাম—সেলাম দোস্ত—সেলাম!

[সেলাম করিয়া প্রস্থান

পশুপতি। বেইমানি? কিসের বেইমানি? বাংলার সিংহাসনের জন্য আমি নরকেও যেতে পারি!

গজানন আসিল

গজানন। আহা-হা! ডুবে যাবেন যে?

পশুপতি। কে? ও, তুমি?

গজানন। এঃ! লোকটাকে মনেই ধরলো না, আমি হ'লাম মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত গজানন সেন, আর আপনি শুধু ছোট্ট ক'রে বললেন কিনা, ও—তুমি?

পশুপতি। সকল সময় রহস্য ভাল লাগে না গজানন।

গজানন। তা তো বটেই। যিনি সিংহাসনের স্বপ্ন দেখছেন, তাঁর এসব রহস্য ভাল লাগবে কেন?

পশুপতি। তুমি কি বলছো, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না গজানন।

গজানন। আপনি যে জেগে ঘুমুচ্ছেন। সকলের চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেও আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবেন না। যাক ওসব কথা। স্বয়ং বড় রাজকুমার আপনার দর্শনপ্রার্থী।

পশুপতি। বড় রাজকুমার এসেছেন? যাও—যাও, তাঁকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এস।

গজানন। আজ্ঞে, আমায় আনতে হবে না। উনি নিজেই এসেছেন, আর এখানেও নিজে আসছেন।

বিশ্বরূপ আসিল

পশুপতি। আসুন—আসুন রাজকুমার!

গজানন। আশা করি আপনার শরীরটুকু বেশ ভাল আছে।

পশুপতি। আঃ! তুমি চুপ কর গজানন!

গজানন। বেশ, চুপ!

বিশ্বরূপ। সেনাপতি! সব প্রস্তুত?

পশুপতি। আপনার আদেশ মত আমি সব ঠিক ক'রে ফেলেছি রাজকুমার। বক্তিয়ার খিলজি আমাদের সাহায্য গ্রহণে সম্মত আছেন, আর আপনি যে বাংলার সিংহাসন চান, সে কথাটাও তাঁকে জানিয়েছি।

বিশ্বরূপ। কিন্তু পিতা যদি খিলজির সঙ্গে সন্ধি করেন?

পশুপতি। তাহ'লে আরও মঙ্গল। সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী যখন বাংলার সৈন্যেরা নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করবে, তখন সেই সুযোগে—

বিশ্বরূপ। হ্যাঁ, যে-কোন প্রকারে পিতাকে সন্ধি করাতেই হবে, তাহ'লেই আমরা বিনাযুদ্ধে বাংলার সিংহাসন দখল করতে পারবো।

পশুপতি। বাংলার সিংহাসনের যোগ্য রাজাই আপনি।

বিশ্বরূপ। হ্যাঁ, বাংলার সিংহাসন আমি চাই। একই পিতার পুত্র আমি আর কেশব, কিন্তু জ্ঞান হবার পর থেকেই লক্ষ্য করছি—কেশবের প্রতি সম্রাটের অহেতুক পক্ষপাতিত্ব। এই অবিচারের মূলোচ্ছেদ করার জন্যই আমি চাই পিতার হাত থেকে বাংলার সিংহাসন জোর ক'রে ছিনিয়ে নিতে।

গজানন। আহা-হা! এমন সুযোগ্য পুত্রকে মহারাজ চোখে দেখতে পারেন না, এ ঘোর অন্যায়।

বিশ্বরূপ। তাই আমি চাই অন্যায়ের প্রতিকার করতে। আশা করি, সেনাপতি আমায় সাহায্য করবে।

পশুপতি। আমি প্রস্তুত।

বিশ্বরূপ। অবশ্য তোমার এই সাহায্যের বিনিময়ে ভবিষ্যতে তোমাকে আমি মহামন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠা করবো।

গজানন। অতএব হে মহামান্য সেনাপতি! ভবিষ্যতের কাঁটালের জন্য এখন হ'তে গোঁফে উত্তমরূপে বিশুদ্ধ সরিসার তৈল লাগান!

পশুপতি। গজানন! তোমার এই বাচালতা অসহ্য!

গজানন। গা-হাত বড্ড জ্বালা-পোড়া করছে নাকি?

পশুপতি। তুমি চুপ কর গজানন!

গজানন। যে আজ্ঞে, এই চুপ!

পশুপতি। আমি আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত কুমার—আর তা করবো শুধু মন্ত্রিত্বের জন্য নয়, আমি আপনাকে সাহায্য করতে সম্মত আছি—এই অন্যায়ের প্রতিকার করতে।

গজানন। আহা-হা! এমন ন্যায়বান মহাপুরুষ কি অন্যায় সহ্য করতে পারেন!

বিশ্বরূপ। তা ছাড়া বর্ত্তমানে পিতা সিংহাসনে বসবার যোগ্য নন। তিনি সকল সময় "অদ্ভুতসাগর আর "দানসাগর" রচনাতেই মগ্ন থাকেন। এদিকে জয়দেবের গীতগোবিন্দের বন্যায় দেশটা পরম বৈষ্ণব হ'য়ে উঠেছে, বাংলার জনসাধারণ অস্ত্র ধরা ভুলে গিয়ে কাব্যচর্চ্চা করছে।

গজানন। মহারাজের দুর্ভাগ্য রাজকুমার! তার চেয়েও দুর্ভাগ্য সারা বাংলার!

বিশ্বরূপ। তাই, আমি চাই এ ঘোর দুর্দ্দিনে বাংলাকে রক্ষা করতে। বাংলার সিংহাসন যদি পাই, তাহ'লে "গীতগোবিন্দ" আর "দানসাগর" আমি পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেবো।

পশুপতি। আমিও তাই চাই রাজকুমার! আপনার ন্যায় যোগ্য ন্যায়বান রাজা প্রত্যেক প্রজারই গর্ব্বের।

গজানন। কথাটা ঠিকই। তবে প্রজারা নাকি বলে—

বিশ্বরূপ। কি বলে?

গজানন। বলে—

বিশ্বরূপ। বল—কি বলে?

গজানন। বলে, বড় রাজকুমার নাকি অপদার্থ!

বিশ্বরূপ। কি? এতবড় কথা বলতে তাদের সাহস হয়? যদি সিংহাসন পাই, তাহ'লে এদের প্রত্যেককে কেটে টুকরো টুকরো ক'রে আমি গঙ্গার জলে ফেলে দেবো!

গজানন। তা তো বটেই, গরীব প্রজাদের সত্যকথা বলাটা অন্যায়, এটা তো তাদের বুঝিতে দিতেই হবে।

বিশ্বরূপ। আমি জানি সেনাপতি, এই ভাবে যদি পিতার হাত থেকে সিংহাসন ছিনিয়ে না নিই তাহ'লে বাংলার সিংহাসনে বসবে কেশব।

পশুপতি। কেশব?

বিশ্বরূপ। হ্যাঁ, কেশব। আমি জানি, তারই জন্য বাংলার সিংহাসন অপেক্ষা করছে। আর এও জানি, আমার জন্য পিতা একটা কানাকড়িও রেখে যাবেন না।

পশুপতি। আপনি বলেন কি যুবরাজ! আপনি জ্যেষ্ঠ, আপনার দাবী যে আগে! সত্যই মহারাজের এ অবিচার।

বিশ্বরূপ। পিতার এই পক্ষপাতিত্বই আমাকে তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য করেছে।

পশুপতি। যুবরাজ! নিশ্চিন্ত থাকুন, যুদ্ধক্ষেত্রে আমার অধীনস্থ সৈন্যদল একটী অঙ্গুলীও তুলবে না।

বিশ্বরূপ। উত্তম! আমি নিশ্চিন্ত। যদি সিংহাসন পাই তাহ'লে আমার মহামন্ত্রী হবে তুমিই।

[প্রস্থান

পশুপতি। মন্ত্রী? হাঃ-হাঃ-হাঃ! মন্ত্রীত্ব আমি চাই না, আমি চাই—

গজানন। গোটা রাজ্যটাই!

পশুপতি। গজানন!

গজানন। কথাটা কষ্ট ক'রে আপনাকে বলতে হ'লো না, আমিই শেষটা বললাম।

পশুপতি। ওই অপদার্থ বিশ্বরূপকে সামনে রেখেই আমি কার্য্য উদ্ধার করবো। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

গজানন। আহা-হা! আস্তে—আস্তে, একটু আস্তে। নইলে ফেটে যাবেন যে।

পশুপতি। গজানন!

গজানন। আজ্ঞে, সিংহাসন না পেতেই এত হাসি, পেলে না জানি—

পশুপতি। তুমি বুঝবে না গজানন, এ রাজনীতি।

গজানন। কি জানি মশাই, এ আবার কি রকম নীতি। যার খাওয়া তারই সর্ব্বনাশ করা! ধন্য—ধন্য হে নীতিবিশারদ, আপনিই ধন্য!

পশুপতি। গজানন!

গজানন। হে মহামান্য নীতিবিদ্, আপনার শ্রীচরণ দুটিতে অসংখ্য—মানে—ঢিপ—ঢিপ।

[মাটিতে মাথা ঠুকিয়া প্রস্থান

পশুপতি। আশা কি সফল হবে না? বাংলার সিংহাসন আর রাজকুমারী চন্দনা কি আমার হবে না?

ছদ্মবেশে কালুয়া আসিল

পশুপতি। একি! কে—কে তুমি ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসছো? স'রে যাও, নইলে এই অস্ত্রাঘাতে—(তরবারি নিষ্কাসন)

(কালুয়ার ছদ্মবেশ উন্মোচন)

কালুয়া। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

পশুপতি। কে, সর্দ্দার?

কালুয়া। হ্যাঁ বন্ধু!

পশুপতি। তাহ'লে রাজকুমারী চন্দনাকে—

কালুয়া। নিয়ে আসিনি।

পশুপতি। কেন নিয়ে আসনি বেইমান?

কালুয়া। বেইমান? হাঃ-হাঃ-হাঃ! বেইমানই একজন ডাকাতকে বলছে বেইমান। কালুয়া আর যাই করুক, সে বেইমানি করে না। এই নাও বন্ধু, তোমার মুদ্রাগুলো, গুণে দেখে নাও। (মুদ্রা ফেরৎ দিল)

পশুপতি। তাকে নিয়ে এলে না কেন?

কালুয়া। সে কৈফিয়ৎ তোমায় দেবো না।

পশুপতি। চন্দনাকে আমি চাই, যে কোন প্রকারে।

কালুয়া। সাবধান সেনাপতি, আমি বাধা দেবো।

পশুপতি। তুমি বাধা দেবে?

কালুয়া। মায়ের সম্মান রাখতে ছেলে বাধা দেবে না তো দেবে কে?

পশুপতি। এর শাস্তি কি জান?

কালুয়া। তার আগে বলতে পারো তোমার কি শাস্তি? প্রতিপালকের যে সর্ব্বনাশ করতে চায়, তার কি শাস্তি বলতে পারো?

পশুপতি। আমার কাজের জন্যই মহারাজ আমায় প্রতিপালন করেন।

কালুয়া। এই রকম পবিত্র কাজের জন্য নিশ্চয়ই তোমায় প্রতিপালন করেন না।

পশুপতি। আমার কাজের কৈফিয়ৎ আমি মহারাজকে নিজেই দেবো।

কালুয়া। তার আগে আমি যদি মহারাজের সামনে এসব কথা প্রকাশ করি, তাহ'লে কি হয় বন্ধু?

পশুপতি। হে-হে-হে, আমি তোমায় ঠাট্টা করছিলাম বন্ধু, তা তুমি বোঝ না কেন? তবে তোমার কথাবার্ত্তাগুলো অসহ্য লাগছিল, তাই—

কালুয়া। বা-বা-বা! আমার কথাগুলো অসহ্য লাগছে? তার চেয়েও অসহ্য যে তোমার এই ভণ্ডামি।

পশুপতি। ভণ্ডামি? তুমি বলছো কি সর্দ্দার? আমি ভগবানের নামে—

কালুয়া। থাক্—থাক্। এ নরকের মাঝে আবার তাঁর নাম কেন? কি বলবো আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; নইলে—

পশুপতি। ডাকাত হ'লেও সত্যই তুমি মহান্—মহানুভব।

কালুয়া। থাক্—থাক্। আর বৈষ্ণব-বিনয়ের প্রয়োজন নেই। তবে এটা জেনে রেখো সেনাপতি, বামন হ'য়ে চাঁদ পাওয়া যায় না।

পশুপতি। ~~কিন্তু চাওয়া তো যায়।~~

কালুয়া। ~~চাইলেই কি সব পাওয়া যায় বন্ধু? পাবার যা নয়, তা চাইলে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।~~

পশুপতি। সর্দ্দার! কার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি কথা বলছো জানো?

কালুয়া। কালুয়া যাকে যা বলে, তার সামনেই বলে।

পশুপতি। তুমি অন্যায় কাজ কর না?

কালুয়া। করি। আমি ডাকাত, অন্যায় কাজ করাই আমার স্বভাব। তবে তোমার মত যার খাই, তারি দাড়ি ওপড়াই না।

পশুপতি। সাবধান দস্যুসর্দ্দার!

কালুয়া। আহা-হা, আস্তে বন্ধু, আস্তে। আমি জানি সেনাপতি, তুমি আমায় ধরিয়ে দিতে পারো। কিন্তু তুমি তা পারবে না।

পশুপতি। তোমাকে ধরিয়ে দিয়ে আমার লাভ?

কালুয়া। লাভ? আমার মাথার দামটা যে একশত স্বর্ণমুদ্রা বন্ধু।

পশুপতি। তোমার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

কালুয়া। যে বুঝেও বোঝে না, তাকে বোঝাবে কে? তবে এও জেনে রাখবে, তুমি খেলতে যাচ্ছ আগুন নিয়ে।

পশুপতি। কালুয়া!

কালুয়া। আর আগুন নিয়ে খেলার ফল—জীবন্তে পুড়ে মরা।

পশুপতি। সর্দ্দার, আমি তোমায় খুন করবো।

কালুয়া। খুন? হাঃ-হাঃ-হাঃ। আমার হাতে তরবারি থাকতে আমাকে খুন করতে পারে, সে মানুষ এখনও জন্মায় নাই। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান

পশুপতি। আগুন নিয়ে খেলতে আমি জানি। কিন্তু এত কৌশল যে আমার সব ব্যর্থ হ'লো! তবে কি চন্দনাকে আমি পাবো না? না-না এ আমার দুর্ব্বলতা। পাবো, নিশ্চয়ই পাবো। বাংলার সিংহাসন আর রাজকুমারী চন্দনার জন্য আমি ধীরে ধীরে নরকেও নেমে যাবো।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপ্রাসাদ

(নেপথ্যে ভেরীনিনাদ)

লক্ষ্মণসেন ও কেশব আসিল

লক্ষ্মণসেন। তুমি মহম্মদ আলিকে বলেছো?

কেশব। হ্যাঁ পিতা, তাকে বলেছি যে পাঠান-রণনায়কের সঙ্গে সন্ধি হ'তে পারে না।

লক্ষ্মণসেন। হুঁ! তুমি দেখছি এই রকম গোঁয়ারতুমি ক'রেই মরবে।

কেশব। আপনি বলেন কি পিতা? বক্তিয়ারের সন্ধির সর্ত্ত আপনি কি শোনেন নি?

লক্ষ্মণসেন। কি সর্ত্ত?

কেশব। মুসলমানদের অধীনে আমরা যদি করদ রাজা হই, তবেই বক্তিয়ার বাংলা আক্রমণ করবে না—এর অর্থ বাংলার স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেওয়া। তাই সন্ধির প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। আমি কি অন্যায় করেছি পিতা?

বিশ্বরূপ আসিল

বিশ্বরূপ। হ্যাঁ, তুমি অন্যায় করেছো। তোমার মত নির্ব্বোধের

এসব রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামানোর কি দরকার ছিল? তুমি সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে চাও কোন অধিকারে?

কেশব। এ দেশের দেশবাসী আমি, সেই অধিকারেই সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইনি।

বিশ্বরূপ। শুধু তাই নয়। তুমি মহম্মদ আলির সঙ্গে যে কথা-বার্ত্তা বলেছো তা অত্যন্ত আপত্তিকর।

কেশব। আমাদের দেশে আমাদেরই আপত্তিকর কথাবার্ত্তা যদি কোন বিদেশীর সহ্য না হয়, তাহ'লে তার কানে তুলো দিয়ে থাকাই উচিৎ।

বিশ্বরূপ। কিন্তু এতে মঙ্গল হবে না নির্ব্বোধ। মুসলমান-সৈন্যের হাতে সকলকে মরতে হবে।

কেশব। পরাধীনতার চেয়ে মরাই ভাল।

বিশ্বরূপ। এটা বুদ্ধিমানের কথা নয়।

কেশব। কিন্তু এইটাই বীরের কথা।

লক্ষ্মণসেন। তাহ'লে তুমি কি করতে বল বিশ্বরূপ?

বিশ্বরূপ। আমি বলি পিতা, আপনি বক্তিয়ার খিলজির সঙ্গে সন্ধি করুন। পৃথ্বীরাজ অসংখ্য সৈন্য নিয়েও জয়ী হ'তে পারেন নি, তরাইনের রণক্ষেত্রে তাঁকে চিরদিনের মত নীরব হ'তে হয়েছে।

লক্ষ্মণসেন। তাহ'লে তোমার মতে সন্ধি করাই ভাল? আর তুমি কি বল কেশব?

কেশব। আমার কথা—আপনি যদি সন্ধি করেন, বুঝবো বাংলার দুর্ভাগ্য, আমি তাহ'লে বাংলা ছেড়ে চ'লে যাবো পিতা।

লক্ষ্মণসেন। চ'লে যাবে কেন?

কেশব। দেশদ্রোহীর সন্তান হ'য়ে আমি রাজভোগ খেতে চাই না।

বিশ্বরূপ। পিতাকে এতবড় কথা বলতে তোমার সাহস হ'লো?

কেশব। সত্যকথা কেশব ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে ভয় পায় না।

বিশ্বরূপ। পিতা, এখনও আপনি এই নির্ব্বোধের ঔদ্ধত্য সহ্য করছেন?

লক্ষ্মণসেন। না বিশ্বরূপ। এই ঔদ্ধত্যের আমি শাস্তি দিতেই চাই।

বিশ্বরূপ। বলুন পিতা, এই নির্ব্বোধের কি শাস্তি।

কেশব। আমিও শুনতে চাই, কি আমার শাস্তি?

লক্ষ্মণসেন। শাস্তি?

বিশ্বরূপ। হ্যাঁ পিতা, শাস্তি।

কেশব। বলুন পিতা, কি শাস্তি?

লক্ষ্মণসেন। এর যোগ্য শাস্তি আমার প্রাণখোলা আশীর্ব্বাদ!

কেশব। পিতা! (প্রণাম করিল)

বিশ্বরূপ। পিতা! (বিরক্ত হইল)

লক্ষ্মণসেন। হ্যাঁ পুত্র! আশীর্ব্বাদ করছি তোমায়—তুমি দীর্ঘজীবী হও। ভগবানের কাছে কামনা করি, তোমার মত সন্তান যেন বাংলার ঘরে ঘরে জন্মগ্রহণ করে। আর বিশ্বরূপ—

বিশ্বরূপ। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না পিতা। আমি বলতে চেয়েছিলাম যে—

লক্ষ্মণসেন। বাংলা দেশটা নির্ব্বিবাদে বিদেশীর হাতে তুলে দেওয়া থাক; কিন্তু তুমি ভুলে গিয়েছিলে বিশ্বরূপ, সাতকোটি বাঙালী মরতে পারে, তবু দেশের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে পারে না।

বিশ্বরূপ। আপনি ভেবে দেখুন পিতা, এতে বাংলার বুকে একটা ঝড় ব'য়ে যাবে। আর ঐ ঝড়ে সব উড়ে যাবে।

লক্ষ্মণসেন। সব যদি উড়েও যায়, তবু একটা জিনিস উড়ে যাবে না পুত্র।

বিশ্বরূপ। কি পিতা?

লক্ষ্মণসেন। বাঙালীর আত্মবলির ইতিহাস। যুগ যাবে, আবার যুগ আসবে, কালের কঠিন পদ-পেষণে কত লক্ষ্মণসেন, কত বক্তিয়ার চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যাবে, তবু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বাঙালীর এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস। সারা হিন্দুস্থান জানবে রাজা লক্ষ্মণসেন প্রাণ দিয়েছে, তবু মান দেয়নি।

কেশব। যদি কিছু অপরাধ ক'রে থাকি পিতা, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

লক্ষ্মণসেন। কোন অপরাধ তুমি করনি কেশব। তোমার মত উচিত বক্তাই আজ বাংলায় প্রয়োজন।

পশুপতি আসিল

পশুপতি। মহারাজ!

লক্ষ্মণসেন। এইসব সাধু কর্ম্মচারীরা আমার চারিদিকে দিবারাত্র শুধু তোষামোদের বুলি ব'লে যায়—একটা সত্যকথা বলার সাহস এদের নেই।

পশুপতি। হে-হে-হে, মহানুভব মহারাজ ঠিক কথাই বলেছেন।

লক্ষ্মণসেন। শুনছো—শুনছো কেশব, তোষামোদের বুলিটা শুনছো? এদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে কেশব, মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে।

পশুপতি। আমি বলি মহারাজ, পাঠানদের সঙ্গে এখন সন্ধি রাই ভাল।

কেশব। সন্ধিই যদি করতে হয়, তবে তোমার মত সেনাপতিরা াছে কি করতে ?

পশুপতি। বিশাল পাঠান-বাহিনীর কাছে আমাদের মুষ্টিমেয় সৈন্য করতে পারে রাজকুমার ?

কেশব। মরতেও তো পারবে ?

পশুপতি। মরলেই কি জয়ের মাল্য পাবেন কুমার ?

কেশব। জয়-পরাজয় ভবিষ্যতের কথা! কিন্তু এখন হতে বাই যদি ভেঙ্গে পড়ে, তাহলে এর চেয়ে বাংলার দুর্ভাগ্য আর ছুই নেই।

পশুপতি। ভেঙ্গে পড়িনি কুমার। যুদ্ধ করতে আমি প্রস্তুত, বে—

কেশব। পাঠান-সৈন্যেরা যদি বাধা দেয় ? বাধা দিলেও যুদ্ধ ামরা করবো। কিন্তু—

লক্ষ্মণসেন। তাহলে তুমিও বলতে চাও পশুপতি যে, যুদ্ধ না ক'রে ন্ধি করাই আমাদের উচিত ?

মহম্মদের প্রবেশ।

মহম্মদ। বন্দেগী মহারাজ! (কুর্নিশ করিল)

লক্ষ্মণসেন। নমস্কার। (নমস্কার করিল)

মহম্মদ। আমি মহামান্য পাঠান-রণনায়ক বক্তিয়ার খিলজি াহেবের দূত।

লক্ষ্মণসেন। কি বলতে চান, বলুন ?

মহম্মদ। মহামান্য খিলজি সাহেবের সঙ্গে আপনি সন্ধি করতে চান কিনা তাই জানতে চাই।

লক্ষ্মণসেন। আপনাদের সন্ধির সর্ত্ত ?

মহম্মদ। সর্ত্ত,—খিলজি সাহেবের প্রতিনিধিরূপে আপনাকে বাংলা শাসন করতে হবে।

লক্ষ্মণসেন। আর বছরে বছরে কিছু কিছু রাজকরও দিতে হবে—কেমন ?

মহম্মদ। বুঝলাম, মহারাজ বুদ্ধিমান। কিন্তু আপনি সন্ধি করতে চান না কেন ?

লক্ষ্মণসেন। কারণ, দেশটা আমার ; আমার নিজের দেশ আমি পরের হাতে তুলে দিতে পারি না।

বিশ্বরূপ। দেশ তো ওঁরা চান না পিতা, ওঁরা চান রাজকর।

কেশব। কর দেওয়ার অর্থ—পাঠানদের গোলামি করা।

মহম্মদ। ভেবে দেখুন রাজা, এ যুদ্ধের পরিণাম।

লক্ষ্মণসেন। সোজা কথায় বলতে চান, এর পরিণাম মৃত্যু—কেমন ? মৃত্যুভয়ে আমি দেশের স্বাধীনতা বলি দিতে পারি না দূত !

মহম্মদ। পৃথ্বীরাজের দৃষ্টান্ত দেখেও আপনার সাহস হয় ?

লক্ষ্মণসেন। আমার সাহসের কথা থাক পাঠান-দূত। আপনি আমারই প্রাসাদে দাঁড়িয়ে আমাকে চোখ রাঙান কোন সাহসে, তাই আমি জানতে চাই।

বিশ্বরূপ। আপনি ভুলে যাচ্ছেন পিতা উনি দূত মাত্র।

কেশব। দূত হলেও এ কথা বক্তিয়ার খিলজিই ওঁর মুখ দিয়েই
বলে পাঠিয়েছেন। যান দূত, ফিরে যান, পাঠান-রণনায়ককে বলবেন,
বাঙালী যুদ্ধ করতে জানে।

মহম্মদ। মহারাজেরও কি এই সঙ্কল্পই স্থির?

লক্ষ্মণসেন। হ্যাঁ, এই সঙ্কল্পই স্থির।

পশুপতি। মহারাজকে আমি অনুরোধ করছি, এইভাবে মৃত্যুর
মুখে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না।

লক্ষ্মণসেন। মৃত্যু? মৃত্যুকে তোমার এত ভয় পশুপতি? অথচ
দেখ, বৃদ্ধ আমি, তবু মরণকে ভয় করি না।

পশুপতি। কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও যুদ্ধ করা—

কেশব। পরাজয়ের কথাই বা ভাবছো কেন সেনাপতি? পাঠান-
সৈন্যেরা যুদ্ধ করবে অর্থের জন্য, আর আমরা যুদ্ধ করবো দেশের জন্য
তাতে যদি মৃত্যুই হয়, সে মৃত্যু হবে গৌরবের।

পশুপতি। রাজকুমার!

কেশব। আমাদের এক ফোঁটা বুকের রক্ত যেখানে পড়বে,
সেখানে আবার জন্ম নেবে শত শত মুক্তিকামী বাঙালী।

বিশ্বরূপ। কেশব!

কেশব। এক জন্মে না হয়, জন্ম-জন্মান্তরের সাধনায় আমরা
করবো স্বাধীনতা-সংগ্রাম। স্বাধীনতা-সংগ্রামের অস্ত্র হাতে থাকে না
দাদা,—থাকে অন্তরে অন্তরে।

[প্রস্থান

মহম্মদ। চমৎকার—চমৎকার! এই তো বাঙালী।

লক্ষ্মণসেন। (সবিস্ময়ে) পাঠান-দূত!

মহম্মদ। আমার এ উচ্ছ্বাসে বিস্মিত হবেন না মহারাজ। আমি বক্তিয়ারের গোলাম হলেও মানুষ; আমি গোলামি করি বলে আমার মনুষ্যত্বকে আমি বিক্রী করিনি।

লক্ষ্মণসেন। বুঝলাম, বক্তিয়ার ভাগ্যবান! তাঁর সঙ্গী বিশ্বস্ত সেবকই শুধু নন—সত্যকার মানুষও।

মহম্মদ। হে মহান্ সম্রাট! আমি আপনার বিপক্ষে হলেও স্বীকার করে যাচ্ছি, আপনি শুধু তীক্ষ্মবুদ্ধি রাজাই নন, আপনি দেশপ্রেমিক। তাই পাঠান-দূত আপনার দরবার-ত্যাগ করার সময় দিয়ে যাচ্ছে আভূমিনত সেলাম।

[কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান

লক্ষ্মণসেন। নমস্কার। (নমস্কার করিলেন)

পশুপতি। এ আপনি কি করলেন মহারাজ?

লক্ষ্মণসেন। ঠিকই করেছি। যাও—সৈন্যদের প্রস্তুত থাকতে আদেশ দাও।

পশুপতি। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য!

[প্রস্থান

বিশ্বরূপ। আমি বলছিলাম পিতা—

লক্ষ্মণসেন। না—না, সন্ধি হবে না।

বিশ্বরূপ। পিতা—

লক্ষ্মণসেন। ওরে বিশ্বরূপ! এ দেশ যে আমার মা, তাঁর অপমান আমি সইবো কেমন ক'রে? না—না, সন্ধি হবে না, সন্ধি করতে আমি পারবো না। আমি মাথা দেবো, তবু মাথার মুকুট নামাবো না।

গীতকণ্ঠে নিমাই আসিল

নিমাই ।—

গীত

আকাশেতে ওই উদিল রবি
　　আরতি-প্রদীপ জ্বালি।
মায়ের পূজায় দে রে এবার
　　বুকের রক্ত অঞ্জলি ॥

লক্ষ্মণসেন। আচ্ছা নিমাই, যদি পরাজয় হয়, তাহলে তারা বন্দী করে নিয়ে যাবে তো ?

নিমাই। আমরা বন্দী হবো না।

লক্ষ্মণসেন। তবে কি সন্ধি করতে বল ?

নিমাই। না মহারাজ।

লক্ষ্মণসেন। তবে কি করবো আমরা ?

নিমাই ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

হাসি মুখে প্রাণ দেবো বলিদান
　　গাহি জীবনের জয়,
সকলের তার যে দেয় পরাণ
　　নাহি কভু তার ক্ষয় ;
সব কিছু আজ কুসুমের মত
　　মার পায়ে দেবো ডালি ॥

বিশ্বরূপ। তাহলে যুদ্ধই আমাদের স্থির পিতা ?

লক্ষ্মণসেন। যুদ্ধের কথা এখন থাক্ বিশ্বরূপ। আমি জানতে চাই—সেদিন দেবী সিংহবাহিনীর মন্দিরে ডাকাতের কবল হতে যে তোমার ভগ্নীকে রক্ষা করেছিল, তার—আর সেই ডাকাতের কোন সন্ধান তুমি পেয়েছ কি না ?

বিশ্বরূপ। অনুসন্ধান আমি করেছিলাম পিতা, কিন্তু ডাকাত বা উদ্ধারকর্ত্তা—কারও সন্ধান পাইনি।

লক্ষ্মণসেন। কোথায় অনুসন্ধান করেছিলে বিশ্বরূপ? রাজ-অন্তঃপুরে না প্রমোদ-উদ্যানে ?

বিশ্বরূপ। আপনি আমায় চিরকাল বিষদৃষ্টিতে দেখেন পিতা, তাই—

লক্ষ্মণসেন। আগে মানুষের মত মানুষ হও, তখন আদর করে বুকে তুলে নেবো। তুমি আমারই পুত্র বিশ্বরূপ, তোমার কাপুরুষতায় মাথা হেঁট হয় আমার।

নিমাই। মহারাজ! আপনি শুধু যোগ্য রাজাই নন, সত্যকার পিতাও।

বিশ্বরূপ। আপনি আমার কোন কথা শুনতে চান না। আচ্ছা দেখাই যাক শেষ পর্য্যন্ত।

[প্রস্থান

লক্ষ্মণসেন। অপদার্থ! এতটুকু সৎসাহস নেই।

দেবান্তকের প্রবেশ।

দেবান্তক। মহারাজ! আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

লক্ষ্মণসেন। কে তুমি ?

দেবান্তক। আমি একজন গৃহহারা, মগধ আমার জন্মস্থান—নাম দেবান্তক।

নিমাই। এই তো—এই দেবতাই তো আমাদের দিদিমণিকে রক্ষা করেছিল। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছি—ঠিক ধরেছি।

[প্রস্থান

লক্ষ্মণসেন। গত অমাবস্যার রাত্রে আমার কন্যাকে তুমিই দস্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছিলে?

দেবান্তক। আমি রক্ষা করিনি মহারাজ, রক্ষা করেছিলেন দেবী সিংহবাহিনী। আমি উপলক্ষ্য মাত্র।

লক্ষ্মণসেন। তুমি—তুমিই রক্ষা করেছিলে আমার চন্দনাকে? তোমার এই কাজের জন্য আমি তোমায় পুরস্কৃত করতে চাই। বল যুবক, তুমি কি চাও?

দেবান্তক। পুরস্কারের লোভে আমার নিজের জীবন বিপন্ন করে আপনার কন্যাকে উদ্ধার করতে যাইনি মহারাজ—আমি গিয়েছিলাম মানুষের কর্ত্তব্যবোধে।

লক্ষ্মণসেন। আমিও সেই মানুষের কর্ত্তব্য পালন করতে চাই। বল তুমি কি চাও?

দেবান্তক। জগতে আপনার বলতে আমার কেউ নেই মহারাজ, সুতরাং কোন আর্থিক কামনা আমার নেই।

লক্ষ্মণসেন। কিছুই চাও না যুবক?

দেবান্তক। যদি একান্তই কিছু দিতে চান, তবে আপনার সৈন্যদলে আমায় সৈনিকরূপে নিয়োগ করুন।

লক্ষ্মণসেন। উত্তম! আজ হতে তুমি আমার দশ হাজারী

সৈন্যাধ্যক্ষ হ'লে। যথা সময়ে আমার দস্তখৎ ও মোহরযুক্ত নিয়োগ-পত্র পাবে।

পুনঃ কেশবের প্রবেশ।

কেশব। একটা দারুণ দুঃসংবাদ আছ পিতা! সহকারী সেনাপতি অনিরুদ্ধ—

লক্ষ্মণসেন। তাকে আমি বক্তিয়ারের শিবিরে ছদ্মবেশে যেতে বলেছিলাম পাঠানদের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য। তার কি কোন বিপদ হয়েছে? বল কেশব, সেনাপতি অনিরুদ্ধ—

কেশব। নিহত।

লক্ষ্মণসেন। নিহত? ওঃ!

কেশব। শুধু তাই নয় পিতা, তার সঙ্গে যে কয়জন সৈন্য ছিল, তারাও বন্দী।

লক্ষ্মণসেন। বন্দী? ওঃ, অনিরুদ্ধ নিহত—সৈন্যরা বন্দী। আমারই জন্য তারা আজ মৃত্যুর মুখে। কি করি, কেমন করে তাদের রক্ষা করি।

দেবান্তক। আমায় আদেশ দিন মহারাজ, আমি তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসবো।

লক্ষ্মণসেন। তোমার জীবন যদি বিপন্ন হয়?

দেবান্তক। আমার মত একটা নগণ্য মানুষের বিনিময়ে যদি এতগুলো যোদ্ধার প্রাণ বাঁচে, তবে সে মৃত্যু কার না বাঞ্ছনীয় মহারাজ?

লক্ষ্মণসেন। বেশ, যাও; কিন্তু—

দেবান্তক। কোন কিন্তু নেই মহারাজ, আমার এ বুকে বড়

জ্বালা। এই পাঁজরার নীচে আগুন চেপে রেখেছি—সে আগুনে আমি পুড়ে মরবো। অথবা—(প্রস্থানোদ্যত)

কেশব। বল যুবক, থামলে কেন?

দেবান্তক। আজ নয়। যদি ফিরে আসি—

কেশব। শোন বন্ধু, শোন—

দেবান্তক। তবেই শোনাবো সে কাহিনী।

[প্রস্থান

কেশব। বন্ধু—বন্ধু! এ যুবক কে পিতা?

লক্ষ্মণসেন। এই যুবকই আমার চন্দনাকে রক্ষা করেছিল। কিন্তু আমি আর একটা কথা ভাবছি কেশব!

কেশব। কি পিতা?

লক্ষ্মণসেন। ভাবছি সেই কালুয়া ডাকাতের কথা। তার মাথার দাম ঘোষণা করেছি একশত স্বর্ণমুদ্রা। তবু আজও সে ধরা পড়লো না।

কেশব। আমায় আদেশ দিন পিতা। যেখানেই থাকুক সে, আমি তাকে ধরে নিয়ে আসবো।

লক্ষ্মণসেন। পারবে কেশব? বাংলার প্রজাকুল এই ডাকাতের ভয়ে ভীত—সন্ত্রস্ত, পারবে তুমি বাংলার এই কুখ্যাত ডাকাতকে ধরে আনতে? তবে সৈন্য নিয়ে—

কেশব। না পিতা, সৈন্য নিয়ে আড়ম্বর করে তাকে জানিয়ে গেলে কোনদিনই ধরা যাবে না। তাকে ধরতে হবে গোপনে। আমি একাই যাবো পিতা!

লক্ষ্মণসেন। একা তুমি কেমন করে যাবে?

কেশব। ভয় কি পিতা! আপনার আশীর্ব্বাদই আমার শ্রেষ্ঠ শক্তি। পায়ের ধুলো দিন, আশীর্ব্বাদ করুন—যেন যাত্রা আমার সফল হয়। জয় মা সিংহবাহিনী—(প্রস্থানোদ্যত)

লক্ষ্মণসেন। একাই তুমি এগিয়ে চলেছ কেশব?

কেশব। পিতা, জগতে সৎকার্য্যের সঙ্গী কেউ হয় না। একাই এগিয়ে চলেছি, সামনে আমার কর্ত্তব্যের আহ্বান, সেই কর্ত্তব্যের আহ্বানে আমি ছুটে চলেছি অনিশ্চিতের অন্ধকারে।

লক্ষ্মণসেন। কেশব!

কেশব। চেয়ে দেখুন পিতা, বাংলার আকাশে আজ ঝড় উঠতে চলেছে। এ সময় কোন কিছুর ভয়ে আমাদের পিছিয়ে থাকা চলে না। যদি প্রয়োজন হয়, বুকের রক্ত নিংড়ে দিয়ে যাবো বাংলামায়ের চরণতলে।

[প্রস্থান

সৈন্যগণ। (নেপথ্যে) জয় মহারাজ লক্ষ্মণসেনের জয়!

কমলার প্রবেশ।

কমলা। ওরে, না—না, তোরা মহারাজের জয়ধ্বনি দিস্ না। জয়ধ্বনি দে বাংলামায়ের।

লক্ষ্মণসেন। শুনেছ—শুনেছ কমলা, বক্তিয়ার খিলজি আসছে বাংলা আক্রমণ করতে?

কমলা। শুনেছি। আর এও শুনেছি যে, যুদ্ধ হবে। তুমি ঠিকই করেছ, সন্ধি করে নিজেকে যে নিজের কাছে ছোট করনি, এ জেনে আজ গর্ব্বে আনন্দে আমার বুক ভরে উঠেছে মহারাজ।

লক্ষ্মণসেন। আজ আমার ঘোর দুর্দ্দিন কমলা।

কমলা। এ দুর্দ্দিন শুধু তোমারই নয়, সারা বাংলার। সারা হিন্দুস্থানের মানচিত্রের আজ রং বদলাতে আরম্ভ করেছে।

লক্ষ্মণসেন। এই দুর্দ্দিনে বাঙালীকে দলাদলি ভুলে গিয়ে গলাগলি করে দাঁড়াতে হবে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষায়। এই ঘোর দুর্দ্দিনে তুমি কি আমার পাশে এসে দাঁড়াতে পারো না?

কমলা। দাঁড়াবো। তোমার ধর্ম্মই যে আমার ধর্ম্ম, তোমার কাজ—সে যে আমারই কাজ। তুমি তুলে ধরবে অসি, আমি তুলে ধরবো বাংলার জাতীয় নিশান।

লক্ষ্মণসেন। আর যদি পরাজয় হয়?

কমলা। পরাজয়? তাই যদি হয়, তবে নিজের হাতে একে একে পুত্র আত্মীয় সকলকে ডালি দেবো। তারপর—তারপর তুমি তো আছ? তুমি একখানা অস্ত্র আমার বুকে আমূল বসিয়ে দিতে পারবে না?

লক্ষ্মণসেন। কমলা!

কমলা। তোমার হাতে মৃত্যু—সে হবে আমার পরম সুখের। চেয়ে দেখ মহারাজ, বাংলার আকাশে আজ আসন্ন ঝঞ্ঝার প্রস্তুতি, একদিকে বাংলার জনগণের দলাদলি, অন্যদিকে পাঠানের আস্ফালন। ক্রন্দনময়ী দীনা বঙ্গজননী এ ঘোর দুর্দ্দিনে ভীতা কম্পিতা!......তবু বাঙালী ঘুমন্ত। কে তাকে আশ্বাস দেবে? কে মোছাবে তার নয়নজল?

লক্ষ্মণসেন। বাংলা মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারবে তুমি কমলা?

কমলা। চেষ্টা করতে হবে মহারাজ। তুমি ছুটে যাবে রণস্থলে হাতে অসি আর বুকে সাহস নিয়ে, আমিও বাংলার নারীদের ডাক দিয়ে বলবো—ওগো পুরনারীগণ, ফেলে রাখো তোমাদের গৃহকাজ—ফেলে রাখো অঙ্গসজ্জা। হাতে অসি নিয়ে এগিয়ে চল পুরুষের পাশে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে মরণ-সঙ্গিনী রূপে।

লক্ষ্মণসেন। কমলা!

কমলা। সেইদিন—সেইদিন তোমার পাশে এসে দাঁড়াবো। সেইদিন আমার দাবী আমি চেয়ে নেবো।

[প্রস্থান

লক্ষ্মণসেন। ওই প্রাসাদ-শিখরে উড়ছে বাংলার জাতীয় নিশান। শত্রু হয়তো একদিন ঐ নিশান টেনে ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দেবে। সেদিন কেউ থাকবে না আপনজন। শুধু থাকবে আমার এই বঙ্গজননী মা। ওগো মা, যদি সত্যই আমি না থাকি, তাহলে তুই সেদিন পথের পথিককে ডেকে বলিস—বাংলার রাজা লক্ষ্মণসেনের দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে সে নিশান নামায়নি—সে নিশান নামায়নি।

[প্রস্থান

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাংলার উপকণ্ঠে মহাবন মধ্যস্থ পাঠান-শিবির

বক্তিয়ারের নাচঘর

বক্তিয়ার আসনী ; বাইজীগণ আসিয়া

নাচ গান করিতে লাগিল

বাইজীগণ।—

গীত

দাও সকী তুলে দাও মধুভরা পেয়ালা।
রোদন-ভরা এ জীবন-মরুতে
কেন গো সহিছ জ্বালা।

বক্তিয়ার। ঠিক হ্যায়! চমৎকার তোমাদের গান, তার চেয়েও চমৎকার বাংলাদেশ! তাই চাই আমি বাংলাদেশ জয় করতে। বক্তিয়ার খিলজি বাংলার পথে প্রান্তে ছুটে যাবে এক হাতে অসি—(এক জন বাইজী অসি দিল) আর এক হাতে—(অন্যজন হাতে একপাত্র সুরা দিল) হ্যাঁ-হ্যাঁ, এই সুরার পাত্র নিয়ে হাঃ-হাঃ-হাঃ (সুরাপাত্রের দিকে চাহিয়া রহিল)

বাইজীগণ।—

গীত

জীবন যদি কেটে যায়
সুরা আর গানে গানে,

বক্তিয়ার — গাও বাইজী শুরু কর তোমার গান —

এর বেশী সুখ কি আছে প্রিয়,
হাসিহারা এ প্রাণে ;
রঙিন ঠোঁটে ছোঁও রঙিন সুরা,
ভুলে যাবে দিল্ জ্বালা।

বক্তিয়ার। আচ্ছা বাইজি, তুই নসীব মানিস ?

১মা বাইজী। মানি জনাব ! (কুনিশ করিল)

বক্তিয়ার। আমি কিন্তু মানি না। ও মিথ্যা—ঝুট মিথ্যা। না—না, হয়তো মিথ্যা নয়, নইলে মহম্মদ ঘোরীর ক্রীতদাস আমি আর কুতুবউদ্দিন দুজনেই। তবু কুতুব আজ দিল্লীর সুলতান। আর আমি? তার গোলা—তোবা তোবা। না, না, আমি তার গোলাম নই—গোলাম নই। আচ্ছা বাইজী তুমি যাও —

বাইজীগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

মিছে নসীব, সত্যি শুধু
এ জীবনের হাসি,
চাঁদ নিয়ে হায় কি হবে প্রিয়,
পেলে চাঁদের হাসি ;
দুঃখের কালো সব ঢেকে দাও
দিয়ে হাসির আলো।

[প্রস্থান

(বক্তিয়ার সুরা পান করিতে করিতে হঠাৎ সুরাপাত্রের ভিতর মগধরাজের মুখ দেখিতে পাইল)

বক্তিয়ার। একি ! কে—কে তুমি ? মগধরাজ—মগধরাজ ? না—

না, অমন করে তাকিও না, আমি সইতে পারছি না ও তীব্রদৃষ্টি।

আবার? দেখ তবে—

আশমানের প্রবেশ।

আশমান। বাপজান!

বক্তিয়ার। মগধরাজ! আবার? তবে তোমার টুঁটি টিপে—

(আশমানের গলা টিপিয়া ধরিল)

আশমান। বাপজান!

বক্তিয়ার। কে? আশমান? পালিয়ে যা—পালিয়ে যা, এ দোজাকে আর আসিস নি মা!

আশমান। না, আমি যাবো না। পিতাকে দোজাক থেকে টেনে তোলাই সন্তানের কর্ত্তব্য। ঐ পানপাত্র ফেলে দাও বাপজান, ও বিষ আর তোমায় পান করতে দেবো না।

বক্তিয়ার। কি তুই বলতে চাস?

আশমান। তুমি পাঠান-রণনায়ক। তোমার সুরা আর সঙ্গিনী নিয়ে মশগুল হয়ে থাকা শোভা পায় না। তোমার চরিত্র হবে নির্ম্মল। লোকে তোমায় মাতাল বলে, এ লজ্জা রাখবার স্থান আমি খুঁজে পাই না বাপজান!

বক্তিয়ার। এই আমার সবটুকু পরিচয় নয় আশমান। বক্তিয়ার পানপাত্রের পেয়ালা তুলে নেয় এক হাতে, আর এক হাতে তুলে নেয় এই অসি। তাই মগধ হতে বাংলার উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত আমার পদানত। কিন্তু কে সে বেতমিজ, যে আমায় মাতাল বলে? আমি তাকে অসি দিয়ে—

আশমান। অসি দিয়ে রাজ্য জয় করা যায় বাপজান, কিন্তু মানুষের মন জয় করা যায় না। মানুষের মন জয় করা যায় শুধু ভালবাসায়।

বক্তিয়ার। মানুষের মন জয় করতে আমি হিন্দুস্থানের পথে প্রান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছি না আশমান, আমি শুধু এই দেশটাই জয় করতে চাই।

আশমান। জয়ী হয়তো তুমি হবে আব্বা, কিন্তু এ দেশ শাসন করতে পারবে না। আর ওই সরাপ তোমার জীবনের সব হাসিকে নষ্ট করে দেবে।

বক্তিয়ার। হাসি? হাঃ—হাঃ—হাঃ! এ জগতে হাসি কোথায় আশমান, এখানে আছে শুধু কান্না। তাই যে কটা দিন আছি, একটু আনন্দের মাঝেই ডুবে থাকতে চাই। (সুরা পান)

আশমান। সত্যকার আনন্দ সুরায় নেই বাপজান, আছে মানুষকে ভালবাসায়।

বক্তিয়ার। মানুষকে ভালবাসবো? মানুষ ভালবাসার প্রতিদানে কি দেয় জানিস? দেয় আঘাত। স্নেহের প্রতিদানে বুকে মারে সিংসার তীক্ষ্ণ ছুরি। এই মানুষ—এদের ভালবাসা গোখ্‌রো সাপের ভালবাসার সমান।

আশমান। ও তোমার মনের দুর্ব্বলতা বাপজি! সেই মেহেরবান খোদার সকলেই তো তাঁর সন্তান। মানুষ যে পরস্পর ভাই—ভাই। ভাইকে কি ভালবাসা যায় না?

বক্তিয়ার। মানুষকে ভালবাসতেই আমি চেয়েছিলাম আশমান! ভালবেসে যাকেই বন্ধু বলে বুকে টেকে নিতে গেছি, সেই দিয়েছে

বেইমানির কশাঘাত। শৈশবে এক গরীবকে ভিক্ষা দিয়েছিলাম বলে আমার পিতা আমায় করেছিলেন কশাঘাত। ভালবাসতে গিয়েই আমার মুখের হাসি—শান্তির নিদ্রা সব ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে। তাই আমি আজ মাতাল—আমি পরনারী অপহরণকারী—যোদ্ধা বক্তিয়ার খিলজি!

আশমান। ভুল তোমার। মনে রেখো বাপজি, তুমি আগে মানুষ—তারপর যোদ্ধা!

[প্রস্থান

বক্তিয়ার। যোদ্ধার কর্ত্তব্যের কাছে মনুষ্যত্বের কোন মূল নেই। রা হিন্দুস্থানের পথে প্রান্তরে আকাশের কক্ষচ্যুত উল্কার মত ছুটে চলেছি। যারা ছিল আবাল্যের সুহৃদ, মরণ-কুহেলিকার অন্তরালে তারা কখন মিলিয়ে গেল। তাই আমি একাই ছুটে চলেছি আমার-কক্ষপথে।

মহম্মদের প্রবেশ।

মহম্মদ। বান্দার সেলাম পৌঁছে জনাব! [কুর্নিশ করিল]

বক্তিয়ার। কে? ও, মহম্মদ? কি সংবাদ? তুমি লক্ষ্মণাবতীতে লক্ষ্মণসেনের কাছে গিয়েছিলে? তাকে জানিয়েছিলে যে, সন্ধি না করলে বাংলা দেশটা আমরা অগণিত সৈন্য দিয়ে ধ্বংস করে দেবো?

মহম্মদ। সবই বলেছিলাম জনাব। কিন্তু লক্ষ্মণসেন উত্তর করলেন যে, মৃত্যুর ভয়ে তিনি নিজের দেশকে পরের হাতে তুলে দেবেন না—আর রাজকর দিয়ে বিদেশীর গোলামি করবেন না।

বক্তিয়ার। এই হঠকারিতার জন্যই লক্ষ্মণসেন মরবে। মৃত্যু সামনে

এগিয়ে আসছে দেখেও যে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে না, সে তো নির্ব্বোধ।

মহম্মদ। বান্দার বেয়াদপি মাফ করবেন জনাব। আমি খোদার কাছে প্রার্থনা করি, এমন নির্ব্বোধ যেন সকল দেশে সকল জাতির মাঝে যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করে।

বক্তিয়ার। হুঁ। বাংলায় আমাদের কেউ সাহায্য করতে চান না?

মহম্মদ। লক্ষ্মণসেনের সেনাপতি আমাদের সাহায্য করতে চান, বিনিময়ে তিনি চান বাংলার মসনদ।

বক্তিয়ার। অর্থাৎ মরদ রাজা হতে চায়; তাকে জানিয়েছ যে, ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করলেই আমরা তাকে বাংলার মসনদ দেবো?

মহম্মদ। প্রকারান্তে তাও জানিয়েছি। আর তিনি তাতে সম্মত হয়েছেন।

বক্তিয়ার। বেশ বেশ। দেখ মহম্মদ, আমরা শুধু এ দেশটাই জয় করতে আসিনি, এসেছি ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করতে। এ দেশ জয় করে আমি এ দেশের নর-নারীকে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করাবো।

মহম্মদ। কাউকে জোর করে কলমা পড়িয়ে মুসলমান করলে অন্তরে সে খাটি মুসলমান হতে পারে না।

বক্তিয়ার। কাফেরের ধর্ম্ম আবার ধর্ম্ম!

মহম্মদ। ধর্ম্ম মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ! যে-যে ধর্ম্ম পালন করে, সে-সেই ধর্ম্মকে ভালবাসে।

বক্তিয়ার। তবু এ দেশ জয় করে আমি এদের সকলকে ধর্ম্মান্তরিত করবো। আর এ দেশের খুপসুরৎ বিবিদের স্থান হবে আমারই গুলবাগে।

মহম্মদ। জনাব!

বক্তিয়ার। আর যুদ্ধ জয় করে তুমিই তাদের নিয়ে আসবে মহম্মদ আমার গুলবাগে।

মহম্মদ। এ ভার আপনি অন্য কাউকে দিন জনাব, আপনার এ হুকুম তামিল করতে এ নফর অক্ষম!

বক্তিয়ার। আমার হুকুম তুমি তামিল করবে না?!

মহম্মদ। আপনার এই হুকুম অন্যায় হুকুম না হত, আমি মাথা নীচু করে তা পালন করতাম জনাব।

বক্তিয়ার। অন্যায়টা তুমি দেখলে কোথায়?

মহম্মদ। জনাব! সকল দেশেই পরনারীর স্থান শুধু মায়ের আসনে।

বক্তিয়ার। মহম্মদ!

মহম্মদ। তাই আমার কাছে পরনারী শুধু মা! সেই মায়ের পায়ে দিই আমার হাজার হাজার সেলাম।

বক্তিয়ার। ভুলে যেও না এ আমার হুকুম।

মহম্মদ। জনাবের হুকুমের চেয়েও বড় আমার বিবেকের নির্দ্দেশ।

বক্তিয়ার। কিন্তু তোমার বিবেক আমার হুকুম তামিল না করার শাস্তিটা বোধ হয় রোধ করতে পারবে না।

মহম্মদ। আমি জানি জনাব। হুকুম তামিল না করলে শাস্তিই হবে আমার পাওনা…তবু আমার এই কলিজার মধ্যে যে খোদাতালা বাস করছেন, তাঁর নির্দ্দেশ আমি অমান্য করতে পারবো না।

বক্তিয়ার। তাহলে জান তোমায় মরতে হবে।

মহম্মদ। জানি। তবে আমার মৃত্যু যদি খোদার অভিপ্রেত না হয়, আপনার আদেশও আমার মৃত্যু হবে না জনাব।

বক্তিয়ার। খবরদার বেইমান! (কশাঘাত)

মহম্মদ। (পিঠে হাত বুলাইয়া) না—না জনাব, মহম্মদ বেইমানি শেখেনি। সে যার নিমক খায় তার উপকার করে।

বক্তিয়ার। মনে রেখো, তুমি গোলাম। গোলামের স্বাধীন ইচ্ছা আর স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার নেই।

মহম্মদ। আপনিও শুনে রাখুন মেহেরবান! আমি গোলামি করলেও আমার মনটা আপনার গোলামি করে না।

[প্রস্থান

বক্তিয়ার। গোলামের আবার স্বাধীন ইচ্ছা! যোদ্ধার কর্ত্তব্যের কাছে মনুষ্যত্বের কোন মূল্য নেই; তাই এই বক্তিয়ার একদিন পিপাসার্ত্ত মৃত্যুপথযাত্রীর মুখে একফোঁটা পানি না দিয়ে তাকে কোতল করতে বাধ্য হয়েছে। আজও গভীর রাত্রে স্বপ্নে সে এসে পানি চায়। আজও আমার মানসপটে ভেসে ওঠে—

ঠিক সেই সময় অসিহস্তে রক্তাক্ত
দেহে দেবান্তক আসিল, পশ্চাতে
মহম্মদের প্রবেশ।

বক্তিয়ার। সেই মুখ—সেই চোখ—সেই রক্তাক্ত শরীর। কে—কে? মহম্মদ! একে কোতল কর—কোতল কর।

মহম্মদ। জনাব!

বক্তিয়ার। এঁ্যা, সব ভুল! কে এই যুবক?

মহম্মদ। বিদেশী জনাব! এই যুবক আমাদের দশজন বন্দী শত্রুকে মুক্ত করে দিয়েছে, আমাদের পাঁচজন সৈন্য বাধা দিয়েছিল, কিন্তু এই যুবক একাই পাঁজনকে হত্যা করেছে।

বক্তিয়ার। তুমি আমাদের পাঁচজন সৈন্যকে হত্যা করেছো একাই?

দেবান্তক। দেখতেই পাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গী কেউ নেই, একাই পাঁচজনকে হত্যা করেছি।

বক্তিয়ার। তুমি আমাদের শত্রুদের—যাদের আমরা বন্দী করে রেখেছিলাম, তাদের পালাবার সুযোগ করে দিয়েছ কেন?

দেবান্তক। উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।

বক্তিয়ার। উত্তর তোমায় দিতেই হবে।

দেবান্তক। আমি আপনার গোলাম নই, আশাকরি এ কথাটা ভুলে যাবেন না।

বক্তিয়ার। তুমিও ভুলে যেও না যুবক, যে, তুমিও সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করেছ।

দেবান্তক। সিংহ পশু ছাড়া আর কিছু নয়।

মহম্মদ। সংযত হয়ে কথা বল যুবক!

বক্তিয়ার। এই যুবককে বন্দী কর মহম্মদ!

দেবান্তক। আমাকে বন্দী করতে হলে বধ করতে হবে। দেহে একবিন্দু রক্ত আর হাতে অস্ত্র থাকতে আমায় বন্দী করতে পারবেন না।

মহম্মদ। অস্ত্র ফেলে দিয়ে জনাবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

দেবান্তক। কোন অন্যায় আমি করিনি, সুতরাং ক্ষমা প্রার্থনা আমি করবো না।

মহম্মদ। অস্ত্রাঘাতে তোমার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। তুমি ক্লান্ত।

দেবান্তক। প্রাণের চেয়ে মানের মূল্য অনেক বেশী।

মহম্মদ। তুমি কি রাজা লক্ষ্মণসেনের গুপ্তচর ?

দেবান্তক। না। আমি তাঁর দশহাজারী সৈন্যাধ্যক্ষ।

মহম্মদ। এখানে মরতে এলে কেন ?

দেবান্তক। কেন ? আমার বুকের ভেতর যে আগুন জ্বলছে—

বক্তিয়ার। যুবক !

দেবান্তক। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুমি আমার সব শান্তি হরণ করে নিয়েছ—তুমিই করেছ আমায় গৃহহারা—সর্ব্বহারা পথের ভিখারী। তোমারই জন্য হিন্দুস্থানের পথে প্রান্তরে গ্রাম হতে নগরে আকাশের কালপুরুষের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি পাঠান।

বক্তিয়ার। হুঁসিয়ার বেতমিজ ! (কশাঘাত)

দেবান্তক। আমার সুখের সংসার শ্মশান করে দিয়েছ তুমি—আমার নিশ্চিন্ত বিশ্রাম-সুখ হরণ করে নিয়েছ তুমি—আমার নিশীথের নিদ্রা চুরি করেছ তুমি—হ্যাঁ, তুমিই !

বক্তিয়ার। কে—কে তুমি ? তবে কি তুমি—

দেবান্তক। আমি তোমার শত্রু—আমি তোমার বিজয় অভিযানের মূর্ত্তিমান হাহাকার।

বক্তিয়ার। মহম্মদ ! একে কোতল কর—কোতল কর।

মহম্মদ। সামলাও বিদেশি ! (অসি উত্তোলন)

দেবান্তক। আমিও প্রস্তুত। (অসি উত্তোলন)

পুনঃ আশমানের প্রবেশ।

আশমান। থামো ! অস্ত্র নামাও ! (উভয়ে অসি নামাইল)

মহম্মদ। শাহাজাদি!

আশমান। একজন নির্দ্দোষের উপর অত্যাচার চলছে দেখে থাকতে পারলাম না।

বক্তিয়ার। নির্দ্দোষ এ নয় মা! এ আমাদের দশজন বন্দীকে মুক্ত করে দিয়েছে।

আশমান। তাহলেও ইনি আহত। এই অবস্থায় এর সঙ্গে যুদ্ধ করা কোন বীরেরই উচিত নয়।

মহম্মদ। আমিও তাই বলি জনাব, আপনি এর চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন,—সুস্থ হলে যে দণ্ড দিতে হয় দেবেন। আর শাহাজাদীর কাছে আমার অনুরোধ, শাহাজাদী যেন এই আহত যুবকের সেবা-শুশ্রূষার ভার দয়া করে নিজেই নেন।

আশমান। নারীর ধর্ম্মই সেবা, আমি সম্মত।

বক্তিয়ার। শত্রুকে হাতে পেয়ে তাকে তার যোগ্যশাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দিলে শত্রুর অস্ত্র একদিন বুকে বিঁধবে মহম্মদ।

মহম্মদ। অস্ত্রের আঘাতেই শুধু শত্রুকে শাস্তি দেওয়া যায় না জনাব, প্রবল শত্রুকে ক্ষমায় বশীভূত করাও এক শাস্তি।

বক্তিয়ার। আশমান, আমার জীবন-মরুতে তুই আর মহম্মদ—তোরা দুজনে দুটি প্রস্ফুটিত গোলাপ মা, তোরা দুজনে এমনি করে আমাকে সত্যের পথে—নেকির পথে নিয়ে চল। যাও যুবক, মরবার অনেক সুযোগ পাবে।

আশমান। আসুন বিদেশি। আপনার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। আসুন, আর বিলম্ব করবেন না। মহম্মদ, একে নিয়ে এস।

[প্রস্থান।

মহম্মদ। চল বিদেশি, পাঠান হলেও আমরা মানুষ।

দেবান্তক। ভগবান্, তুমিই ধন্য! এমন পাঁকেও ফুটিয়েছ পদ্ম!

বক্তিয়ার। এইতো নিয়ম যুবক! পাঁকেই ফোটে পদ্ম। অন্ধকারের পরেই আলো—আলোর পাশেই থাকে অন্ধকার।

দেবান্তক। অন্ধকার রাতের পরই আসে আলো, তবে কি আমার জীবনের এই ঘন অন্ধকার রজনীর পর আবার দেখা দেবে আশার উষালোক? আবার আমি সব ফিরে পাবো?

বক্তিয়ার। সুখ-দুঃখ চাকার মত ঘোরে যুবক, দুঃখের পরই আসে সুখ।

দেবান্তক। হ্যাঁ—হ্যাঁ, পাবো। আবার সব ফিরে পাবো। আবার ফিরে আসবে শান্তি, মুখে ফুটবে আনন্দের হাসি। সব ফিরে পাবো, আঃ—[পড়িয়া যাইতেছিল]

বক্তিয়ার। মহম্মদ, যুবককে নিয়ে যাও।

[মহম্মদ দেবান্তককে ধরিয়া লইয়া গেল।

বক্তিয়ার। এই যুবকের মুখ চোখ সবই যেন মগধরাজের মত। তবে কি এ তারই পুত্র? হয়তো তাই, কিন্তু আমি যে তাকে সবংশে নিধন করেছি। এও কি সম্ভব? হয়তো তাই, এ তারই পুত্র। [দূরে শঙ্খধ্বনি] ঐ সন্ধ্যা নেমে আসছে। তন্দ্রালসা সন্ধ্যা! কিন্তু আমার চোখে তন্দ্রা আসে না কেন? সারারাত আমি জেগে বসে থাকি! আমার নিদ্রাহীন চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই রক্তাক্ত শরীর, সেই একজোড়া নীল চোখ—নী-ল-চো-খ···

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

অজয়ের তীর—বনপথ

ধনুর্ব্বাণহস্তে কেশবের প্রবেশ

কেশব। বাংলার পথে প্রান্তরে সাতদিন ধরে অনুসন্ধান করছি কালুয়া সর্দ্দারের, তবু আজও তার দেখা পেলাম না। পিতার চরণ স্পর্শ ক'রে যে প্রতিজ্ঞা করেছি, সে প্রতিজ্ঞা কি পূর্ণ হবে না? দেবী মহামায়া, মনে বল দে—হৃদয়ে শক্তি দে মা!

জবা।—(নেপথ্যে গাহিল)

গীত

তুমি আর কত দূরে?
কত গান জাগে গোধূলি-আকাশে
বাঁশরীর সুরে সুরে।

কেশব। কে গায়? এই নির্জ্জন বনে নারী-কণ্ঠস্বর, এ দেবী না মানবী? ওকি, একটা হরিণ ছুটে চলেছে। ওই হরিণের মাংসেই আজকের আহার শেষ করতে হবে।

[প্রস্থান

গীতকণ্ঠে ধনুর্ব্বাণহস্তে জবার প্রবেশ

জবা— গীত

তুমি আর কত দূরে?
কত গান জাগে গোধূলি-আকাশে
বাঁশরীর সুরে সুরে।

(হাসিতে হাসিতে জবার তীর হাতে প্রবেশ)

ওগো প্রিয়, তব পথ পানে চেয়ে
মম ক্লান্ত নয়নে ঘুম এল ছেয়ে,
ফাগুনের প্রেম আজও কাঁদে একা
নিরাশা-সাগর-তীরে।

[দূরে হরিণ যাওয়ার শব্দ হইল]

ওকি! কি সুন্দর একটা হরিণ দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে! আর ছুটতে হবে না। এই তীরের আঘাতেই (বাণক্ষেপ) হাঃ-হাঃ-হাঃ, ঠিক লেগেছে! আমার একটা তীরের আঘাতেই মরেছে হরিণটা!

দ্রুত পুনঃ কেশবের প্রবেশ

কেশব। না, ও হরিণ আমার তীরের আঘাতেই মরেছে।

জবা। মিথ্যাকথা। হরিণটা মেরেছি আমিই।

কেশব। তুমি মিথ্যাকথা বলছো সুন্দরী।

জবা। এই বনে আমাদের বাস, তোমাদের লোকালয়ের সভ্যতা আমাদের এখনও গ্রাস করেনি।

কেশব। অর্থাৎ তুমি বলতে চাও—লোকালয়ে যাদের বাস, তারাই মিথ্যাকথা বলে।

জবা। সকলে না বল্‌লেও প্রয়োজন হলে অনেকেই বলে।

কেশব। এ তোমার ভুল ধারণা, পথ ছাড়। ও হরিণ আমারই প্রাপ্য।

জবা। বেশ, কার প্রাপ্য, তার প্রমাণ হয়ে যাক এখনই। যদি শক্তি থাকে অস্ত্র ধর বিদেশী।

কেশব। নারীর সঙ্গে যুদ্ধ আমি করি না।

জবা। এ নারী তোমাদের লোকালয়ের ননীর পুতুলী নারী নয়। এ নারীর বাহুতে অস্ত্র ধারণের ক্ষমতা আছে।

কেশব। তাহলেও নারী নারীই। নারীর সঙ্গে যুদ্ধ করাকে আমি নিজের অসম্মান বলেই মনে করি।

জবা। যাও বীরপুরুষ, হরিণের আশা ছেড়ে দিয়ে পথ দেখ। আর নয় অস্ত্র ধর কাপুরুষ।

কেশব। কাপুরুষ! সাবাধান নারী, যুদ্ধের সাধ এখনি মেটাচ্ছি। শর যোজনা)

জবা। তার আগে তুমিও সামলাও। (শর যোজন)

কালুয়ার প্রবেশ ও বাধা দান

কালুয়া। থাম্। জবা, কেন তোদের এই যুদ্ধ

জবা। আমি ওই হরিণটাকে মেরেছি।

কেশব। না, ও হরিণ আমারই শরাঘাতে নিহত।

কালুয়া। হরিণের গায়ে তোমাদের দুটী তীরই বিঁধেছে। এবং তা এক সঙ্গেই! আমি দূর হতে সব দেখেছি।

জবা। তাহলে হরিণটা কার?

কালুয়া। ওরে পাগলি, হরিণটাকে নিয়ে এসে ওটার মাংস ভাল করে রান্না করে এই যুবককে খাইয়ে দে।

জবা। যাও। সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না।

কালুয়া। ওরে, ঠাট্টা নয়; এ যে আমাদের অতিথি। তা ছাড়া এ রাজার ছেলে। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের ছেলে। কি হে ছোকরা, ঠিক কি না?

কেশব। সত্য। কিন্তু তুমি কেমন জানলে ?

কালুয়া। তোমার তীরের গায়ে তোমার নামটা যে লেখা ছিল বন্ধু। কেশবসেনকে বাংলায় কে না চেনে ?

কেশব। কে তুমি ? এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গী যার, সে তো সাধারণ মানুষ নয়। সত্য বল তুমি কে ?

কালুয়া। যার জন্য এত পরিশ্রম করে এই বনে এসেছ,—আমি সেই—

কেশব। কালুয়া ডাকাত ?

কালুয়া। হ্যাঁ বন্ধু। তুমি তো আমাকেই ধরতে এসেছ ?

কেশব। হ্যাঁ, তোমার জন্য বাংলার ধনীরা আতঙ্কগ্রস্ত—তুমিই আমার ভগ্নীকে দেবীমন্দির থেকে চুরি করে আনতে গিয়েছিলে।

জবা। সবই সত্য,—কিন্তু কেন আমার দাদা ডাকাত, একথা ভেবেছ ?

কেশব। কেন ?

জবা। তোমাদের মত ধনীর অত্যাচারে।

কেশব। মিথ্যাকথা !

জবা। না, মিথ্যা নয়। তোমরা—ধনীরা গরীবদের রক্ত চুষে নিজেদের পেট ভরাও। গরীবেরা যখন এক মুঠো অন্নের জন্যে হাহাকার করে—তখন তোমরা লাখ লাখ মুদ্রা খরচ করে বেড়ালের বিয়ে দাও। স্ফূর্তি কর। আমি জানি মহারাজ তোমায়

কেশব। তোমার কথাবার্তা আপত্তিকর।

জবা। অপ্রিয় সত্য এমনিই গায়ে লাগে। আমার দাদা ডাকাতি করে সত্য, কিন্তু একটা কানাকড়ি আমরা নিই না।

পাঠিয়েছেন সর্দারকে গ্রেপ্তার করতে, আর তার মাথার দাম ঘোষণা করেছেন একশত স্বর্ণমুদ্রা। তাই গরীবেরা দলে দলে নিজেদের কালুয়া ডাকাত পরিচয় দিয়ে বন্দী হয়েছে।

কেশব। নাও না?

জবা। না, সব অর্থই গরীবদের বিলিয়ে দেওয়া হয়।

কেশব। একথা সত্য?

জবা। আমরা গরীব—গরীবদের কথা মিথ্যা হয় না কুমার। আমার দাদাকে বেঁধে নিয়ে যেতে এসেছ? কিন্তু বাঁধা কি এতই সহজ?

কেশব। হ্যাঁ, সহজই আমি নিয়ে যাবো এই কুখ্যাত দস্যুকে বাংলার রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে, সেখানে এই ডাকাতের জীবন্ত সমাধি দেবো।

জবা। কথাটা মুখে বলা যত সহজ, কাজে করা তত সহজ নয় কুমার।

মতিলালের প্রবেশ।

মতিলাল। সর্ব্বনাশ হয়েছে সর্দ্দার।

জবা। কি খবর মতিলাল? যা বলতে চাও এইখানেই বল।

মতিলাল। রাজা লক্ষ্মণসেন সর্দ্দারকে—

জবা। ধরবার জন্য আদেশ দিয়েছেন।

মতিলাল। সর্দ্দারের মাথার দাম—

জবা। ঘোষণা করা হয়েছে একশত স্বর্ণমুদ্রা।

মতিলাল। এই কথা শুনে—

জবা। গরীব লোকেরা দলে দলে নিজেকে কালুয়া ডাকাত পরিচয় দিয়ে বন্দী হয়েছে।

মতিলাল। তাদের বন্দী করেছে বড় রাজকুমার, যদি সর্দ্দারকে খুঁজে পাওয়া না যায়, তাহলে—

জবা। তাদের প্রত্যেককে হত্যা করা হবে। যাও মতিলাল, এ সংবাদ আমি আগেই পেয়েছি।

[মতিলালের প্রস্থান।
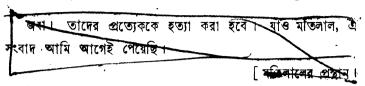
কালুয়া। এ সংবাদ জেনেও তুই আমাকে কেন জানাসনি জবা? রাজকুমার, তুমি আমায় বন্দী কর।

জবা। সেকি দাদা! তুমি কি পাগল হলে?

কালুয়া। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি পাগলই হয়েছি জবা। ওরে, আমাকে বাঁচাবার জন্য দু'শো দরিদ্র মরণ বরণ করতে চলেছে, আর আমি—

জবা। না দাদা, তোমার যাওয়া হবে না।

কালুয়া। তুই আমায় বাধা দিস নে। আমার প্রাণের বিনিময়ে যদি এতগুলো লোকের প্রাণ বাঁচে, তবে সে মৃত্যু তো গৌরবের।

জবা। তা বলে তুমি ধরা দেবে? রাজার লোকে হয়তো তোমায় অন্ধ করে দেবে, হয়তো তারা তোমায় পুড়িয়ে মারবে। না হয় কারাগারে বন্দী করে রাখবে।

কালুয়া। তবু ধরা আমায় দিতেই হবে বোন, বাংলার দরিদ্ররা যে আমার ভাই।

জবা। না দাদা, তুমি যেও না। তারা তোমার বাইরের ডাকাত রূপটাই দেখবে, মানুষের রূপটা দেখবে না।

কালুয়া। কাঁদিস না বোন, আমার যাত্রাপথ চোখের জলে পিছল করে দিস না।

জবা। দাদা—দাদা!

কালুয়া। তোকে দিয়ে যাচ্ছি ভগবানের হাতে, কামনা করি, তোর চলার পথ যেন মুক্ত হয়। আমায় বন্দী কর কুমার।

কেশব। যে বীর স্বেচ্ছায় ধরা দেয়, তার হাতে শৃঙ্খল তুলে দিয়ে ॥ার অসম্মান করতে চাই না।

জবা। দাদা!

কালুয়া। কাঁদিস না বোন, আমি যাচ্ছি।

জবা। না-না যাচ্ছি নয়, বল আসি। আবার ফিরে এসে এমনি ॥রে জবা বলে ডেকো দাদা!

কালুয়া। রাজকুমার!

কেশব। হে মহান্ দস্যু! সেনবংশের এই অযোগ্য বংশধর তোমার ॥হত্বের দ্বারে মাথা নত করছে।

কালুয়া। কুমার!

কেশব। আমি বন্দী করবো না তোমায়, তোমায় দেবো সাদর ॥ম্ভাষণ। স্বাগতম্—স্বাগতম্—স্বাগতম্।

[কেশব সহ কালুয়ার প্রস্থান

জবা। দাদা—দাদা! আমার কোন কথা না শুনেই চলে গেল। ॥য়তো রাজার লোকে অন্ধকার কারাগারে বন্দী করে রাখবে, নয়তো অনাহারে শুকিয়ে মারবে। না—না, আমি যাবো লক্ষ্মণাবতীতে। দয়া কর ঠাকুর, বাঁচাও—আমার দাদাকে বাঁচাও।

[প্রস্থান

———

তৃতীয় দৃশ্য

লক্ষ্মণাবতীর প্রাসাদ—মতিমহল

চন্দনার প্রবেশ।

চন্দনা। দেবী সিংহবাহিনীর মন্দিরে সেই দুর্য্যোগের রাতে একটী বার মাত্র দেখেছি তাকে, শুনেছি সে গেছে বক্তিয়ারের শিবিরে। জানি না কোন বিপদ হলো কিনা? সে যদি সেখানে বন্দী হয়ে থাকে।

উদয়ের প্রবেশ।

উদয়। পিসিমা—পিসিমা!

চন্দনা। কি রে উদয়?

উদয়। যে তোমায় ডাকাতের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল, সেই লোকটা—

চন্দনা। হ্যাঁ-হ্যাঁ, কি হয়েছে তার?

উদয়। বক্তিয়ার খিলজি তাকে বন্দী করেছে।

চন্দনা। একথা তুই কার কাছে শুনলি?

উদয়। নিমাই কাকা সেখানে গিয়েছিল, সেই এ সংবাদ এনেছে।

চন্দনা। বন্দী? পাঠানেরা বন্দী করেছে তাকে? তোমার বাবাকে এইখানে একবার পাঠিয়ে দাও তো উদয়।

উদয়। আচ্ছা পিসিমা, আমি এখুনি দিচ্ছি।

[প্রস্থান

চন্দনা। দেবান্তক বন্দী। যে-কোন প্রকারে তাকে মুক্ত করতে বে।

বিশ্বরূপের প্রবেশ।

বিশ্বরূপ। মুক্তি তার হবে না চন্দনা।

চন্দনা। তোমাদের জন্য তার জীবন বিপন্ন, আর তোমরা তাকে ক্ত করবার চেষ্টা করবে না?

বিশ্বরূপ। না।

চন্দনা। অথচ সে তোমাদের বোনকে রক্ষা করেছিল। তোমরা তবড় অকৃতজ্ঞ!

বিশ্বরূপ। অকৃতজ্ঞ আমরা নই চন্দনা। তাকে উদ্ধার করতে াওয়ার ফল মৃত্যু!

চন্দনা। মৃত্যুর ভয়ে তাকে উদ্ধার করতে যাবে না! নিজের ীবন বিপন্ন করেও সে একদিন আমায় রক্ষা করেছিল। আর আজ স—

বিশ্বরূপ। মৃত্যুর মুখে। শুধু একা দেবান্তকই নয় চন্দনা, এইভাবে াংলার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই মরবে। এই জন্যই আমি পিতাকে ান্ধি করতে বলেছিলাম।

চন্দনা। কথাটা বলতে তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। সন্ধিই যদি করতে হয়, তোমরা কি তবে শুধু অন্তঃপুরে মেয়েদের কাছে বীরত্ব দেখাবার জন্য আছ? একটা ছুঁচো কাটতে কি পারবে না দাদা!

বিশ্বরূপ। তুই কি বলতে চাস যে, আমি কিছুই করতে পারি না?

চন্দনা। ভীরু কাপুরুষ যারা, তারা অন্যায় কাজই করতে পারে, আর কিছু পারে না।

বিশ্বরূপ। চন্দনা, মুখ সামলে কথা বলিস?

চন্দনা। যাও দাদা, ও বীরত্বটা প্রমোদ-কক্ষে নর্ত্তকীদের কাছেই দেখাও গে যাও। একটা ভাল কাজ কি করতে পার না দাদা?

বিশ্বরূপ। করবার ইচ্ছা আমার অনেক কিছুই ছিল, কিন্তু সে সুযোগ কোথায়?

চন্দনা। যে বলে সুযোগ পেলাম না, তার জীবনে সুযোগ আসেও না। এখন তো সুযোগ পেয়েছ, সেই বিদেশী যুবককে পাঠান-শিবির থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা কর।

বিশ্বরূপ। আমি এমন বোকা নই যে, নিজে খাল কেটে ডুবে মরবো।

চন্দনা। এমন বোকা যদি তুমি হতে, গর্ব্বে আনন্দে আমাদের বুক ফুলে উঠতো। রাজা লক্ষ্মণসেনের ছেলের মুখে এ কথা শোভা পায় না দাদা।

বিশ্বরূপ। পিতার রাজ্যশাসনের মেয়াদও শেষ হয়ে আসছে।

চন্দনা। তুমি তার পুত্র হ'য়ে এতবড় কথা বলতে পারলে?

বিশ্বরূপ। আমি সবই বলতে পারি, এর পর হয়তো এ সিংহাসনে বসবে—

চন্দনা। তুমি নাকি? রাজা হবার সখ তাহলে তোমার আছে?

বিশ্বরূপ। সখ থাক বা নাই থাক, রাজা হলেও তো হতে পারি।

চন্দনা। কিন্তু তা হবে না। কারণ, সিংহাসনে বসার যোগ্যতা তোমার নেই।

বিশ্বরূপ। সে যোগ্যতাটা বোধ হয় কেশবের আছে। মহান্ পুরুষ তিনি।

চন্দনা। অপরের মহত্বের বিচার করতে হ'লে নিজেকে তার সমান মহত্বের ধাপে উঠতে হয়। বাংলার সৌভাগ্য যে, রাজা তুমি নও; রাজা আমাদের পিতা।

বিশ্বরূপ। আমি বলতে চাই যে—

চন্দনা। সিংহাসনটা তোমাকেই দেওয়া হোক। কিন্তু দিচ্ছে কে? সিংহাসন এমনি পাওয়া যায় না, তা পেতে হ'লে রক্ত দিতে হবে অথবা নিতে হবে।

বিশ্বরূপ। রক্ত দেওয়ার মত বোকামি আমি করবো না, এখন কারও রক্ত নেওয়াও যাচ্ছে না অতএব—

কমলার প্রবেশ।

কমলা। নর্ত্তকীদের ডাকো, তারা নাচুক, বন্ধুদের ডাকো, তারা সুরার পাত্র ভরে দিক। তুমি না রাজপুত্র, বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না বিশ্বরূপ, সামনে শত্রু এসে দাঁড়িয়েছে, আর তুমি এ সময় নিশ্চেষ্ট থাকতে চাও?

বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপ শত্রুর সঙ্গে লড়তে পারে ধাইমা, কিন্তু—

কমলা। তারা যদি আপত্তি করে। এই জন্যই মহারাজ তোমায় দেখতে পারেন না। তুমি অলস—ভীরু, সৎসাহস তোমার নেই!

বিশ্বরূপ। থামো। মনে রেখো তুমি ধাত্রী, আর আমি রাজপুত্র।

কমলা। তুমি পুত্র? পিতার বিপদে যে পুত্র পিতাকে সাহায্য করে না, সে পুত্রের দাবী চায় কোন অধিকারে?

বিশ্বরূপ। আমার অধিকারের কথা থাক্। আমি জানতে চাই, তুমি কোন্ অধিকারে আমারই পিতার প্রাসাদে দাঁড়িয়ে আমাকে চোখ রাঙাও?

কমলা। সে কৈফিয়ৎ আমি তোমায় দেবো না, সেটা তোমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা ক'রো।

বিশ্বরূপ। তার পূর্ব্বে আমি জানতে চাই।

কমলা। আমি তোমার দাসী নই বিশ্বরূপ, আমি তোমার পিতারই দাসী।

বিশ্বরূপ। আমি যখন বাংলার সিংহাসনে বসবো,—

কমলা। তখন না হয় আমার মাথাটাই কেটে নিও। তবে এও তুমি জেনো, বাংলার সিংহাসন তুমি কোন দিনই পাবে না।

বিশ্বরূপ। তোমার এই ঔদ্ধত্যের জন্য আমি তোমার—

লক্ষ্মণসেনের প্রবেশ।

লক্ষ্মণসেন। পায়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

বিশ্বরূপ। পিতা।

লক্ষ্মণসেন। কারণ, নারী মাত্রেই সম্মানের পাত্রী।

বিশ্বরূপ। পিতা!

লক্ষ্মণসেন। বিশেষ করে পরনারী মা,—সে দাসীই হোক আর রাণীই হোক।

বিশ্বরূপ। তা বলে আমায় অপমান করবে?

লক্ষ্মণসেন। সম্মান কেউ কাউকে দিতে পারে না, সম্মান নিজেকেই অর্জ্জন করতে হয় বিশ্বরূপ!

চন্দনা। বাবা, দেবান্তককে মুক্ত করে আনতে তুমি কাউকে পাঠাও নি কেন?

বিশ্বরূপ। কারণ, নিশ্চিন্তে মৃত্যুর মুখে কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ে না। আর দেবান্তকের জন্য আমাদের এতটুকু—

লক্ষ্মণসেন। দুশ্চিন্তা নেই।

বিশ্বরূপ। তা ছাড়া সে তো আমাদের—

লক্ষ্মণসেন। কেউ নয়।

বিশ্বরূপ। এই কথাটাই চন্দনাকে আমি এতক্ষণ বোঝাচ্ছিলাম পিতা।

লক্ষ্মণসেন। বুদ্ধিমান তুমি, এমনি করে সকলকে না বোঝালে তারা বুঝবে কেমন করে?

চন্দনা। কিন্তু দেবান্তক একদিন আমাদের উপকার করেছিল।

বিশ্বরূপ। তা বলে তার জন্য আমরা মরবো কেন?

লক্ষ্মণসেন। নিশ্চয়ই। উপকারীর যে উপকার করে, সে তো মহামূর্খ।

বিশ্বরূপ। পিতা!

লক্ষ্মণসেন। আমার দুর্ভাগ্য বিশ্বরূপ, যে তুমি মূর্খ না হয়ে এমন সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধিমান হয়েছ।

বিশ্বরূপ। এ আপনি কি বলছেন পিতা?

লক্ষ্মণসেন। মূর্খ পিতার কথাটা বুদ্ধিমান বড় রাজকুমার যদি না বুঝে থাকেন, তবে তাকে বোঝাতে হবে চাবুকের আঘাতে—

বিশ্বরূপ। আমি কি আপনার কোন কাজই করিনি পিতা?

চন্দনা। ভাল কাজ কি একটাও করেছো দাদা? করেছো কোন

বিপন্নকে উদ্ধার? দিয়েছো কোন আশ্রয়হীনকে আশ্রয়? প্রজাদের দুঃখমোচনের করেছো কোন চেষ্টা?

বিশ্বরূপ। চন্দনা!

চন্দনা। দাদা, মুখে বড় বড় কথা বললেই বড় হয় না। বড় হতে হলে বড় কাজ করতে হয়। মনে রেখো, তুমি রাজপুত্র হলেও অন্যায় করবার অধিকার তোমার নেই।

[প্রস্থান

কমলা। বাংলার আজ বড় দুঃসময় বিশ্বরূপ, এ সময় অভিমান করে নিশ্চেষ্ট থাকা তোমার চলে না। এ দেশ হতে পাঠানদের বিতাড়িত কর।

বিশ্বরূপ। আমি জানতাম যে বাংলার দুর্দ্দিন আসছে, তাই আমি সন্ধি—

কমলা। না, সন্ধি নয়। যুদ্ধই করতে হবে আমাদের। তাতে যদি সকলকে মরতে হয়, তবে একসঙ্গে সবাই মরবো।

বিশ্বরূপ। মরেও কি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে?

কমলা। হয়তো যাবে না, কিন্তু তখন তো আমরা থাকবো না। আমরা প্রাণ দিয়ে যাবো দেশের জন্য। আমাদের দৃষ্টান্তে আগামী দিনের বাঙালীরাও প্রেরণা লাভ করবে, তারাও করবে স্বাধীনতা-সংগ্রাম!

বিশ্বরূপ। আমার মতের সঙ্গে তোমাদের মতের মিল হবে না।

কমলা। এই দুঃসময়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করে নিজেদের সর্ব্বনাশ করো না।

বিশ্বরূপ। কিন্তু পাঠানদের কিছু কর দিয়ে রাজত্ব করলে এ বিপদ আসতো না।

কমলা। খাল কেঠে কুমীর আনা যায় না বিশ্বরূপ!

বিশ্বরূপ। কিন্তু এ যুদ্ধের ফল মৃত্যু।

কমলা। দেশের জন্য যে প্রাণ দান করে, তার ক্ষয় নেই। মরবে তো সকলে একদিন। পশুর মত মরার চেয়ে মানুষের জন্য—দেশের জন্য প্রাণ দান করা অনেক গৌরবের।

লক্ষ্মণসেন। কমলা, মানুষকে উপদেশ দান করা যায়, কিন্তু চরিত্র দান করা যায় না।

কমলা। দান করতে হবে। বাংলার রাজকুমার কখনো অমানুষ হতে পারে না। বাংলার সিংহাসনে বসতে হলে তার মূল্য দিতে হবে। সে মূল্য দেশপ্রেম। নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে এগিয়ে যেতে হবে নিজের দেশের জন্য।

[প্রস্থান

লক্ষ্মণসেন। কেশব আজও ফিরে এলো না, তবে কি—

বিশ্বরূপ। আমি জানতাম পিতা, কেশব বিপদে পড়বে।

কেশবের প্রবেশ।

কেশব। ভুল তোমার দাদা। পিতার আশীর্ব্বাদ যার সহায়, তার কোন বিপদই হতে পারে না।

লক্ষ্মণসেন। সেই দস্যুর কোন সন্ধান পেয়েছো কেশব?

কেশব। আমি তাকে সঙ্গে করেই এনেছি।

বিশ্বরূপ। ধরা পড়েছে?

কেশব। না, স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে।

বিশ্বরূপ। তাকে বন্দী করেছ তো কেশব?

কেশব। যে নিজে ধরা দেয়, তাকে বন্দী করবার প্রয়োজন কি?

লক্ষ্মণসেন। সেই দস্যুকে এইখানে নিয়ে এস কেশব।

কালুয়ার প্রবেশ।

কালুয়া। সে নিজেই এসেছে।

লক্ষ্মণসেন। তুমিই কালুসর্দ্দার?

কালুয়া। হ্যাঁ আমিই কালুসর্দ্দার!

লক্ষ্মণসেন। তুমি স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছ?

কালুয়া। তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।

বিশ্বরূপ। তাহলে তুমি তোমার কাজের জন্য অনুতপ্ত?

কালুয়া। মোটেই না। যদি মুক্তি পাই, আবার ডাকাতি করবো।

লক্ষ্মনসেন। তুমি ডাকাতি কর কেন?

কালুয়া। বাংলার যিনি রাজা, যিনি সুখের আস্বাদ ছাড়া দুঃখের আস্বাদ কোনদিন পান নি, তিনি বুঝবেন কেমন করে—কেন আমি ডাকাতি করি।

কেশব। কি বলতে চাও তুমি?

কালুয়া। জ্ঞান হবার পর থেকেই দেখছি, জগতে আছে শুধু দুটী জাত, তাদের নাম ধনী আর দরিদ্র। দরিদ্রের বুকের রক্ত শোষণ করে যারা, তারা ধনী, আর ধনীর মার খেয়েও যারা নিজেদের বুকের রক্ত নিংড়ে দেয়, তারাই দরিদ্র।

লক্ষ্মণসেন। তুমি কোন্ জাত? হিন্দু না মুসলমান?

কালুয়া। আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই। আমি ওই গরীবের জাত। মানুষের সৃষ্টি জাত আমি মানি না। আমি মানুষ।

লক্ষ্মণসেন। মানুষ যদি তুমি, তবে মানুষের কর্ত্তব্য করছো না কেন?

কালুয়া। মানুষের কর্ত্তব্য আমি করি না?

লক্ষ্মণসেন। না। ডাকাতি করা কি মানুষের ধর্ম্ম? ও তো অমানুষের কর্ম্ম।

কালুয়া। অমানুষ! কারা আমায় এমন অমানুষ করলে? ছেলেবেলায় বাপ-মাকে হারিয়েছি; আমার অর্থ ছিল না বলে সকলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। নর্দ্দমার কদর্য্য ভাত পেটের জ্বালায় খুঁটে খুঁটে খেয়েছি। তারপর এক ডাকাত-সর্দ্দার আমায় আশ্রয় দিলে। সেই ডাকাতের মধ্যে দেখতে পেলাম প্রকৃত মনুষ্যত্ব।

লক্ষ্মণসেন। মনুষ্যত্বের ছোঁয়ায় মানুষের ধর্ম্ম গ্রহণ না করে অমানুষের ধর্ম্ম গ্রহণ করলে কেন?

কালুয়া। অমানুষ আমি একা নই মহারাজ, অমানুষ অনেকেই। যাদের ভদ্র মানুষ বলেন, তারাও। তারা মানুষের মুখোস পরে থাকে বলে জানতে পারা যায় না। মানুষের মুখোস-পরা অমানুষের আঘাতে আঘাতেই আমি আজ ডাকাত!

লক্ষ্মণসেন। আঘাত পেয়েছ বলে তুমিও যে অমানুষ হবে, এ তো হয় না।

কালুয়া। মহারাজ!

লক্ষ্মণসেন। দুঃখ পেয়েছ বলেই আর দশজনকে দুঃখ দেবার অধিকার তোমার আছে?

কালুয়া। আমি দুঃখ দিই তাদের—যারা দুঃখের আস্বাদ পায়নি। আমি তাদের বুঝিয়ে দিই, দুঃখের জ্বালা কতখানি।

লক্ষ্মণসেন। আচ্ছা, আমি যদি তোমায় আমার কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত করি, তাহলে ডাকাতি করা ছেড়ে দেবে?

কালুয়া। আমার নিজের কোন অভাব নেই।

বিশ্বরূপ। তুমি তো দরিদ্র, তবে অভাব নেই কেন?

কালুয়া। কারণ, কোন অভাবকেই আমি অভাব বলে স্বীকার করি না।

বিশ্বরূপ। তবে তুমি ডাকাতি কর কেন?

কালুয়া। আমি ডাকাতি করি আমার এই দেশের দীন-দরিদ্র-দের জন্য।

বিশ্বরূপ। ডাকাতি করা ধনরত্ন তুমি নিজে নাও না?

কালুয়া। একটা কাণাকড়িও না, নিজের চলে মাংস বিক্রী করে।

লক্ষ্মণসেন। তুমি আমার কন্যাকে হরণ করতে গিয়েছিলে কেন?

কালুয়া। অর্থের লোভে। রাজকুমারীকে হরণ করলে একশত স্বর্ণমুদ্রা পেতাম। সেই অর্থ আমি গরীবদের বিলিয়ে দিতাম।

কেশব। কে তোমায় অর্থ দিতে চেয়েছিল?

কালুয়া। তা আমি বলতে পারবো না।

বিশ্বরূপ। বলতে হবে, নইলে চরম শাস্তি পাবে।

কালুয়া। সে ভয় থাকলে আমি স্বেচ্ছায় ধরা দিতাম না।

লক্ষ্মণসেন। তুমি স্বেচ্ছায় ধরা দিলে কেন ?

কালুয়া। আপনি আমায় না পেয়ে দুশো গরীব নিরীহ লোককে বন্দী করে রেখেছেন, তাই তাদের জন্য আমি ধরা দিলাম।

লক্ষ্মণসেন। মিথ্যাকথা।

কালুয়া। আমার কথা যে মিথ্যা নয়, তা বড় রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেই বুঝতে পারবেন।

লক্ষ্মণসেন। বিশ্বরূপ! এর কথা সত্য ?

বিশ্বরূপ। হ্যাঁ পিতা, সত্য। প্রায় দুশো লোক নিজেদের কালুসর্দ্দার বলে পরিচয় দিয়ে স্বেচ্ছায় বন্দী হয়েছে। আমি তাদের মধ্যে প্রকৃত ডাকাত কে বুঝতে না পেরে তাদের সকলকে—

লক্ষ্মণসেন। বন্দী করে রেখেছ। রাজপুত্রের ন্যায় বুদ্ধিমানের কাজই করেছ। যাক—ধর এই অস্ত্র।

(বিশ্বরূপকে অস্ত্র প্রদান)

বিশ্বরূপ। পিতা!

লক্ষ্মণসেন। সেই কারাগারের হতভাগা লোকগুলোকে—

বিশ্বরূপ। আর আপনাকে বলতে হবে না পিতা, আমি বুঝেছি। (প্রস্থানোদ্যত)

লক্ষ্মণসেন। দাঁড়াও। তাদের বলবে, যেন তারা এই অসি দিয়ে বুদ্ধিমান বড় রাজকুমারের হাতদুটো কেটে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়।

বিশ্বরূপ। পিতা !

লক্ষ্মণসেন। কারণ যে হাত এমন নোংরা কাজ করে, দেহ থেকে তা বিচ্ছিন্ন হওয়াই উচিত!

বিশ্বরূপ। এ আপনি কি বলছেন পিতা? দোষ করলাম না অথচ শাস্তি হবে আমার?

লক্ষ্মণসেন। তুমিও তো এই বিচার করেছিলে পুত্র। দোষ করেছিল কালুসর্দ্দার, আর শাস্তি দিলে নিরীহ প্রজাদের। যাও তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে তাদের মুক্তি দেবে।

বিশ্বরূপ। এই কি আপনার শেষ কথা?

লক্ষ্মণসেন। হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা?

বিশ্বরূপ। আচ্ছা দেখাই যাক!

[প্রস্থান

কালুয়া। এইবার আমার বিচার করুন মহারাজ!

লক্ষ্মণসেন। কেশব, এই সর্দ্দারের বিচারের ভারটা তোমার হাতেই দিলাম।

কেশব। সেকি পিতা! আপনি বর্ত্তমানে আমি করবো বিচার? এ গুরুভার আপনি আমায় কেন দিচ্ছেন পিতা?

লক্ষ্মণসেন। ভার বহনের ক্ষমতা আশা করি তোমার আছে। বসো এই সিংহাসনে।

কেশব। পিতা!

লক্ষ্মণসেন। বসো—বসো কেশব! (কেশবকে সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন) এইবার বল, কি এর শাস্তি?

কেশব। শাস্তি? আমার বিচারে—কালুসর্দ্দার, তোমার শাস্তি—(কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) তোমার শাস্তি—মুক্তি!

কালুয়া। কুমার!

কেশব। তবে তুমি নারীর অসম্মান করতে গিয়েছিল, তাই

আমি তোমায় রাজ-অন্তঃপুরে নারীদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে আদেশ দিচ্ছি।

কালুয়া। ক্ষমা আমি সেইদিনই চেয়েছি কুমার! রাজকুমারী আমায় ক্ষমাও করেছেন।

লক্ষ্মণসেন। একি বিচার তোমার কেশব? একজন ডাকাতকে তুমি মুক্তি দিলে?

কেশব। ডাকাত হ'লেও কালুসর্দ্দার দেশের দরদী বন্ধু। সবার ওপর সে প্রকৃত মানুষ। আমি কি অন্যায় করেছি পিতা?

লক্ষ্মণসেন। যদি বলি অন্যায় করেছ?

কেশব। তাহলে আপনার দেওয়া এই বিচারকের আসনে আমি বসতে চাই না।

লক্ষ্মণসেন। বসতে চাও না?

কেশব। না।

লক্ষ্মণসেন। কেন?

কেশব। যে বিচারকের বিচার করবার স্বাধীনতা নেই, তার বিচারক সেজে অভিনয় না করাই ভাল।

লক্ষ্মণসেন। তুমি ভুলে যাচ্ছ কেশব, তুমি কথা বলছো কার সামনে।

কেশব। আপনিও ভুলে যাচ্ছেন পিতা, যে, আপনি কথা বলছেন বাংলার পবিত্র সিংহাসনে বসার মর্য্যাদা নিয়ে।

লক্ষ্মণসেন। কেশব!

কেশব। মনে রাখবেন পিতা, এ সিংহাসনে শুধু আপনি বসেন নি, এতে বসেছেন আপনার পিতা—পিতামহ। তাঁরা এর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে গেছেন।

লক্ষ্মণসেন। সেই পূজনীয় পিতারই কার্য্যের সমালোচনা করছো তুমি আমারই পুত্র হয়ে!

কেশব। সমালোচনা করিনি পিতা, আমি পুত্রের কর্ত্তব্য পালন করছি। পিতাকে নরক থেকে টেনে তোলাই পুত্রের কর্ত্তব্য। বিচারকের আসনে বসে যিনি ন্যায়বিচার করেন না, তাঁর স্থান নরকেই—

জবাকে কশাঘাত করিতে করিতে বিশ্বরূপের প্রবেশ।

বিশ্বরূপ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, নরকেই পাঠাবো তোকে। তোর এত স্পর্দ্ধা যে তুই আমায় অপমান করিস?

জবা। না—না, তুমি আমাকে আটকে রাখতে পারবে না; বল, কোথায় আমার দাদা। শুধু একটীবার আমি তাকে দেখবো।

কালুয়া। জবা—জবা! (জবাকে ধরিল)

জবা। দাদা—দাদা! আমি এসেছি দাদা!

বিশ্বরূপ। সাবধান হতভাগি! (পুনঃ কশা উদ্যত করিল)

লক্ষ্মণসেন। তার আগে তুমি নিজের শাস্তির কথা চিন্তা কর বিশ্বরূপ। নারীর উপর এই অত্যাচার আমি ক্ষমা করবো না।

বিশ্বরূপ। না-না, এ আমায় অপমান করেছে পিতা! এমন কি আপনারও অসম্মান করেছে।

লক্ষ্মণসেন। সম্মানীয় ব্যক্তির সম্মান এত ঠুনকো নয় বিশ্বরূপ, যে সামান্য আঘাতেই তা নষ্ট হবে। যার মান-অপমান এত প্রখর, সে আত্মসম্মান হারায় কি করে? শোন মা, তোমার দাদাকে—

জবা। না-না, আমার দাদাকে আপনি অন্ধকার কারাকক্ষে

আটকে রাখবেন না। আমি আমার দাদার জন্য প্রাণভিক্ষা চাইছি। মহানুভব বঙ্গেশ্বর, আমার দাদাকে আপনি ক্ষমা করুন।

লক্ষ্মণসেন। তোমার দাদার বিচার হয়ে গেছে মা!

কেশব। আমার বিচার তো আপনার মনঃপুত হয়নি পিতা!

লক্ষ্মণসেন। তার কারণ, এমন একটা মানুষকে তুমি বুকে নিতে পারলে না। তুমি রাজপুত্র বলেই এক সাধারণ মানুষকে আপনার করে নিতে বাধলো তোমার, তাই—

কেশব। না পিতা, আমি রাজপুত্র হয়ে বাংলার জনসাধারণের শুকনো প্রণাম কুড়োতে চাই না। সাধারণের মাঝে মিশে গিয়ে তাদেরই ভায়ের অধিকার পেতে চাই! (কালুয়াকে আলিঙ্গন)

কালুয়া। কুমার—কুমার!

লক্ষ্মণসেন। এইতো তোমার বিচার ঠিক হয়েছে পুত্র! হ্যাঁ, তোমার বিচার ঠিকই হয়েছে। (কেশব লক্ষ্মণসেনকে প্রণাম করিল) কেশব, রাজ্যে ঘোষণা করে দাও গে, দরিদ্রদের জন্য আমি একটি দান-ভাণ্ডার খুলে দিচ্ছি। সেই দান-ভাণ্ডার থেকে গরীব প্রজাদের অন্ন আর বস্ত্র দান করা হবে।

কালুয়া। মহারাজ!

লক্ষ্মণসেন। অজয়ের তীরে জঙ্গল কেটে সেখানে এই দান-মন্দির তুমি নির্ম্মাণ করাবে। আর তার কি নাম দেবে জানো?

কেশব। কি পিতা?

লক্ষ্মণসেন। নাম দেবে "কালু সর্দ্দারের মন্দির"। এই ভারটা আমি তোমাকেই দিলাম কেশব।

কেশব। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য!

জবা। মহারাজ !

লক্ষ্মণসেন। যাও মা, তোমার দাদা মুক্ত !

জবা। মহানুভব বঙ্গেশ্বর, গৌড়ে এই লক্ষ্মণাবতীতে এসে মানুষ দেখলাম দুজন। একজন বঙ্গেশ্বর স্বয়ং, আর একজন আপনার কনিষ্ঠ পুত্র ॥

লক্ষ্মণসেন। শোন কালুসর্দ্দার! দেবান্তক পাঠান শিবিরে বন্দী হয়ে আছে। তাকে যে-কোন প্রকারে মুক্ত করে আনবে তুমিই।

জবা। আপনার দেওয়া এ মর্য্যাদা আমার দাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। দীন দুঃখী প্রজার উপর আপনার এত দরদ আমার মত একজন তুচ্ছ বন্য মেয়ের প্রতি আপনার এত স্নেহ !

লক্ষ্মণসেন। আমার চন্দনাতে আর তোমাতে তফাৎ কি মা ?

জবা। বাবা-মার স্নেহ কেমন, তা জানি না মহারাজ! কোন-দিন তাদের চোখে দেখার সৌভাগ্যও হয়নি। শুধু আজ আপনার কাছে আমার বাবার স্নেহ পেলাম।

কালুয়া। আমি কি এখনই যাত্রা করবো মহারাজ !

লক্ষ্মণসেন। হ্যাঁ, তুমি এখনই যাত্রা কর। সঙ্গে কতজন সৈন্য চাও ?

কালুয়া। দশজন।

কেশব। সে কি! মাত্র দশজন সৈন্য নিয়ে তুমি এই কঠিন কাজ করতে পারবে ?

কালুয়া। হ্যাঁ কুমার, ডাকাত আমি। এই দশজন সৈন্যই আমার যথেষ্ট।

কেশব। আশা করি তুমি—

কালুয়া। কার্য্য উদ্ধার না করে ফিরে আসবো না। যাবার সময় আমার এই ভগ্নীর ভার আমি আপনার উপর দিয়ে গেলাম মহারাজ।

লক্ষ্মণসেন। সর্দ্দার!

কালুয়া। কোন চিন্তা করবেন না মহারাজ! ডাকাতের কথার খেলাপ হয় না। আমি বক্তিয়ারকে এমন আঘাত দিয়ে আসবো, সে আঘাতে সে আর্ত্তনাদ করে লুটিয়ে পড়বে পথের ধুলায়!

[প্রস্থান

বিশ্বরূপ। আমি বলছিলাম পিতা—

লক্ষ্মণসেন। কোন কথা নয়। আমি পিতা হলেও বিচারক। হ্যাঁ, শোন, এই মেয়েটির কাছে তুমি ক্ষমা চেয়ে নাও।

[প্রস্থান

বিশ্বরূপ। ক্ষমা চাইবো একটা নীচ জাতের মেয়ের কাছে!

কেশব। দাদা!

বিশ্বরূপ। যাও—যাও, ভণ্ডামি করো না। তোমারই চক্রান্তে আমি আজ পিতার চক্ষুশূল! কিন্তু মনে রেখো, এ চাকা ঘুরবেই ঘুরবে!

[প্রস্থান।

(সহসা ঝড় উঠিল)

কেশব। একি! সহসা ঝড় উঠলো যে!

জবা। শুধু কি আকাশেই ঝড় উঠেছে কুমার, মনে কি ঝড় ওঠেনি?

কেশব। (সবিস্ময়ে) কি বলছো তুমি?

জবা। এই যে মাতাল হাওয়া—এই হাওয়ায় কি আমরা দুজনে পাখীর মত নীল আকাশের নীচে ভেসে যেতে পারি না ?

কেশব। পথ ছাড়, আমার এখন কাব্য শোনার সময় নেই

জবা। না, যাওয়া এখনি আপনার হবে না।

কেশব। আমায় এখুনি অজয়ের তীরে জঙ্গল কেটে "দান-মন্দির" নির্ম্মাণ করবার ব্যবস্থা করতে হবে। পথ ছাড় জবা।

জবা। পথ ?

কেশব। হ্যাঁ—হ্যাঁ, পথ ! (জবাকে ঠেলিয়া প্রস্থানোদ্যত)

(ব্যথাভরা কণ্ঠে জবা গাহিল)

জবা।—

গীত

কেন চুপি চুপি চলে যাও ওগো মোর মনোময় !
মোর কামনা-কুসুমদল বেদনায় ঝ'রে যায়।

কেশব। তুমি কি আমায় ভালবাস ? কিন্তু, এযে সম্ভব নয়। এ তুমি কি করলে জবা ? আমার কর্ত্তব্যময় শুক জীবনে কেন তুমি এলে ? এযে মরুভূমি।

জবা।—

গীত

তুমি মরুভূমি, আমি মেঘবারি,
চির বিরহে ওগো প্রিয়, তোমারে ভুলিতে নারি,
কিছু নাহি মোর, তবু তো আছে নবারুণ সঞ্চয় ॥

কেশব। না-না, এ হতে পারে না। সামনে আমার কর্ত্তব্যের

সুদীর্ঘ পথ। বাংলার ঘরে ঘরে নিরন্নের হাহাকার। দেশের সীমান্ত-প্রান্তে শত্রু এসে দাঁড়িয়েছে। এ সময় নারীর প্রেমের বন্যায় আমি ভেসে যেতে পারি না।

জবা। কুমার!

কেশব। ডেকো না—ডেকো না জবা। আমি চলেছি—

জবা। কোথায়?

কেশব। বাংলার দরিদ্র ভায়েদের চোখের জল মুছিয়ে দিতে।

জবা। কুমার!

কেশব। জবা। আমার কথা তুমি মন থেকে মুছে ফেল—মুছে ফেল।

[প্রস্থান

জবা। পাষাণের উপর লেখা হয়ে গেছে। এ আর কোনদিন মোছা যাবে না। জানি কোনদিনই হয়তো তোমায় পাবো না। তবু কোনদিন তোমায় আমি ভুলতে পারবো না। তুমি যে আমার, তুমি যে আমার পরম প্রিয়!

[প্রস্থান

———

চতুর্থ দৃশ্য

গঙ্গাতীর, সন্ধ্যাকাল

ছদ্মবেশে পশুপতির প্রবেশ।

পশুপতি। সন্ধ্যা নেমে আসছে; পৃথিবীর বুকে নামছে কালো ছায়া। এই উৎকৃষ্ট সুযোগ। এই পথেই কেশব আসবে বজরায় ওঠবার জন্য। সে বজরা যাবে অজয়ের তীরে। তাই আমি বিশ্বরূপকে এইখানেই আসতে বলেছি। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে।

ছদ্মবেশে বিশ্বরূপের প্রবেশ।

বিশ্বরূপ। বন্ধু!

পশুপতি। কে? ও, আপনি!

বিশ্বরূপ। তারপর, এমন সময় এই গঙ্গাতীরে কেন আমায় আসতে বলেছ?

পশুপতি। বাংলার সিংহাসন আপনি চান?

বিশ্বরূপ। হ্যাঁ, চাই।

পশুপতি। তাহলে পথ পরিষ্কার করুন কেশবকে সরিয়ে দিয়ে।

বিশ্বরূপ। তুমি বলছো কি, হাজার হোক সে আমার ভাই।

পশুপতি। সেই ভাই-ই আপনাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করেছে। এই দেখুন পত্র। এই পত্র সে কালুয়া ডাকাতকে লিখেছে—(পত্র দান) পাঠ করে দেখুন। ওতে লেখা আছে, কালুয়া যেন আপনাকে গুপ্তহত্যা করে পাঠান-শিবিরে যাবার আগে!

বিশ্বরূপ। (পত্র পাঠান্তে) একি সত্য? সত্যই তো নীচে নাম সই রয়েছে কেশবের। এ পত্র তুমি কোথায় পেলে?

পশুপতি। এই মাথা—যুবরাজ, এই মাথা অসাধ্য সাধন করতে পারে। কৌশলে এ পত্র হস্তগত করেছি।

বিশ্বরূপ। তাহলে এখন আমাদের কর্ত্তব্য?

পশুপতি। (চাপাস্বরে) হত্যা!

বিশ্বরূপ। হত্যা?

পশুপতি। হ্যাঁ বন্ধু! যদি বাঁচতে চান, এই একমাত্র পথ।

বিশ্বরূপ। বেশ; আমি প্রস্তুত।

পশুপতি। তাহলে ওই ঝোপের অন্তরালে অপেক্ষা করুন। সে এই পথ দিয়েই যাবে। সেই সুযোগে আপনি—

বিশ্বরূপ। বুঝেছি। বাংলার সিংহাসন আমার চাই। ওঃ, এই ভাই! এ আমায় হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করে! আচ্ছা, হয় আজ সে মরবে নয় আমি মরবো।

[প্রস্থান

পশুপতি। কণ্টকে নৈব কণ্টকম্! কেশবসেনকে যদি হত্যা করতে পারি, তাহলেই বাংলার সিংহাসন হবে—না, মনের কথা প্রকাশ না করাই ভাল। আগে পথ পরিষ্কার করি। তারপর ওই অপদার্থ বিশ্বরূপকে ছেঁড়া জুতোর মত—

হাসিতে হাসিতে জবার প্রবেশ।

জবা। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

পশুপতি। কে? কে হাসে?

জবা। হাঃ-হাঃ-হঃ!

পশুপতি। কে তুমি?

জবা। পরিচয় দেবার মত নয়, আর তাতে আপনি সন্তুষ্টও হবেন না।

পশুপতি। কেন তুমি হাসছো?

জবা। হাসা কি অপরাধ? দুঃখের সংসারে কান্না ছাড়া তো শুনিনি কিছুই। তবু এর মধ্যে যদি একটু হাসতে পারা যায়!

পশুপতি। হাসার মত হাসতে কেউ পারে না সুন্দরী, কেউ পারে না।

জবা। পারে। পৃথিবীতে এমন লোকও আছে।

পশুপতি। কিন্তু তুমি এতরাত্রে নির্জ্জন নদীতীরে কেন?

জবা। আপনি এত রাত্রে এখানে কেন?

পশুপতি। তোমাকে তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি?

জবা। আপনি যখন আমার কাছে কৈফিয়ৎ চান তখন আপনার কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া কি আমার অন্যায়?

পশুপতি। তুমি জানো আমি কে?

জবা। জানি; আপনি মহামান্য সেনাপতি। আর এও জানি, ইচ্ছা করলে আমার মাথাটাও নিতে পারেন আপনি।

পশুপতি। বুঝলাম তুমি বুদ্ধিমতী। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, এমন সময় এই নির্জ্জন নদীতীরে একাকিনী—

জবা। সেনাপতির গুণের কথা শুনেছি, শুনেছি তার রূপের খ্যাতিও। তাই—

পশুপতি। ও, তাহলে তুমি বিশ্বরূপের নূতন আমদানী?

জবা। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

পশুপতি। বাঃ। তোমার হাসিটি বড় সুন্দর তো।

জবা। সব অসুন্দরকে সুন্দর করে দেখাই গুণবানের ধর্ম্ম। যাক, এবার তাহলে আসি—

পশুপতি। একি! চলে যাচ্ছো কেন সুন্দরী? এই সূচীভেদ অন্ধকার ঢাকা সন্ধ্যায় নির্জ্জন গঙ্গাতীরে রাত্রির শীতল হাওয়ায় বয়ে আনছে অপরিসীম মাধুর্য্য। সামনে তোমার মত সুন্দরী ষোড়শী। এমন সময় তোমার পরিচয়টা না দিয়ে যেতে পার না সুন্দরী!

জবা। শুধু পরিচয়ই জানতে চান?

পশুপতি। না, তোমাকেও জানতে চাই। বল, কি তোমার পরিচয়?

জবা।— **গীত**

আমি মাটিতে কুসুম, রাতের আকাশে
নিদহারী শুকতারা।
ঘুমের মায়ায়—মধুর স্বপন,
আঁখিতে অশ্রুধারা॥

পশুপতি। এই কি তোমার সবটুকু পরিচয়?

জবা।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

আমি যে বীণার তান, ভ্রমরের মৃদুগান,
শেফালির বুকে জেগে থাকি আমি
ভোরের শিশির ধারা॥

(গানের মধ্যে পশুপতির অজ্ঞাতে জবা তাহার কোষ হইতে ছুরি লইল)

পশুপতি। চমৎকার! চমৎকার তোমার সঙ্গীত। তার চেয়েও বেশী চমৎকার তুমি নিজে। এস সুন্দরী, এই নির্জ্জন গঙ্গাতীরে তুমি আমার বাহুবন্ধনে ধরা দাও! (জবাকে ধরিতে গেল)

জবা। (সরিয়া গিয়া) সাবধান সেনাপতি, আর একটা পা এগিয়ে এলেই মরতে হবে। ভেবেছিলে আমি তোমার রূপে মুগ্ধ হয়েছি। এইখানে ভুল করলে তুমি, আর এ ভুলের মাশুল দিতে হবে তোমায় আজ বুকের রক্ত দিয়ে।

পশুপতি। বুঝলাম—তুমি শত্রুর গুপ্তচর, কিন্তু আমার সামনে যখন এসে পড়েছ, তখন তোমার রক্ষা নেই। (ছুরি তুলিতে গিয়া দেখিল কোষে ছুরি নেই)...এ-কি! আমার অস্ত্র?

জবা। এই যে আমার হাতে। (ছুরি দেখাইল)

পশুপতি। আমি তোমায় খুন করবো।

জবা। তাই নাকি? সাহস থাকে এগিয়ে এস।

পশুপতি। পশুপতিসেন তোমার মত একটা তুচ্ছ নারীর রক্ত-চক্ষুকে গ্রাহ্য করে না। তা ছাড়া—ওই মহারাজ আসছেন।

জবা। মহারাজ আসছেন! কই, কোথায়? (নেপথ্যে চাহিল; সেই সময় পশুপতি ছুরি কাড়িয়া লইল) একি শয়তান! মিথ্যা কথায় প্রতারণা করতে চাও?

পশুপতি। চতুরা রমণী, ভেবেছিলে তুমিই শুধু বুদ্ধিমতী, আর কারও বুদ্ধি নেই! মহারাজ আসেন নি; এসেছে তোমার যম।

জবা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এটা নদীরতীর, তা দেখতে পাচ্ছ সেনাপতি?

পশুপতি। হ্যাঁ—হ্যাঁ, দেখেছি।

জবা। আর এই তীরে শুভ্র বালুকারাশি—তা দেখতে পাচ্ছ?

পশুপতি। হ্যাঁ দেখেছি। মরবার আগে বরং তুমি ভাল করে দেখে নাও। (জবাকে ছুরি মারিতে উদ্যত)

জবা। তার আগে তুমি সামলাও।

[পশুপতির চোখে বালি নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান

পশুপতি। ওঃ, একি! এ যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। শুধু অন্ধকার। দারুণ যন্ত্রণা! কে আছ—কে আছ? (চোখ রগড়াইতে লাগিল)

গজাননের প্রবেশ।

গজানন। ওরে বাপরে বাপ! প্রভুকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। (পশুপতিকে দেখিয়া) এই যে হুজুর, আমি আপনাকে গরু-খোঁজা করছি, আর হুজুর গঙ্গার তীরে হাওয়া খাচ্ছেন?

পশুপতি। কে, গজানন? এসেছো ভালই হয়েছে।

গজানন। একি! হুজুর যে কই মাছের মত কাতরাচ্ছেন। ব্যাপার কি?

পশুপতি। আমার চোখে বালি পড়েছে।

গজানন। বালি? তা চোখে বালি পড়লো কি করে? আকাশ থেকে পড়েনি নিশ্চয়। এ অবস্থা আপনার হলো কি করে?

পশুপতি। যেমন করেই পড়ুক তোমার কি?

গজানন। আজ্ঞে, আমার আর কি! কারণ, চোখ দুটো তো আমার নয়, আপনার।

পশুপতি। ওঃ! তুমি একটু গঙ্গার জল নিয়ে এস গজানন। ওঃ শয়তানি! যদি দিন পাই, এর চরম প্রতিশোধ নেবো।

গজানন। শয়তানী? সে আবার কে? তবে কি এখানে কেউ এসেছিল নাকি?

পশুপতি। হ্যাঁ, এসেছিল। সে শত্রুর গুপ্তচর।

গজানন। ওরে বাপরে! তাহলে এখানে আর এক মুহূর্ত্ত নয়।

পশুপতি। আমায় এ অবস্থায় ফেলে যেও না গজানন। পেছনে শত্রু আসছে, হয়তো তারা আমায় হত্যা করবে।

গজানন। সর্ব্বনাশ হুজুর, তাহলে আর থাকাই চলে না। নিজগুণে ক্ষমা করবেন। (প্রস্থানোদ্যত)

পশুপতি। অকৃতজ্ঞ, আমি তোমায় মাসে মাসে মাহিনা দিই কি বেইমানির জন্য?

গজানন। বেইমানি আমি জানতাম না হুজুর, ওটার হাতে-খড়ি হয়েছে আপনার কাছে।

পশুপতি। এই বিপদে আমাকে ফেলে যাওয়া কি তোমার উচিত?

গজানন। আপনিও তো মহারাজ লক্ষ্মণসেনকে বিপদে ফেলে পালাচ্ছেন পাঠান-শিবিরে।

পশুপতি। তুমি তা বুঝবে না। সেটা রাজনীতি।

গজানন। সেটা রাজনীতি, এটাও শঠে শাঠং নীতি। আসি হুজুর! পারেন তো হাতড়ে হাতড়েই আসুন। নমস্কার।

[প্রস্থান

পশুপতি। সবাই অকৃতজ্ঞ। যদি দিন পাই—না, আর বিলম্ব নয়। মুহূর্ত্তের ভুলে হয়তো তীরে এসে তরী ডুববে। আগে গঙ্গার জলে চোখের বালি ধুয়ে ফেলি, তারপর দেখবো এই শয়তানীকে।

[প্রস্থান

(নেপথ্যে জবা হাসিতেছিল)

কেশবের প্রবেশ।

কেশব। কে হাসে? কার এই অট্টহাসি? নির্জ্জন গঙ্গাতীর—ঘনকৃষ্ণ অন্ধকার সারা পৃথিবীকে গ্রাস করেছে। এই নির্জ্জন গঙ্গাতীরে কে তুমি হাসছো?

জবা। (নেপথ্যে) রাজকুমার, কোথায় আপনি? সাড়া দিন। শত্রু—চারিদিকে শত্রু। ওদিকে বজরায় যাবেন না।

কেশব। কে, জবা? কোথায় তুমি? কি বলছো?

ছদ্মবেশে বিশ্বরূপের প্রবেশ।

বিশ্বরূপ। সাবধান! চিৎকার করো না।

কেশব। কে তুমি?

বিশ্বরূপ। তোমার যম।

জবার প্রবেশ।

জবা। কুমার—কুমার!

বিশ্বরূপ। সাবধান! আর এক পা এগুলেই মরবে।

জবা। কে তুমি দস্যু?

কেশব। জবা! এমন সময় তুমি এখানে কেন?

জবা। আপনাকে বাঁচাতে কুমার।

পুনঃ ছদ্মবেশে পশুপতির প্রবেশ।

পশুপতি। মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচা যায় না শয়তানি!

জবা। আমিও জানি, নীচকে ক্ষমা করলে সে ক্ষমার মর্য্যাদা বোঝে না।

কেশব। কে তোমরা?

জবা। একজন মহামান্য বীর—

পশুপতি। কথা তোমার নীরব হয়ে যাক। (জবাকে আঘাত করিল)

কেশব। কে তোমরা? কেন একটা নির্দ্দোষ মেয়েকে আঘাত করলে?

পশুপতি। পরিচয় পাবে না। ইষ্টনাম স্মরণ কর! আমি প্রস্তুত।

(পশুপতি ও বিশ্বরূপ কেশবকে আক্রমণ করিল। কেশব পরাজিত হইল)

পশুপতি। এইবার বন্দী করুন। আমি ওই ঝোপের অন্তরালে অপেক্ষা করছি। যদি বাংলার সিংহাসন চান, তাহলে—(হত্যার ইঙ্গিত; বিশ্বরূপ কেশবকে বন্দী করিল)

[পশুপতির প্রস্থান

কেশব। ওরে দস্যু, পাপের ফল মৃত্যু!

বিশ্বরূপ। সেই মৃত্যুই হবে তোমার।

কেশব। মৃত্যুর পরও আমার বিদ্রোহী আত্মা কথা কইবে। মনে রেখো—পাপ কখনো গোপন থাকে না। অনন্ত আকাশের ওপর থেকে দু'টী আঁখি জেগে আছে চিরদিন, সে চোখকে ফাঁকি দিতে কেউ পারেনি, তুমিও পারবে না।

বিশ্বরূপ। রাখো তোমার কথা! মরবার জন্য প্রস্তুত হও।

(কেশবকে হত্যায় উদ্যত)

অস্ত্রহাতে লক্ষ্মণসেনের প্রবেশ।

লক্ষ্মণসেন। হুঁসিয়ার! অস্ত্র নামাও। নামাও অস্ত্র!

(বিশ্বরূপ অস্ত্র নামাইল, লক্ষ্মণসেন
কেশবের শৃঙ্খল খুলিল)

কেশব। পিতা! কে এই দস্যু?

লক্ষ্মণসেন। এ দস্যু আমারই রক্তে গড়া—আমারই মূর্ত্তিমান কলঙ্ক! (বিশ্বরূপের ছদ্মবেশ উন্মোচন করিয়া দিল)

কেশব। (সবিস্ময়ে) একি, দাদা?

লক্ষ্মণসেন। উনি শুধু একাই নন। আর একজনও আছেন, তিনি আমারই বিশ্বস্ত সেনাপতি।

কেশব। পশুপতিসেন?

লক্ষ্মণসেন। হ্যাঁ কেশব। এরা দিবারাত্র চক্রান্ত করছে রাজা লক্ষ্মণসেনকে বাংলার সিংহাসন থেকে নামিয়ে পথের ভিখারী করে দিতে।

কেশব। সেকি দাদা!

বিশ্বরূপ। তুমি চুপ কর।

কেশব। পিতা!

লক্ষ্মণসেন। হ্যাঁ, পশুপতির বাড়ী অবরোধ করতে সৈন্যদের আদেশ দিয়েছি। তুমি জবাকে নিয়ে প্রাসাদে যাও। ওর সেবার ব্যবস্থা করগে।

কেশব। চল জবা।

[জবাকে লইয়া প্রস্থান।

বিশ্বরূপ। পিতা, আপনি আমায় ঠিক বুঝতে পারছেন না।

লক্ষ্মণসেন। আমার বোঝবার আগে তোমায় বুঝিয়ে দেবো বুদ্ধিমান! এই, কে আছিস—

দুইজন রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। মহারাজ! (অভিবাদন করিল)

লক্ষ্মণসেন। বন্দী কর। একে বন্দী কর! (বিশ্বরূপকে বন্দী করিতে ইঙ্গিত করিল)

(রক্ষিদ্বয় বিশ্বরূপকে বন্দী করিল)

লক্ষ্মণসেন। যা, নিয়ে যা—(রক্ষিদ্বয় বিশ্বরূপকে লইয়া প্রস্থানোদ্যোগ করিল) শোন, (রক্ষিদ্বয় দাঁড়াইল) একে আহার দিবি দু'খানা পোড়া রুটী আর এক ঘটী জল।

বিশ্বরূপ। পিতা, ক্ষমা করুন পিতা!

লক্ষ্মণসেন। না, ক্ষমা নেই,—যা নিয়ে যা!

[বিশ্বরূপকে লইয়া রক্ষিদ্বয়ের প্রস্থান

লক্ষ্মণসেন। জানি, এমনি করে সবাই চলে যাবে। তবু উপায় নাই। সবাই হয়তো উৎসর্গ করতে হবে বঙ্গজননীর পায়ে! এগিয়ে চল লক্ষ্মণসেন, এগিয়ে চল।

নিমাই। (নেপথ্যে গাহিল)

গীত

ওরে পথিক, চলার পথে চ'লে আয়।

লক্ষ্মণসেন। হ্যাঁ—হ্যাঁ, চলার পথে এগিয়ে যেতেই হবে—যেতেই হবে।

গীতকণ্ঠে নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই।—

গীত

চলার পথে চ'লে আয়।
যাত্রাপথের কণ্টক যত দ'লে দুটি পায়।
একলা পথে এগিয়ে চল, নাই বা রইল সাথী,
আবার জাগবে ভোরের আলো, কাটবে আঁধার রাতি;
দুঃখের আঘাতে টলিস নাকো, আয়রে চলার নেশায়।

[প্রস্থান

লক্ষ্মণসেন। চল লক্ষ্মণসেন! জানি না কি আছে তোমার ললাটে? জয়ের রক্তটীকা—না পরাজয়ের কলঙ্ক-মসী।

[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পাঠান-শিবির

আশমান উপবিষ্ট, নৃত্যরত বাইজীগণ গাহিতেছিল।

~~বাইজীগণ~~।— মহম্মদ ও আশমানের প্রবেশ

গীত

এলো বসন্ত—
এলো মলয়া তারই সাথে।
খোয়াব শেষে, গোলাপ জাগে মধুর রাতে।
পাপিয়ার পিউ নিয়া
শিহরে দোলে হিয়া,
জাগে দিল-খুশীতে ফুলের কলি
লতার দোলন সাথে।
ভ্রমরের গুণগুণ
দিলেতে আগুন
জ্বালালো ফাগুনের ~~আলোর রাতে~~।

[প্রস্থান

অদূরে মহম্মদ দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিল,
গান শেষ হইলে মহম্মদের প্রবেশ।

মহম্মদ। আর কতদিন তুমি এমনি করে সরে থাকবে আশমান?

আশমান। তুমি কি বলছো মহম্মদ?

মহম্মদ। বলতে পারছি না শাহাজাদি, আমার এই শুষ্ক দিল-বাগিচায় তুমিই ফুটে উঠেছ বসরাই গোলাপ, তারই সুগন্ধে আমি মাতাল।

আশমান। তুমি ভুল করছো মহম্মদ। তুমি আমায় ভুলে যাও। তোমার সঙ্গে আমার সাদি হতে পারে না।

মহম্মদ। তাহলে কি আমায় এই বুঝতে হবে যে, শাহাজাদী তার পিতার ইচ্ছা স্পূর্ণ করবেন না?

আশমান। কি পিতার ইচ্ছা?

মহম্মদ। তিনি তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান।

আশমান। সাদীর ক্ষেত্রে পিতার ইচ্ছার চেয়েও বড় আমার নিজের মতামত। আমি জানি, আব্বা আমার অমতে কখনই তোমার সঙ্গে সাদী দেবেন না।

মহম্মদ। আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে দিও না আশমান! যে আশাতরু আমি আমার দিলের গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখেছি, আজ অনাদরে কুঠারাঘাতে তাকে ছিন্ন করো না আশমান!

আশমান। কিন্তু এযে হতে পারে না। আমি—হ্যাঁ, আমি তোমায় ভালবাসি না, একটুও না!

মহম্মদ। তুমি আমায় ভালবাস না? একথা কেন শোনালে আশমান, একথা কেন শোনালে?

আশমান। তুমি আমায় ভুলে যাও। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো ভালবাসা যায় না।

মহম্মদ। কিন্তু আমি যে ভুলতে পারি না। আমার শয়নে—নিদ্রায়—আমার মধুর স্বপনে—আমার মানসপটে ভেসে ওঠে কার ছবি জানো?

আশমান। মহম্মদ!

মহম্মদ। সে তুমি, তোমার ছবি! আর তুমি বলছো তোমায় আমি ভুলে যাবো?

আশমান। মনে কর, আশমান বলে কেউ ছিল না, কাউকে তুমি ভালবাসনি!

মহম্মদ। চমৎকার—চমৎকার তুমি নারী! রূপের সহস্র শিখা বিস্তার করে তুমি আমায় ডেকেছো, আমি এগিয়ে গেছি ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত, আর আজ—হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভুলে যাবো।—মন থেকে মুছে ফেলবো—তোমার যা কিছু মধুর স্মৃতি; না—না, স্মৃতি নয়—স্মৃতি নয়—

আশমান। জানি তুমি আঘাত পাবে মহম্মদ, কিন্তু উপায় নেই। মনের বিরুদ্ধে তো কোন কাজ করা যায় না।

মহম্মদ। বেশ, আমি অপেক্ষাই করবো—যতদিন না তোমার মন ফেরে। তোমাকে যদি না পাই, তাহলে তোমার স্মৃতি আর বুক ভরা জ্বালা নিয়ে দেশে ফিরবো, তবু তোমায় আমি ভুলতে পারবো না।

প্রস্থান।

আশমান। খুবই আঘাত তুমি পাবে মহম্মদ। কিন্তু উপায় নেই। এ হৃদয়-কুসুম আর একজনের পায়ে উৎসর্গিত হয়েছে। এ উৎসর্গিত ফুল তোমায় দেবো কি করে।

দেবান্তকের প্রবেশ।

দেবান্তক। শাহাজাদি!

আসমান। আসুন।

দেবান্তক। আপনি আমায় ডেকেছেন?

আশমান। কই না তো?

দেবান্তক। তবে যে বাঁদী—বললে—তাহলে—(প্রস্থানোদ্যত)

আশমান। দাঁড়ান। (দেবান্তক ফিরিল) হ্যাঁ—ডেকেছি আপনাকে। এখান থেকে চ'লে যাওয়ার পর নিশ্চয়ই আমাদের ভুলে যাবেন।

দেবান্তক। আপনার সেবাতেই প্রাণ ফিরে পেয়েছি, আর আপনাকে ভুলে যাবো? কিন্তু আমার যাওয়াই বা হচ্ছে কেমন ক'রে? আমি তো বন্দী।

আশমান। কিন্তু আপনাকে যেতেই হবে। এভাবে পাঠানের কারাগারে আপনাকে তিলে তিলে মরতে দেবো না। বাইরে আপনার জন্য ঘোড়া প্রস্তুত আছে, আপনি এখুনি পালিয়ে যান।

দেবান্তক। পালিয়ে যাবো? কিন্তু আপনার পিতা জানতে পারলে আপনাকে কঠোর শাস্তি দেবেন।

আশমান। শাস্তিকে ভয় আমি করি না। আপনার এ দুঃখ আমি দেখতে পাচ্ছি না।

দেবান্তক। আপনার পিতার কারাগারে তো অনেক বন্দী আছে, কই, তাদের জন্য তো আপনার প্রাণ কাঁদে না শাহাজাদি?

আশমান। আপন জনের জন্যই প্রাণ কাঁদে, পরের জন্য প্রাণ কাঁদে না।

দেবান্তক। আমিও ত পর।

আশমান। না। আপনি আমারই।

দেবান্তক। কিন্তু এযে হতে পারে না শাহাজাদি!

আশমান। জানি, আপনি হিন্দু আর আমি মুসলমানের মেয়ে, কিন্তু মহব্বত যে সমস্ত ধর্ম্মের উর্দ্ধে। প্রেমের কাছে তো জাতির বিচার নেই।

দেবান্তক। স্বীকার করি। কিন্তু যা পাবার নয়, তাকে চাওয়া যে দুঃখকে ডেকে আনা!

আশমান। তবু তাই মানুষ চায়। যাকে পাওয়া যায় না মানুষ যে তাকেই চায়। যাকে পায়, তাকে তো চায় না।

দেবান্তক। শাহাজাদি!

আশমান। এ্যাঁ।...ওঃ, খুব অবাক হয়ে গেছেন, নয়? না-না, ও কিছু নয়; সব মিথ্যা! আমি আপনাকে ভালবাসবো কোন দুঃখে? তবে হ্যাঁ—করুণা করি!

দেবান্তক। করুণা?

আশমান। হ্যাঁ—হ্যাঁ, করুণা করি, আর কিছু নয়! আমি ভালবাসি মহম্মদকে। তাছাড়া আপনি হিন্দু আমি মুসলমানী। যান আমি আপনাকে মুক্তি দিচ্ছি।

দেবান্তক। আপনার এই দয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তবে মুক্তি আমি চাই না। আপনার এই দয়ার প্রস্তাব আমি সসম্মানে ফিরিয়ে দিচ্ছি।

ফকিরের বেশে বক্তিয়ারের প্রবেশ।

বক্তিয়ার। আর আমি যদি তোমায় মুক্তি দিই যুবক!

দেবান্তক। কে তুমি?

বক্তিয়ার। ফকির। তামাম দুনিয়ায় এই দোজাকের পথে বেহেস্তের সন্ধানে আমি ফকিরী নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি নওজোয়ান! আমি ফকির।

আশমান। ফকির! এখানে কেমন ক'রে এলেন?

বক্তিয়ার। ফকিরের পথ যে সর্ব্বত্রই মুক্ত মা। তোমাকে আমি মুক্তি দিতে পারি নওজোয়ান!

দেবান্তক। আমি যে পাঠান রণনায়কের বন্দী!

বক্তিয়ার। তিনি যদি তোমায় মুক্তি দেন?

আশমান। আপনি একে মুক্তি দিতে পারেন ফকির সাহেব?

বক্তিয়ার। পারবো বই কি মা! হ্যাঁ, তুমি একবার মনসবদারকে পাঠিয়ে দাও তো মা।

আশমান। আমি এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি ফকির সাহেব।

[প্রস্থান।

বক্তিয়ার। জোয়ান! তুমি তোমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ চাও তাই না?

দেবান্তক। পিতৃহত্যা?

বক্তিয়ার। হ্যাঁ, তুমি যে মগধের রাজ্যহারা শাহজাদা, তা আমি জানি। তোমার পিতাকে বক্তিয়ার খিলজি হত্যা করেছে, তার প্রতিশোধ তুমি নিতে চাও তো?

দেবান্তক। হ্যাঁ—হ্যাঁ, প্রতিশোধ—আমি—চাই। আমার পিতার অতৃপ্ত আত্মা আজও শত্রুর উষ্ণ রক্তের জন্য আমার দিকে কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। প্রতিশোধ চাই।

বক্তিয়ার। সাবাস নওজোয়ান! যদি এইখানে—নিস্তব্ধ রাত্রির এই নির্জ্জন কক্ষে তোমার পিতৃহত্যাকারীকে পাও?

দেবান্তক। তাহলে তার বুকের রক্তে আমার পিতার আত্মার তর্পণ করবো।

বক্তিয়ার। তাহলে সে এসেছে।

দেবান্তক। কোথায়?

বক্তিয়ার। এইখানে।

দেবান্তক। এই কক্ষে? কোথায় সে?

বক্তিয়ার। তোমার সম্মুখে। (ছদ্মবেশ উন্মোচন)

দেবান্তক। একি! নবাব? (সেলাম করিল)

বক্তিয়ার। না, নবাব নই! আমি ফকির; সত্যই নওজোয়ান, আমি ফকির। এই অসহ্য সুখ—এই ঐশ্বর্য্য, এ আমি চাই না, এই সুখ আমায় অমানুষ করে দিতে চায়, এই ঐশ্বর্য্য আমায় অপরের দুঃখ বুঝতে দেয় না। চারিদিকে আমার এত আত্মীয়, তবু এরা কেউ আপনার নয়। আমি একা—আমার কেউ নেই—কিছু নেই, আমি ফকির।

দেবান্তক। নবাব!

বক্তিয়ার। নবাব নই, শত্রু। তোমার পিতৃহত্যাকারী। ধর যুবক এই ছুরি, এই নির্জ্জন শিবির—লোকচক্ষুর অন্তরালে তুমি তোমার পিতৃহত্যাকারীর বুকে আমূল বসিয়ে দাও। (ছুরি দান)

দেবান্তক। (ছুরি লইয়া) বেশ, তাই হোক! খোদাকে শেষ ডাকা ডেকে নিন, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হোন নবাব! (ছুরি উত্তোলন), না—না, পারবো না—এ আমি পারবো না। (ছুরি ফেলিয়া দিল)

বক্তিয়ার। যুবক!

দেবাস্তক। না নবাব, আমার পিতৃহত্যাকরী এ বক্তিয়ার খিলজি নন,—তিনি নির্ম্মম নিষ্ঠুর, এমন অসহায় তিনি নন।

বক্তিয়ার। সেকি যুবক! ছুরি তুলে নাও। দুষমনকে কোতল কর।

দেবাস্তক। না নবাব, আপনি বাইরে নির্ম্মম কঠিন হলেও অন্তরে আপনি সত্যই ফকির;—বড় অসহায় আপনি।

বক্তিয়ার। এমন করে কেউ তো আমার ভেতরের মানুষটা দেখলে না যুবক। তারা দেখে আমার বাহিরের রূপটাকেই। এযে কি বেদনা তা তুমি বুঝবে না। হ্যাঁ, আমি তোমায় মুক্তি দিচ্ছি যুবক।

দেবাস্তক। তা হয় না নবাব। আপনার এ দয়ার দান আমি চাই না।

বক্তিয়ার। না—না, দয়ার দান নয়; এ আমার অনুরোধ। তা ছাড়া তুমি তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছ যে, আমি নিজে যদি তোমায় মুক্তি দিই—তাহলে তুমি মুক্তি নেবে?

দেবাস্তক। উত্তম, তাই হোক! বিদায় নবাব! তবে আবার আমি আসবো। সেদিন যেন এই শিশুর মত অসহায় নবাবকে না দেখে, দেখতে পাই রণ-নায়ক যোদ্ধা ব্যক্তিয়ার খিলজিকে। বিদায় নবাব, বিদায়।

কনিশ করিতে করিতে প্রস্থান

বক্তিয়ার। সেলাম—সেলাম—সেলাম। (দেবাস্তককে কুনিশ করিল) চল—তুমিও চল বক্তিয়ার, এ দোজাকের সড়কে বেহেস্তের সন্ধানে

তামাম দুনিয়ায় ছুটে চল। লোকে জানুক, বখতিয়ার লুণ্ঠনকারী—নির্মম নিষ্ঠুর। মিনহাজউদ্দিন ইতিহাসে লিখে রাখুক এই আমার পরিচয়—এই আমার পপিচয়।

[প্রস্থান

আশমানের পুনঃ প্রবেশ।

আশমান। ফকির সাহেব—ফকির সাহেব! একি! কোথা গেল সব? মহম্মদকেও দেখতে পেলাম না! দেবান্তকই বা গেল কোথায়? তবে কি কোন শত্রু—

বান্দার বেশে কালুয়ার প্রবেশ।

কালুয়া। বন্দেগী শাহাজাদি! (সেলাম)

আশমান। কে তুই?

কালুয়া। সে কি হুজুররাইন, আমায় চেনেন না? আমি করিমবক্স বান্দা।

আশমান। কি চাস তুই?

কালুয়া। তোমাকেই চাই শাহাজাদি!

আশমান। হুঁসিয়ার বেতমিজ! এই, কে আছিস—

কালুয়া। কেউ নেই। সব ঘুমুচ্ছে। এখন যে গভীর রাত্রি।

আশমান। সত্য বল তুই কে?

কালুয়া। তার আগে তুমি বল—দেবান্তক কোথায়?

আশমান। তার আগে আমি জানতে চাই তোর পরিচয়।

কালুয়া। আমি কালুয়া ডাকাত।

আশমান। ডাকাত?

কালুয়া। সন্দেহ হ'চ্ছে নাকি? বল, কোথায় দেবান্তক?

আশমান। এই কক্ষেই ছিল। কোথায় যে গেল—

কালুয়া। ওসব আজগুবি কথা আমি বিশ্বাস করি না। যদি দেবান্তককে না পাই, তোমাকেই যেতে হবে।

আশমান। দেবান্তকের বদলে আমাকে চাও? বাঃ, চমৎকার বিচার তোমাদের।

কালুয়া। এ উল্টো বিচার তোমরাই তো শিখিয়েছ। আমরা তো তোমাদের কোন ক্ষতি করিনি, তবে আমাদের সোনার বাংলাকে শ্মশান করতে তোমরা গজনীর ঘুররাজ্য থেকে ছুটে এলে কেন? চ'লে এস শাহাজাদি!

আশমান। যদি না যাই?

কালুয়া। তাহলে জোর করে নিয়ে যেতেও আমি আমি জানি।

আশমান। জোর ক'রে নিয়ে যাবে?

কালুয়া। হ্যাঁ! নিয়ে যাবো—তবে ছেলের দাবী নিয়ে। মা যাবে ছেলে সঙ্গে, এতে দোষ কি মা? আর যদি ছেলে আব্দার ক'রে জোর করে নিয়েই যায়—

আশমান। চল, আমি নিজেই যাচ্ছি। কোথায় যেতে হবে?

কালুয়া। বাংলায়—লক্ষ্মণাবতীতে।

আশমান। যদি দেবান্তককে পাও?

কালুয়া। তাহসে সসম্মানে এখানেই দিয়ে যাবো।

আশমান। চল।

[কালুয়াসহ প্রস্থান

পুনঃ বক্তিয়ারের প্রবেশ।

বক্তিয়ার। আশমান—আশমান! একি! কৈ. হ্যায়?

পশুপতির প্রবেশ।

পশুপতি। বন্দেগী খিলজী সাহেব! (সেলাম করিল)

বক্তিয়ার। এসো দোস্ত! তোমার জন্য চিন্তিত ছিলাম।

পশুপতি। লক্ষ্মণসেন আমার প্রাসাদ সৈন্য দিয়ে ঘেরাও করেছে। অতি কষ্টে আমি এখানে এসেছি; আর শুধু একাই আসিনি, স্বয়ং বড় রাজকুমারও এসেছেন।

বক্তিয়ার। শুনেছিলাম। তিনি বন্দী।

পশুপতি। কৌশলে কারাগার থেকে তাকে মুক্ত করে দিয়েছি।

বক্তিয়ার। বেশ। আমার সকল সর্ত্ত শুনেছ দোস্ত?

পশুপতি। হ্যাঁ, আমি আপনার সকল সর্ত্ত মেনে নিলাম।

(নেপথ্যে—জয় মহারাজ লক্ষ্মণসেনের জয়।)

বক্তিয়ার। ওকি! কারা জয়ধ্বনি দেয়?

পশুপতি। লক্ষ্মণসেন কি আক্রমণ করলো?

মহম্মদের প্রবেশ।

মহম্মদ। সর্ব্বনাশ হয়েছে জনাব—সর্ব্বনাশ হয়েছে!

বক্তিয়ার। কি, বাংলার ফৌজ আক্রমণ করেছে?

মহম্মদ। না।

বক্তিয়ার। ওরা এগিয়ে আসছে?

মহম্মদ। না জনাব।

বক্তিয়ার। তবে কি হয়েছে?

মহম্মদ। শাহাজাদী…

বক্তিয়ার। শাহাজাদী? আমার আশমান?

মহম্মদ। হাঁ জনাব? তিনি অপহৃত।

বক্তিয়ার। অপহৃত? (বসিয়া পড়িল)

মহম্মদ। একদল বাঙ্গালী ফৌজ তাকে শিবির থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। তারাই জয়ধ্বনি দিচ্ছে লক্ষ্মণসেনের।

বক্তিয়ার। আর তোমরা দাঁড়িয়ে তাই দেখছো?

মহম্মদ। না জনাব, আমাদের সৈন্যরাও ওদের পিছনে ছুটে চলেছে; কিন্তু—

বক্তিয়ার। সব ব্যর্থ হবে, এই তো? চমৎকার তোমাদের কর্ম্ম-দক্ষতা। আমারই হারেম থেকে লক্ষ্মণসেন আমার কন্যাকে হরণ করে নিয়ে গেল, আর তোমরা—যাও, দূর হও।

পশুপতি। নবাব!

বক্তিয়ার। বেরিয়ে যাও।

পশুপতি। প্রতিশোধ নিন নবাব।

বক্তিয়ার। প্রতিশোধ? হ্যাঁ, এমন প্রতিশোধ নেবো, যা রাজা লক্ষ্মণসেন কল্পনাও করেনি।

পশুপতি। তবে কৌশলে কার্য্য উদ্ধার করতে হবে।

বক্তিয়ার। যা পার কর, দেখছো কি?

পশুপতি। এমন চক্রান্তজাল ফেলবো, যাতে লক্ষ্মণসেন—সেলাম—সেলাম—সেলাম—

[কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান

মহম্মদ। জনাব!

বক্তিয়ার। মরে গেছে—বক্তিয়ার খিলজি মরে গেছে মহম্মদ। নইলে আমারই হারেম থেকে আমার কন্যাকে কেউ চুরি করে নিয়ে যেতে পারে? ফৌজ সাজাও—রণবাদ্য বাজাও, বাংলা দেশটাকে রক্তের প্লাবনে ভাসিয়ে দাও—বাঙ্গালী জাতিটাকে ধ্বংশ করে দাও। অনাগত দিনে বাঙ্গালী হবে অবলুপ্ত জাতি, আর তারই সমাধির উপর মাথা তুলে উঠবে নবজাগ্রত ইসলাম।

হাঁ হাঁ বাংলা দেশটাকে রক্তের প্লাবনে [প্রস্থান।

মহম্মদ। ~~তবে চললাম নবাব।~~ লক্ষ্মণসেন যেমন শাহাজাদীকে নিয়ে গেছে, তেমনি আমরাও বাংলার বুকে শত শত সন্তান-হারার কাতর ক্রন্দন দেখবো। ~~আপনার আদেশে সারা বাংলায় রক্তের প্লাবন বইয়ে দেবো।~~

[প্রস্থান

নেপথ্যে সৈন্যগণ। আল্লা—আল্লা—হো—

দ্বিতীয় দৃশ্য

লক্ষ্মণাবতীর রাজপ্রাসাদ, অলিন্দ

কেশব ও উদয়ের প্রবেশ।

উদয়। কাকু, সেদিনের গল্পটা বলবে না?

কেশব। বলবো বইকি উদয়, তবে ওটা গল্প নয়, সত্য।

উদয়। সত্য ঘটনা?

কেশব। হ্যাঁ, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ সামন্তসেন ছিলেন কর্ণাট-রাজ্যের সেনাপতি। কর্ণাটের যুবরাজ এসেছিলেন বাংলা জয় করতে; কিন্তু তিনি ফিরে গেলেন তাঁর পিতার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে।

উদয়। আর সামন্তসেন ফিরে গেলেন না? তিনি বুঝি এই বাংলা-দেশেই থেকে গেলেন?

কেশব। হ্যাঁ, তিনি এই বাংলাকে ভালবেসেছিলেন। সেই সময় বাংলায় চলেছে মাৎস্যন্যায়। সে ঘোর দুর্দ্দিনে প্রজারা সামন্তসেনকে করলেন বাংলার রাজা; তাঁর নাম অনুযায়ী এ বংশের নাম হলো সেনবংশ।

উদয়। [illegible]? আমার হাতে একটা তলোয়ার দিও কাকু, দেখবে বিদেশীর রাঙা রক্তে আমার অস্ত্র লাল টুকটুকে হয়ে উঠবে!

কেশব। তুমি যুদ্ধ করতে পারবে?

উদয়। পারবো না? তুমি যুদ্ধ করবে, দাদু যুদ্ধ করবেন, আর আমি বুঝি ঘরের কোণে বসে থাকবো?

কেশব। তুই একথা বলছিস উদয়?

উদয়। তুমিই তো শিখিয়েছ কাকু, দেশের জন্য প্রাণ যায় সেও ভাল, তবু পরের গোলামি করা উচিত নয়।

কেশব। ওরে বাংলার ভাবী নাগরিক, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—বাংলার ঘরে ঘরে তোরই মত শিশু যেন জন্ম নেয়!

উদয়। বাবা কি কারাগারে আছেন কাকু?

লক্ষ্মণসেনের প্রবেশ।

লক্ষ্মণসেন। না, শত্রুর শিবিরে।

কেশব। সেকি?

উদয়। শত্রু শিবিরে?

লক্ষ্মণসেন। হ্যাঁ দাদু, তার কাছে বাংলার স্বাধীনতার চেয়েও বড় বাংলার এই তুচ্ছ সিংহাসন।

উদয়। সিংহাসনের লোভে তিনি তাঁর পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন? ছিঃ-ছিঃ! আমি তাঁর ছেলে, এর চেয়ে বড় লজ্জা আমার আর নেই।

লক্ষ্মণসেন। এ সংসার বড় কঠিন স্থান দাদু এখানে কেউ অকৃতজ্ঞ—কেউ পিতৃদ্রোহী—কেউ বিশ্বাসঘাতক।

উদয়। আমায় অস্ত্র দাও দাদু, আমি বাবাকে ফিরিয়ে আনতে যাবো।

কেশব। সে বহুদূর; সেখানে তুই কেমন করে যাবি উদয়?

উদয়। যেমন করেই হোক, আমি যাবোই। তোমরা যদি যেতে না দাও, আমি লুকিয়ে পালিয়ে যাবো।

কেশব। শত্রুর শিবিরে তুই গেলে আর তোকে ফিরে পাবো না

উদয়।

লক্ষ্মণসেন। জুজুর ভয় দেখিয়ে ওকে আর ধরে রাখা যাবে না কেশব, ওকে যেতেই দাও।

কেশব। আপনি এত কঠোর হবেন না পিতা!

উদয়। না কাকু, আমি যাবো আমার বাবার কাছে, তাঁকে আমি বুঝিয়ে বলবো, দাদু লুকিয়ে লুকিয়ে কত কাঁদেন। আমি বললেই তিনি ফিরে আসবেন।

[illegible] ফিরে সে আসবে না উদয়। তা ছাড়া পিতৃদ্রোহী দেশদ্রোহী সন্তানকে আমি এখানে প্রবেশ অধিকারও দেবো না।

উদয়। তিনি যদি নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন?

লক্ষ্মণসেন। ক্ষমা? (একটু চিন্তা করিয়া) সে যদি ক্ষমা চায়, তবে তাকে আসতে বলিস ভাই। যদি মানুষ হয়ে সে ফিরে আসে, তাকে আমি বুকে তুলে নিয়ে বলবো—ওরে হতভাগ্য—না থাক, তা হবে না। ও আমারই ভুল।

উদয়। আমায় কিন্তু যেতেই হবে দাদু।

লক্ষ্মণসেন। তবে যা। শত্রুর অস্ত্রাঘাতে যদি তোর মৃত্যু হয়, তাহলে মরবার সময় কচিকণ্ঠের ডাক দিয়ে বলিস—তোর এই হতভাগ্য দাদু তার হৃদপিণ্ড উপড়ে অঞ্জলি দিয়েছে বঙ্গজননীর পায়ের তলায়।

কেশব। এ আপনি কি বলছেন পিতা? একমাত্র বংশের প্রদীপ, তার মৃত্যুকামনা!

লক্ষ্মণসেন। কেশব, কাপুরুষ মরে হাজারবার, আর বীর মরে মাত্র একবার।

উদয়। তবে চললাম দাদু। যদি ফিরে না আসি, যদি কোনদিন তোমায় দাদু বলে ডাকতে না পাই, তাহলে তুমি যেন কেঁদ না দাদু—কেঁদো না।

লক্ষ্মণসেন। ওরে না—না, কাঁদবো না। গর্ব্বে আনন্দে আমার বুকটা ফুলে ফুলে উঠবে।

উদয়। বিদায় দাদু। (লক্ষ্মণসেনকে প্রণাম) বিদায় কাকু। (কেশবকে প্রণাম)

কেশব। উদয়—উদয়, ওরে, তুই যাসনে—যাসনে ; (কোলে তুলিল)

(উদয় গাহিল)

উদয়।—

গীত

মোছ কাকু আঁখি জল,
হাসিমুখে মোরে দাও বিদায়।
জীবনের প্রথম প্রভাতে
ডাকিছে জন্মভূমি ঐ উষালোকে—
জুড়াবে সকল জ্বালা
অমিয় মাখানো তার চুমায়।

[প্রস্থান

কেশব। উদয়—উদয়!

উদয়। (নেপথ্যে) কাকু!

লক্ষ্মণসেন। কেশব! চোখে জল কেন বাবা? মুছে ফেল। এমনি করে সবাই একদিন চলে যাবে।

পত্রহস্তে কমলার প্রবেশ।

কমলা। হ্যাঁ, যাবে—সবাই যাবে। বিশ্বরূপ পালিয়েছে, দেবান্তক আজও ফিরে এলো না, কালু সর্দ্দার বিপদগ্রস্ত, আর পশুপতিসেনও পলায়িত।

কেশব। পশুপতি পালিয়েছে ?

কমলা। হ্যাঁ, বিশ্বরূপকে সে-ই কারাগার থেকে কৌশলে মুক্তি দিয়ে পালিয়েছে। হয়তো সেও এখন শত্রু-শিবিরে।

কেশব। বিশ্বাসঘাতক শয়তান, যদি দিন পাই, এর চরম প্রতিশোধ নেবো।

কমলা। এদিকে কালুয়া পত্র দিয়েছে, সত্বর যেন কেশব একা তার সঙ্গে দেখা করে। বিলম্ব হলে বিপদের সম্ভাবনা।

লক্ষ্মণসেন। কই পত্র, দেখি। (কমলা লক্ষ্মণসেনকে পত্র দিল) এ পত্র তোমায় কে দিলে কমলা ?

কমলা। আমাদের একজন সৈন্য এসে দিয়ে গেল মহারাজ।

লক্ষ্মণসেন। উত্তম, তুমি এখনি যাত্রা কর কেশব। পত্রে যখন নির্দ্দেশ আছে একা যাবার, তখন একাই যাবে। আমার সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় হয়ে গেছে কেশব। এস অন্ধকারময়ী সন্ধ্যা! জানি, তুমি আসার সঙ্গে সঙ্গেই আসবে অন্ধকার—তবু তুমিই তো আমার আলোর অগ্রদূত।

[প্রস্থান

(কেশব প্রস্থানোদ্যত হইল)

কমলা। কেশব !

কেশব। (ফিরিয়া] ধাইমা !

কমলা। ওরে, না—না, ধাইমা নয়, বল শুধু মা। একবার কি মা বলতে পার না কেশব? দেখছো আমার এই সীমন্তে সিঁদুর। ভগবান না করুন, এই সর্ব্বনাশা যুদ্ধে তোমার পিতার যদি মৃত্যু হয়, তাহলে—

কেশব। ধাইমা!

কমলা। মুছে যাবে—মুছে যাবে কেশব, আমার এই সীমন্তের সিঁদুর। ওরে, বল, শুধু একটীবার বল 'মা'।

কেশব। মা! মা!

কমলা। আবার ডাক, ওরে, আবার ডাক। এতদিন আমি মাতৃত্বের কণ্ঠরোধ করে রেখেছিলাম। কিন্তু আর পারছি না।

কেশব। মা, তুমি আমাদের মা?

কমলা। নিজের মা না হলেও সৎমা কি মা নয় কেশব? আমি তোমার পিতার বিবাহিত পত্নী।

কেশব। তবে কেন মা তুমি এমন দুঃখ কষ্ট সহ্য করছো? কেন তোমার সব থাকতেও কিছু নেই? কেন তুমি রাজ-অন্তঃপুরে রাণীর মর্য্যাদা পেলে না?

কমলা। বল্লালসেনের কৌলিন্য প্রথার জন্য কুলীনদের কত স্ত্রী, তুমি জানো কেশব? শুনেছো নিশ্চয়ই?

কেশব। শুনেছি অনেকের বহু বিবাহ।

কমলা। এমনই এক বৃদ্ধ কুলসর্ব্বস্ব কুলীনই আমার পিতা। সেই বৃদ্ধ কুলীনের চাকর অন্য এক ব্রাহ্মণের ঔরসে আমার জন্ম। তাই মহারাজের পিতা একথা শুনে আমায় রাজ-অন্তঃপুরে স্থান দেন নাই।

কেশব। মা, তুমি বহু উর্দ্ধে, তুমি মহীয়সী নারী। যে হৃদয়ের সব

কামনাকে ত্যাগের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে পারে, সে মানবী নয়—দেবী। যে স্বামীকে তুমি কোনদিন পাওনি, অথচ তার নাম জপ করে কাটিয়ে দিলে সারা জীবন? মা! মা! সন্তানের সব অপরাধ ক্ষমা কর মা! না জেনে হয়তো কত অন্যায় করেছি! সব তুমি ক্ষমা কর। (কমলাকে প্রণাম)

(দূরে নহবৎ বাজিল)

কমলা। ঐ নহবৎ বেজে উঠলো কেশব! তোমার যাবার সময় হয়েছে, তুমি এসো।

[কেশবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান

কেশব। যাই মা, যদি ফিরে আসি, তাহলে তোমার হারানো মর্য্যাদা আমি তোমায় দেবো। রাজ-অন্তঃপুরে রাণীর মর্য্যাদা তুমি পাওনি, কিন্তু কেশব তোমায় মায়ের মর্য্যাদা দেবে। বিদায় জননী—বিদায়!

গীতকণ্ঠে জবার প্রবেশ।

জবা।—

গীত

বিদায়—বিদায়—বিদায়!
দূর আকাশের দিনের শেষে সব আলো নিভে যায়।
ফুলে ফুলে দেখ ছেয়ে গেছে বনতল,
তবুও সহসা কেন নামে চোখে জল,
কোথা যেন ভাসে বেদনার সুর না-বলার আকুলতায়।

কেশব। আমার যাত্রাপথ কেন তুমি চোখের জলে পিচ্ছিল করে দিচ্ছ জবা?

জবা।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

তুমি আছ কাছে, তবু যেন কতদূর
স্মৃতির বীণায় জাগে হারানো সে সুর;
এই দেখা যদি শেষ দেখা হয়, স্মৃতিটি ভুলো না হায়।

কেশব। তুমি এখানে এমন সময় কেন এলে জবা? তুমি যে অসুস্থ।

জবা। না—না, আমি সুস্থ হয়েছি। আপনি যাবেন না কুমার। আমার মন বলছে, এ যাত্রা আপনার মঙ্গল হবে না।

কেশব। কিন্তু তোমার দাদা যে বিপদাপন্ন, আমি না গেলে তার যে চরম অমঙ্গল হবে।

জবা। তাহলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন কুমার।

কেশব। তুমি কোথায় যাবে? সে যে অনেক দূর। তা ছাড়া আমার সঙ্গে তোমার তো যাওয়া হবে না।

জবা। কেন?

কেশব। তুমি বুঝতে পারছো না জবা, আমি যুবক, সঙ্গে তোমার মত একজন তরুণীকে নিয়ে যাওয়া—

জবা। না—না, আমি ত পর নই কুমার! জীবনে মরণে তুমিই যে আমার সব!

কেশব। জবা, মিথ্যা কল্পনায় কেন নিজে কষ্ট পাচ্ছ? মহারাজ লক্ষ্মণসেনের পুত্র আমি—তোমার আমার মিলন কোনদিনই সম্ভব নয়।

জবা। কুমার!

কেশব। এ যে সমাজের বন্ধন জবা—সমাজের বন্ধন!

[প্রস্থান

জবা। নাই বা হলো মিলন, নাই বা পেলাম তোমায়। চির-বিরহের মাঝেও তুমি থাকবে আমার জীবনের ধ্রুবতারা হয়ে। তাই তুমি যে পথে চলেছ, আমিও যাবো সেই পথে ছায়ার মত তোমার চিরসঙ্গিনী হয়ে।

[প্রস্থান

দেবান্তকের প্রবেশ।

দেবান্তক। মহারাজ—মহারাজ, আমি ফিরে এসেছি মহারাজ।

চন্দনার প্রবেশ।

চন্দনা। কে কথা কইলে? একি! আপনি?

দেবান্তক। মহারাজ কই রাজকুমারী?

চন্দনা। বাবা এখন বিশ্রামকক্ষে আছেন। বলুন তো যে-সব সৈন্যদের উদ্ধারের জন্য নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে পাঠান-শিবিরে গিয়েছিলেন তারা মুক্ত, না মৃত্যুবরণ করেছে?

দেবান্তক। তারা মুক্ত রাজকুমারী!

চন্দনা। কিন্তু আপনি তো বন্দী হয়েছিলেন, কেমন করে ফিরে এলেন?

দেবান্তক। বক্তিয়ার নিজেই আমাকে মুক্তি দিয়েছেন।

চন্দনা। আর আপনি তাঁর দয়ায় মুক্তি নিয়ে কাপুরুষের মত পালিয়ে এলেন? লক্ষ্মণাবতীতে আসতে আপনার লজ্জা হলো না?

দেবান্তক। আমি পালিয়ে আসিনি রাজকুমারী। আমি দেখে এসেছি বক্তিয়ারের সৈন্যদল—বুঝেছি তাদের রণকৌশল। তাই বাংলার সৈন্যদলকে সুদৃঢ় করে ব্যর্থ করতে চাই তুর্কীর আক্রমণ।

চন্দনা। তাই যদি হয়, বাংলার সৈন্যদলকে আপনি সুদৃঢ় করে তুলুন। পিতা আপনাকে দশহাজারী সৈন্যাধ্যক্ষ করেছেন। তাঁর দেওয়া এ মর্য্যাদা রক্ষা করুন বীর। চেয়ে দেখুন বাংলার ঘরে ঘরে আজ কান্নার রোল।

দেবান্তক। হ্যাঁ, ক্রন্দন আর ক্রন্দন! বিশাল ক্রন্দন-সমুদ্র মন্থন করে জেগে উঠবো আমি।

চন্দনা। এমনি করে বাংলার নর-নারী জেগে উঠুক স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য, এগিয়ে যাক সকলে। যদি এ সংগ্রামে তাদের মৃত্যু হয়, সে মৃত্যুও বাংলার বুকে করে যাবে একটা অবিমুচ্য রেখাপাত।

দেবান্তক। এই সংগ্রামে বাংলার নারীরাও পিছিয়ে থাকতে পারে না রাজকন্যা!

চন্দনা। না, পিছিয়ে থাকতে পারে না। আমিও বাংলার পুর-নারীদের একত্র করবো, তাদের হাতেও তুলে দেবো অস্ত্র; বাংলার নারীরা সাজবে খড়্গধারিণী অসুরবিনাশিনী মূর্ত্তিতে।

[প্রস্থান

দেবান্তক। তাহলে এগিয়ে চল রাজকন্যা, তোমার কর্ত্তব্যপথে; আর আমি ছুটে চলি বুকের তীব্র জ্বালা নিয়ে।

লক্ষ্মণসেনের প্রবেশ।

লক্ষ্মণসেন। দেবান্তক! দেবান্তক!

দেবান্তক। মহারাজ!

লক্ষ্মণসেন। তুমি কেমন করে ফিরে এলে দেবান্তক? তুমি কি পালিয়ে এসেছ?

দেবান্তক। না, বক্তিয়ার স্বেচ্ছায় আমায় মুক্তি দিয়েছে।

লক্ষ্মণসেন। কিন্তু আমি যে তোমার উদ্ধারের জন্য কালুয়া সর্দ্দারকে পাঠিয়েছি।

কালুয়ার প্রবেশ।

কালুয়া। কালু সর্দ্দার ফিরে এসেছে মহারাজ। আর সে শুধু ফিরে আসেনি, বক্তিয়ারকে এমন আঘাত দিয়ে এসেছে—(দেবান্তককে দেখিয়া) একি! আপনি?

দেবান্তক। বক্তিয়ার নিজেই আমায় মুক্তি দিয়েছে।

লক্ষ্মণসেন। তুমি ফিরে এলে কালু, কিন্তু আমার কেশব কোথায়? তোমার পত্র পেয়ে আমি যে তাকে একা পাঠিয়েছি।

কালুয়া। আমার পত্র? সে কি? আমার পত্র?—আমি তো কোন পত্র পাঠাই নাই।

লক্ষ্মণসেন। তবে কি শত্রুর চক্রান্ত? আমি কি তবে ভুল করেছি।

কালুয়া। ভুল শুধু আপনিই করেননি মহারাজ, আমিও এক মহাভুল করেছি।

লক্ষ্মণসেন। বল সর্দ্দার, কি ভুল করেছ তুমি?

কালুয়া। আমি অন্যায় করেছি মহারাজ। আপনি আমায় হত্যা করুন; নইলে এখুনি সে অন্যায়ের প্রতিমূর্ত্তি এসে পড়বে।

লক্ষ্মণসেন। বিচলিত হয়ো না সর্দ্দার। ভুল মানুষেই করে। কিন্তু কি এমন ভুল, যার জন্য—

কালুয়া। ভুল—ভুল—

বিষাদময়ী আশমানের প্রবেশ।

কালুয়া। ওই—ওই সে ভুলের প্রতিমূর্ত্তি! আমার কৃত ভুলের জীবন্ত প্রতিমা। ওঃ!

দেবান্তক। (স্বগত) একি! শাহাজাদী!

লক্ষ্মণসেন। কে এই নারী? এ কোন স্বর্গের দেবীকে তুমি মাটির ধূলোয় নিয়ে এসেছ সর্দ্দার? কে এই দেবী?

কালুয়া। আমারই ভুলের মূর্ত্তি এই নবাবনন্দিনী—

লক্ষ্মণসেন। শাহজাদী? বক্তিয়ারের কন্যা? পুরুষে পুরুষে যুদ্ধের মাঝে নারী এল কেন সর্দ্দার?

কালুয়া। মহারাজ!

লক্ষ্মণসেন। একে অন্তঃপুর থেকে চুরি করে নিয়ে এসেছ? একি করেছ সর্দ্দার! জগৎ শুধু তোমাকেই দোষ দেবে না, আমাকেও নারী-হরণকারী বলে ব্যঙ্গ করবে।

কালুয়া। আমায় শাস্তি দিন মহারাজ।

লক্ষ্মণসেন। তোমায় শাস্তি দিলেই তো এ ভুলের সংশোধন হবে না। যে ভুল তুমি করেছ, তারই জন্য বাংলার এই হতভাগ্য রাজা লক্ষ্মণসেন এই দেবীর কাছে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। (নতজানু হইল)

আশমান। মহারাজ!

লক্ষ্মণসেন। ক্ষমা কর মা, ছেলের কোন অপরাধ তুই নিস না, তুই যে মায়ের জাত!

আশমান। মহানুভব বঙ্গেশ্বর! কোন অন্যায় আপনি করেননি, আমি স্বেচ্ছায় এসেছি।

লক্ষ্মণসেন। ভুল করেছ মা! পুরুষ জাতকে তুমি চেন না। এত বড় স্বার্থপর জাত আর দুটি নেই। এদেরই সৃষ্ট বিধানে এরা শত অপরাধ করলেও এদের দোষ হয় না, আর নারী বাড়ী থেকে এক-পা বাইরে ফেললেই হয় তাদের ভীষণ অপরাধ। যে মুহূর্তে তুমি ঘরের থেকে পা বাড়িয়েছ, সেই মুহূর্তে তোমার পিতা তোমাকে ত্যাগ করবেন

আশমান। না, তা হতে পারে না। আমার স্নেহময় পিতা আমায় অপরাধী ভাববেন না। তা ছাড়া আমার অপরাধও তো কিছু নেই।

লক্ষ্মণসেন। অপরাধ তুমি না করলেও তোমার পিতা তা বিশ্বাস করবেন না। তিনি যদিও বিশ্বাস করেন, লোকে কিন্তু তা বিশ্বাস করবে না। হয়তো লোকলজ্জার ভয়ে তোমার পিতা—

কালুয়া। তাই যদি হয়, তাহলে এখুনি নিয়ে যাবো আমার মাকে। বক্তিয়ারকে গিয়ে বলবো—ওগো নবাব, কোন অন্যায় করেনি আমার মা, তাতেও যদি তাঁর বিশ্বাস না হয়, তাহলে আমার প্রাণ দিয়েও বিশ্বাস করাবো। এস মা! (প্রস্থানোদ্যত)

লক্ষ্মণসেন। না, এমন ভাবে মাকে আমার যেতে দেবো না। মায়ের জন্য চতুর্দ্দোলা নিয়ে এস। হেঁটে যেতে কি আমার মা পারে? পথের লোক বলবে লক্ষ্মণসেনের মা চলেছে পায়ে হেঁটে তার বাপের বাড়ীতে।

আশমান। মহারাজ! আপনি এত মহৎ—এত উদার। এমনই

যদি এ দেশের সকলেই হতো, তাহলে হয়তো এদেশের বুকে আজ ইসলামের পতাকা উড়তো না। চল সর্দ্দার।

কালুয়া। এস মা!

[আশমান সহ প্রস্থান

লক্ষ্মণসেন। তুমিই আমার ভরসা দেবান্তক, কিন্তু আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছি কেশবের জন্য। সে যদি কোন বিপদে পড়ে, তাহলে—

দেবান্তক। আমার মনে হয় মহারাজ, এ পশুপতি আর বিশ্বরূপের চক্রান্ত।

লক্ষ্মণসেন। পশুপতি, বিশ্বরূপ! যদি সুযোগ পাই, এদের জীবন্তো পুড়িয়ে মারবো।

রুগ্ন গজাননের প্রবেশ।

গজানন। হ্যাঁ—হ্যাঁ, এই তাদের উপযুক্ত শাস্তি। এ দেশের অধিবাসীরা এত অকৃতজ্ঞ, যার খায় তারই সর্ব্বনাশ করে। এদের আপনি ক্ষমা করবেন না।

লক্ষ্মণসেন। তোমার এ মূর্ত্তি কেন?

গজানন। সাতদিন আগে একটা অন্ধকূপে পশুপতি আমায় বন্দী করে রেখেছিল। অনাহারে—অনিদ্রায় আমি পাগলের মত রুদ্ধদ্বারে আঘাতের পর আঘাত করেছি, লৌহ-কপাট এতটুকু নড়েনি!

লক্ষ্মণসেন। তারপর?

গজানন। লৌহ-কারার অন্তরালে আমি মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করেছি, পেটের জ্বালায় নিজের মাংস নিজেরই ছিঁড়ে খেতে ইচ্ছা হয়েছে তৃষ্ণার জ্বালায় নিজের গায়ের রক্ত চুষে চুষে পান করেছি। সবার উপরে

আমার ছেলেমেয়েগুলোকে পুড়িয়ে মেরেছে! তারপর আজ হঠাৎ সেই লৌহদ্বার ঝন্ ঝন্ শব্দে খুলে গেল, আমি চিৎকার করে বেরিয়ে এলাম। পশুপতিসেন কোথায়? পশুপতিসেন?

লক্ষ্মণসেন। ওরে, কে আছিস, একে নিয়ে যা—এর সেবার ব্যবস্থা কর।

গজানন। না—না মহারাজ, আমি পশুপতির রক্ত না দেখে জলগ্রহণ করবো না। আমিও যুদ্ধে যাবো, বাংলার জন্য করবো সংগ্রাম। যদি তাতে মৃত্যু হয়, তাহ'লে আবার জন্মান্তরে এসেও প্রতিশোধ নেবো।

[প্রস্থান

লক্ষ্মণসেন। চারিদিকে শত্রুর চক্রান্ত। (সহসা মৃদুস্বরে যুদ্ধের বাজনা বাজিল) ওই বেজে উঠেছে যুদ্ধের রণ-দামামা। এ যুদ্ধে তোমাকেই প্রধান সেনাপতির পদে বরণ করলাম দেবান্তক।

[প্রস্থান

দেবান্তক। আপনার দেওয়া সম্মান আমি প্রাণ দিয়ে রাখবার চেষ্টা করবো মহারাজ। আর যদি তা না পারি, বুকের রক্ত দিয়ে যাবো বাংলা মায়ের চরণতলে।

[প্রস্থান

আপনার দেওয়া সম্মান মাথায় করে আমি ছুটে চললাম এই রণস্থলে, বাংলা মায়ের হাতে শৃঙ্খল পরাতে যে বিদেশী পাঠান দস্যু এগিয়ে আসছে তা বাংলার মাটি থেকে চিরতরে বিতাড়িত করব আর তা যদি না পারি—তা

তৃতীয় দৃশ্য

পাঠান-শিবির

[একটা স্বর ভাসিয়া আসিতেছিল]

উদ্‌ভ্রান্তভাবে কশাহস্তে বক্তিয়ারের প্রবেশ।

বক্তিয়ার। কে তুমি আমার সামনে? লক্ষ্মণসেন? আমার কন্যাকে তুমি আমার হারেম থেকে চুরি করে নিয়ে গেছ; আমি তোমাদের ক্ষমা করবো না। এই কশাঘাতে—(কশাঘাত) কশাঘাতে —(কশাঘাত; দূরে পশুপতি হাসিতেছিল) কে হাসে—কে হাসে? মগধরাজ? সরে যাও—সরে যাও, নইলে—

বন্দী কেশবকে লইয়া পশুপতির প্রবেশ।

পশুপতি। বন্দেগী খিলজি সাহেব। (কুর্নিশ করিল)

বক্তিয়ার। কে?

পশুপতি। আমি পশুপতিসেন। সঙ্গে লক্ষ্মণসেনের ছেলে, আমি একে বন্দী ক'রে এনেছি।

বক্তিয়ার। কে বন্দী হয়েছে?

পশুপতি। লক্ষ্মণসেনের ছেলে কেশবসেন।

বক্তিয়ার। হাঃ—হাঃ—হাঃ। আনন্দ কর দোস্ত—আনন্দ কর। কই লক্ষ্মণসেনের ছেলে? (পশুপতি কেশবকে আগাইয়া দিল) তুমিই লক্ষ্মণসেনের ছেলে? তোমার ঐ করুণ মূর্ত্তি দেখে তো এতটুকু করুণা হচ্ছে না!

কেশব। আমি তোমার করুণার প্রত্যাশীও নই।

বক্তিয়ার। বল, কোথায় আমার কন্যা?

কেশব। জানি না।

বক্তিয়ার। জানো না? আমার হারেম থেকে আমার কন্যাকে তোমরা চুরি করে নিয়ে গেছ, এখন বলছো—জানি না? বল আমার কন্যা কোথায়?

কেশব। মিথ্যাকথা বলাকে হিন্দুরা পাপ মনে করে নবাব।

বক্তিয়ার। তোমাদের ওই অসার গর্ব্ব আমি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেবো। এখনও বল কোথায় আমার কন্যা?

কেশব। তোমার কন্যা কোথায়, তা তো আমার জানবার কথা নয়। যে নবাব নিজের কন্যাকে রক্ষা করতে পারে না, তার মরাই ভাল।

বক্তিয়ার। বেতমিজ কাফের! (কশাঘাত) আমি তোমায় কোতল ক'রে তোমার ছিন্নমুণ্ডটা রাজপথে টাঙিয়ে দেবো, আর দেহটাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।

কেশব। আর তুমিও শুনে রাখ বক্তিয়ার, যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমরা প্রাণ দিতে চলেছি,—এই স্বাধীনতার জন্য আমাদের দৃষ্টান্তে আগামী দিনের বাঙালীরাও করবে সংগ্রাম। আমার একফোঁটা রক্ত যেখানে পড়বে, সেখানেই মাথা তুলে উঠবে হাজার হাজার মুক্তিকামী বাঙালী।

বক্তিয়ার। এই বাঙালী জাতিকে আমি ধ্বংস ক'রে দেবো। এর চিতাভস্মের উপর মাথা তুলে উঠবে পাঠানের জয়-পতাকা!

কেশব। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তা তুমি কোনদিনই পারবে

না। কোন একটা জাতি—কোন এক জাতির আক্রমণে ধ্বংস হয় না।

বক্তিয়ার। হুঁসিয়ার কাফের! (কশাঘাত) মনে রেখো, আমি পাঠান রণ-নায়ক বক্তিয়ার খিলজি!

কেশব। তোমার ওই অসার গর্ব্বে আমি সহস্র পদাঘাত করি। (পদাঘাত)

বক্তিয়ার। বেতমিজ কাফের! (পুনঃ পুনঃ কশাঘাত) আমি তোকে কোতল,...না না, কোতল নয়। পশুপতি, তুমি ওর সুন্দর চোখ দুটো উপড়ে নাও।

পশুপতি। কেশব, প্রস্তুত।

কেশব। না—না, তুমি আমায় হত্যা কর নবাব।

বক্তিয়ার। না, হত্যা নয়। ওই মূর্ত্তি নিয়ে তুমি তোমার পিতার কাছে যাবে। লক্ষ্মণসেন দেখুক সন্তানের মায়া কি! আমার আশমানকে সে নিয়ে গেছে আমি তার ছেলেকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবো না।

কেশব। কে আছ, আমার বাঁধনটা একবার খুলে দাও,—শুধু একবার। (পশুপতি কেশবকে ধরিল) ওরে শয়তান, মিথ্যা পত্র দিয়ে আমাকে একা পেয়ে দশজনে মিলে বন্দী করেছিস, কিন্তু যদি এ সংবাদ আমার পিতা জানতে পারেন, তাহলে তোমাদের রক্তে এই বিহারের মাটী লালে লাল হয়ে যাবে।

বক্তিয়ার। তার জন্য আমিও বিশহাজার সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করছি। পশুপতি, যদি বাংলার সিংহাসন চাও, উপড়ে নাও দোস্ত, উপড়ে নাও ওর চোখ।

(পশুপতি কেশবকে মাটিতে ফেলিল)

কেশব। দেবী সিংহবাহিনি, শক্তি দে মা, একবার শৃঙ্খলটা খোলবার শক্তি দে!

(পশুপতি কেশবের চোখ দুটী উপড়াইয়া লইল)

বক্তিয়ার। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

কেশব। আঃ—আঃ—(আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল)

পশুপতি। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

কেশব। আলো—আলো! কে আছ, একটু আলো দাও।

বক্তিয়ার। আলো? এ জীবনে আর কোনদিন আলো দেখতে পাবি না। চোখ নয়নমণি। আমার চোখের তারা তোরা যেমন উপড়ে নিয়েছিস, তেমনি তোর চোখের তারাও আমি উপড়ে নিলাম।

কেশব। আঃ—যন্ত্রণা! আর পারি না। পিতা, কোথায় তুমি? ওরে, কে আছিস, আর কিছুই চাই না, শুধু একটু আলো জ্বেলে দাও, একটু আলো! (উঠিতে চেষ্টা করিল, পারিল না)

বক্তিয়ার। আমার বুকের মাঝেও ঠিক এমনি আগুনের শিখা জ্বলছে। পুড়িয়ে দিলে—পুড়িয়ে দিলে! এই, কে আছিস—

সৈনিকের প্রবেশ।

সৈনিক। জাঁহাপনা! (কুনিশ করিল)

বক্তিয়ার। যা, এই বেতমিজ কাফেরটাকে শিবিরের বাইরে রেখে আয়।

(সৈনিক কেশবকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল)

কেশব। বক্তিয়ার, আমি যাচ্ছি। যাবার সময় তোমার শিবিরে রেখে যাচ্ছি চোখের রক্ত, আর দিয়ে যাচ্ছি বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস।

বক্তিয়ার। হুঁসিয়ার কাফের!

কেশব। তুমিও আমার মত একদিন—

পশুপতি। সাবধান!

কেশব। তোমার ওই সুন্দর চোখ দুটোর দৃষ্টি—

বক্তিয়ার। বেতমিজ! কাফের! দূর হও।

কেশব। হারাবে—হারাবে—হারাবে।

[সৈনিক সহ প্রস্থান

বক্তিয়ার। হাঃ-হাঃ-হাঃ! কাফেরের আবার ধর্ম্ম!

পশুপতি। এই এক। এর পর লক্ষ্মণসেনের পালা।

[প্রস্থান

বক্তিয়ার। (সহসা আশমানের কথা মনে পড়িল) কিন্তু আমার আশমান? আশমান কি আর ফিরে আসবে না? স্বপ্নের মাঝে ভেসে আসে সেই স্বর—

আশমান। (নেপথ্যে) আব্বা—আব্বা—

বক্তিয়ার। কে? কে কথা কইলে?

দ্রুত আশমানের প্রবেশ।

আশমান। বাপজান, বাপজান, আমি এসেছি বাপজান। (বক্তিয়ারকে জড়াইয়া ধরিল)

বক্তিয়ার। (আশমানকে সরাইয়া দিল) কে তুই আমার সামনে? আমার কন্যা? আমি যে প্রতীক্ষা করছি আমার ক্রন্দনময়ী কন্যার; এমন হাসিমুখ নিয়ে—~~[illegible] মূর্তি নিয়ে~~ তার তো আসবার কথা নয়। কে—কে তুই?

আশমান। আমি তোমার কন্যা। লক্ষ্মণসেন আমায় মা বলে সসম্মানে ফিরিয়ে দিয়েছে।

বক্তিয়ার। কে বলেছিল তাকে ফিরিয়ে দিতে? যে ফুল একবার পায়ে দলিত হয়, তা আর বেহেস্তে ঠাঁই পায় না।

আশমান। আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ আব্বা, এখানে কি কোন কলঙ্কের দাগ দেখতে পাচ্ছ? তুমি যদি আমায় ত্যাগ কর, তাহলে সরল সহজ ভাবে ত্যাগ কর, অমন দোষ দিয়ে ত্যাগ করো না।

বক্তিয়ার। ওরে, না—না, আমি শুধু তোর পিতাই নয়, আমি যে পাঠান রণ-নায়ক! লোকে তোর চরিত্র নিয়ে—

আশমান। আব্বা—

বক্তিয়ার। না, এ সইতে পারবো না।

আশমান। বাপজান!

বক্তিয়ার। না—না, সইতে পারবো না। তাই তোকে আমি—

আশমান। বাপজান!

বক্তিয়ার। তোকে আমি ত্যাগই করলাম!

আশমান। আব্বা!

বক্তিয়ার। যা—যা, পালিয়ে যা,—যেখানে খুশী পালিয়ে যা।

আশমান। (রুদ্ধ কণ্ঠে) তাই যাচ্ছি; তবে যাবার সময় ব'লে যাচ্ছি বাপজান, আমি তোমার মেয়ে, সম্পূর্ণ নির্দোষ জেনেও যখন তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ, তখন আমিও ভাববো, আমার আব্বা—আমার আব্বা মরে গেছে।

[দ্রুত প্রস্থান।

বক্তিয়ার। তাই ভাবিস—তাই ভাবিস। এ্যাঁ কোথায় গেল

আশমান ? ওরে কে আছিস, ফিরিয়ে নিয়ে আয় আমার আশমানকে। ওরে, শুনে যা—এ আমার মনের কথা নয়,—এ আমার মুখের কথা—শুধু মুখের কথা। [প্রস্থান

তরবারিহস্তে উদয়ের প্রবেশ।

উদয়। বাবা—বাবা! কোথায় তুমি? আমি যে তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। কোথায় তুমি, সাড়া দাও। অন্ধকারে আমি যে পথ দেখতে পাচ্ছি না। তোমার সঙ্গে আর কি আমার দেখা হবে না?

ছদ্মবেশে পশুপতির প্রবেশ।

পশুপতি। এ জীবনে নয়। (উদয়ের বুকে ছুরিকাঘাত) শয়তানের বাচ্ছা, আমি তোদের বাঁচিয়ে রেখে আমার সৌভাগ্যের পথ কণ্টকময় করবো না। মর্—মর্—এইখানে। (পুনঃ ছুরিকাঘাত)

উদয়। আঃ! কে তুই? কেন আমাকে এমন ভাবে মারলি? দাদু, তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হলো না, তুমি কেঁদো না দাদু—কেঁদো না! বাবা—বাবা, আঃ—আঃ—! (মৃত্যু)

বিশ্বরূপ। (নেপথ্যে) কে ডাকে? কার কণ্ঠস্বর? উদয়ের মত কে কাঁদে? উদয়—উদয়—

পশুপতি। সর্ব্বনাশ! এখন উপায়? (কালবস্ত্রে উদয়ের দেহ ঢাকিয়া দিল) ওহো-হো! কি সর্ব্বনাশ হ'লো রে, কে তুই এমন ভাবে ছোট ছেলেটাকে মারলি রে? ও-হো-হো!

দ্রুত বিশ্বরূপের প্রবেশ।

বিশ্বরূপ। কে—কে কাঁদে? একি বন্ধু, কাঁদছো কেন?

পশুপতি। কাঁদছি কেন? বন্ধুর জন্যই তো বন্ধু কাঁদে ভাই। এই দেখ তোমার উদয়—(বস্ত্র উন্মোচন)

বিশ্বরূপ। উদয়—উদয়! একি! এযে শীতল—নিস্পন্দ! (উদয়ের বুকের উপর পড়িল) কে আমার ছেলেকে হত্যা করলে?

পশুপতি। কালুয়া ডাকাত! আমি বাধা দেবার পূর্ব্বেই সে পালাল।

বিশ্বরূপ। কালুয়া আমার উদয়কে জগৎ থেকে সরিয়ে দিল? উদয়! উদয়! অপেক্ষা কর্ বাবা, তোকে আমি তৃপ্তি দেবো কালুয়ার বুকের রক্ত দিয়ে।

পশুপতি। হ্যাঁ—হ্যাঁ, প্রতিশোধ নাও। তোমার ছেলেকে সে যেমন গুপ্তহত্যা করেছে, তুমিও তাকে তেমনি গুপ্তহত্যা কর।

বিশ্বরূপ। তাই করবো। আমার পুত্রকে যে এমন ভাবে মেরেছে, তাকে আমি ক্ষমা করবো না। উদয়! কথা ক' অভিমানি! সুদূর বাংলা থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলি, দেখা হলো না। ওরে, হতভাগ্য তোর পিতা, তাই আজ আমাকেই তোর মরামুখ দেখতে হলো। ~~উদয়! কোলে আয় বাবা~~। (উদয়কে বুকে তুলিল) ~~[illegible] (উদয়কে [illegible])~~ কে—কে তুমি হাসছো? কেশব—কেশব? হাসো—হাসো, আজ যে তোমার হাসবারই দিন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! উদয়! পালিয়ে চ—পালিয়ে চ, আবার হয়তো শয়তান আসবে—তোকে কেড়ে নিয়ে যাবে। আমি তোকে ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে আমার বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখবো। [উদয়কে বুকে লইয়া প্রস্থান

পশুপতি। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এই তুই! বাংলার সিংহাসন আমার চাই। কালুসর্দ্দার! এবার তোমার পালা। [প্রস্থান

———

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পথ; গভীর রাত্রি

অগ্রে আশমান, পশ্চাতে মহম্মদের প্রবেশ।

মহম্মদ। ফিরে চল আশমান! নবাব তোমায় স্থান না দিলেও আমি তো আছি! আমি তোমায় গজনীতে নিয়ে যাবো। এমন ভাবে পথে পথে কোথায় ঘুরবে?

আশমান। বৃথা অনুরোধ করছো মহম্মদ, আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি না। তুমি ফিরে যাও মহম্মদ।

মহম্মদ। তোমাকে না নিয়ে ফিরে যাবো না আশমান। এখনো বলছি ফিরে চল।

আশমান। কেন তুমি আমার সঙ্গে আসছো? এখন আমি নবাব-সাহাজাদী নই, পথের পথিক। তবে কি স্বার্থে আমার পিছনে ঘুরছো?

মহম্মদ। স্বার্থ? তুচ্ছ স্বার্থের জন্যই কি তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি? তোমায় আমি এভাবে রাস্তায় মরতে দেবো না।

আশমান। আমায় যিনি পৃথিবী দেখিয়েছেন, তিনিই যখন স্থান দিলেন না, তখন তোমার বোঝা হ'য়ে থাকি কেন? তা ছাড়া আমায় আশ্রয় দিলে আব্বা তোমায় কঠোর শাস্তি দেবেন।

মহম্মদ। নবাবের চাকরীতে আমি ইস্তফা দেবো আশমান। যে

নবাব শুধু মসনদে বসতেই জানে—তার মর্য্যাদা জানে না, যার কোন সুবিচার নেই, তার গোলামি মহম্মদ করে না।

আশমান। পিতার এ বিপদের সময় তুমি তাঁকে ত্যাগ করে চলে যাবে? আমার জন্য সমগ্র পাঠান জাতির চরম পরাজয় হবে? না, এ হতে পারে না। আমার তুচ্ছ জীবনের চেয়েও অনেক বেশী মূল্য আমার জাতির।

মহম্মদ। তাহলে তুমি ফিরে যাবে না?

আশমান। না।

মহম্মদ। যাবে না? তাহলে জোর করে—

আশমান। কি? বেইমান নিমকহারাম! আমায় পথে একলা পেয়ে ইজ্জৎ নিতে চাও? আমি অসহায় হলেও জেনে রেখো, আমার জন্ম সম্রাটের রক্তে আর তোমার জন্ম গোলামের রক্তে—গোলামি করার জন্য!

মহম্মদ। বাঃ! চমৎকার! আমি বেইমান, আমি নিমকহারাম! আজ আমার এই পরিচয়। যাকে আমি প্রতি মুহূর্ত্তে ধ্যান করেছি, যে আমার জীবনের রোশনাই, এই সেই নারী? হাঃ-হাঃ-হাঃ! চমৎকার! খোদা! চমৎকার আমার নসিব! আমি বেইমান, আমি নেমকহারাম! এই মাত্র আমার পরিচয়!

আশমান। যাও—যাও ভণ্ডামি করো না।

মহম্মদ। ভণ্ডামি? শাহাজাদী, তুমি মানবী নও,—তুমি রাক্ষসী—তুমি শয়তানী! ওঃ! (সংযত হইয়া) না, না, এ আমি কি বলছি! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর শাহাজাদী। এ বেয়াদবি আমি করিনি, করিয়েছ তুমি। হ্যাঁ, তুমি।

~~আশমান। চলে যাও আমার সামনে থেকে।~~

মহম্মদ। যাচ্ছি। তাই যাচ্ছি। চমৎকার নারী চরিত্র! তবে যাবার আগে একটা কথা বলে যাই শাহাজাদী, আমার জন্ম গোলামি করার জন্য হলেও বেইমানি করবার জন্য নয়।

আশমান। মহম্মদ!

মহম্মদ। আর নয়। আমার ভুল ভেঙ্গে গেছে, আমি বুঝতে পেরেছি, নবাবের মেয়ে হয়ে জন্মালেও সুখী সে নাও হতে পারে। তুমি নিজে খাল কেটে ডুবে মরতে চলেছ, আমি কি করতে পারি? কিছু না—কিছু না।

আশমান। মহম্মদ!

মহম্মদ। তবে কোনদিন কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে যদি নফর মহম্মদকে মনে পড়ে, সে দিন তার জন্য আর কিছু না হোক, দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলো আশমান!

আশমান। মহম্মদ!

মহম্মদ। সেই হবে আমার শ্রেষ্ঠ পাওয়া। আচ্ছা শাহাজাদী, খোদাহাপিজ—খোদাহাপিজ।

[হাত তুলিয়া সেলাম করিতে করিতে প্রস্থান

(আশমানও হাত তুলিয়া সেলাম করিল)

আশমান। জানি মহম্মদ, খুব আঘাত পেয়েছ তুমি। তবু উপায় নেই। তুমি আমায় আশ্রয় দিলে পিতা তোমাকে কঠোর শাস্তি দেবেন, হয়তো কোতল করবেন। তার চেয়ে এই ভাল। আমার ভালবাসা না পেলেও আমার স্নেহ হতে বঞ্চিত হবে না তুমি।

[প্রস্থান

হাতড়াইতে হাতড়াইতে অন্ধ কেশবের প্রবেশ।

কেশব। কে আছ, আমায় একটু পথটা দেখিয়ে দাও না। আ
সাতদিন অনাহারে হাতড়ে হাতড়ে হাঁটছি। কে আছ বন্ধু, একটু জ
দাও—আর একটু আলো জ্বেলে দাও,—আলো—আলো—

গীতকণ্ঠে নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই।—

গীত

আলো আলো—আলো আলো।
আলোর ধরণী হ'য়ে এলো কালোয় কালো।

কেশব। কে? কে কথা কইলে?

নিমাই। একি! কেশব? তোমার এ দশা কে করলে ভাই

কেশব। বক্তিয়ারের আদেশে পশুপতি আমার সব আলো চুরি ক
নিয়েছে। তুমি একটু আলো জ্বেলে দিতে পারো?

নিমাই। শয়তান তোমার সব আলো চুরি করে নিয়েছে?

কেশব। হ্যাঁ। দাও না, একটু আলো জ্বেলে দাও না।

(নিমাই পুনঃ গাহিল)

নিমাই।—

গীত

আলো নাই—আলো নাই ধরণীর আঙিনায়,
আকাশের ছায়া পথে নিয়েছে বিদায়;
চির আঁধারের দেশ হ'তে ডাকো
দাও আলো—দাও আলো!

কেশব। আমাকে নিয়ে চল নিমাই। কোথায় পথ, আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমি বাংলায় যাবো, বাংলার মাটিতে শেষ ঘুম ঘুমাবো। (উঠিতে গিয়া পড়িয়া গেল) আঃ, বড় পিপাসা! একটু জল এনে দিতে পারো।

নিমাই। তুমি এইখানে একটু বসো, আমি জল নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান

কেশব। ওঃ! কি ভীষণ যন্ত্রণা! মা বঙ্গজননি, আমার ডাক কি তোর কানে পৌছুচ্ছে না? আমি কি তোর বুকে ফিরে যেতে পারবো না?

জবা। (নেপথ্যে) কে? কার কণ্ঠস্বর? এ কণ্ঠস্বর যে আমি চিনি। কে—কে তুমি?

কেশব। কে? এ যে পরিচিত কণ্ঠস্বর? কে তুমি? কতদূরে? কাছে এস।

দ্রুতপদে জবার প্রবেশ।

জবা। কুমার—কুমার! (কেশবের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল)

কেশব। জবা! জবা!

জবা। একি মূর্ত্তি তোমার? এ দশা তোমার কে করলে কুমার?

কেশব। বক্তিয়ারের আদেশে পশুপতি আমার চোখ দুটো উপড়ে নিয়েছে জবা! আর দেখতে পাবো না তোমায়, দেখতে পাবো না আমার সেই শস্য শ্যামলা বাংলা মাকে, আমার পিতাকে, শত শত দীন দরিদ্র ভাইদের। ভগবান! কি এমন পাপ করেছিলাম, যার জন্য এই শাস্তি দিলে?…জবা!

জবা। কুমার!

কেশব। এটা রাত না দিন?

জবা। গভীর রাত কুমার।

কেশব। এ অবস্থায় আমায় ফেলে যাবে না তো?

জবা। তোমায় ফেলে যাবো আমি? ওগো তোমার জন্য যে আমি বাংলা থেকে ছুটতে ছুটতে আসছি। কত তোমায় নিষেধ করেছিলাম, তুমি না শুনেই চলে এলে। ওঃ এ দৃশ্য দেখবার আগে আমার মৃত্যু হলো না কেন?

কেশব। জবা, তোমার এ ভালবাসার মূল্য আমি কোন দিনই দিতে পারবো না। এই অন্ধকারে আমার হাত ধরে তুমি আমায় নিয়ে চল জবা।

জবা। এস কুমার! (কেশবকে হাত ধরিয়া তুলিল) আমি হবো তোমার দৃষ্টি। ওগো আমার আঁধার ঘরের আলো, চল তুমি আমার হাত ধরে বাংলার মাটিতে।

[কেশবকে লইয়া প্রস্থান

জল লইয়া নিমাইয়ের পুনঃ প্রবেশ।

নিমাই। কেশব—কেশব! একি! কোথায় গেল? এইখানে তো ছিল, তবে কি—কেশব—কেশব!

[প্রস্থান

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণস্থলের একাংশ

উদ্‌ভ্রান্ত বিশ্বরূপের প্রবেশ।

বিশ্বরূপ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! কে, উদয়? ডাকছিস বাবা? ওরে দাঁড়া, আমি তোমার অতৃপ্ত আত্মার তৃপ্তি দেবো কালুয়ার বুকের রক্তে। তারপর যদি বাংলার সিংহাসন পাই—

পশুপতির প্রবেশ ও বিশ্বরূপের বুকে তরবারি বিদ্ধ করিল।

পশুপতি। সিংহাসনটা যে আমায় চায় বন্ধু! তাই তোমাকে জগৎ থেকে সরিয়ে দিলাম।

বিশ্বরূপ। কে? পশুপতি? তুমি আমায় এমন ভাবে মারলে?

পশুপতি। মারতে বাধ্য হলাম। শুধু তাই নয়, তোমার পুত্র উদয়কেও আমি হত্যা ক'রে পথের কাঁটা সরিয়ে দিয়েছি।

বিশ্বরূপ। ওঃ! করেছিস কি শয়তান! আজ আমার দেহে শক্তি নেই, তাই প্রতিশোধ নিতে পারলাম না। পিতা, কোথায় আপনি? গ্রহণ করুন আমার বুকের রক্ত। অন্যায় আমি করেছি। কিন্তু আমি অমানুষ হবার আগে কেন আমায় মানুষ করে তোলেন নি? তাই যাবার সময় আপনার কাছে রইল আমার শেষ অভিযোগ।

পশুপতি। তাহলে যে বাংলার সিংহাসন আমার হতো না বন্ধু!

বিশ্বরূপ। সিংহাসন? হাঃ-হাঃ-হাঃ! বাংলার সিংহাসনে বসবে

তুমি ? ওরে বিশ্বাসঘাতক, তোর জন্য আজ আমার এই অবস্থা ! তোরও মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছে,—তুইও তৈরী হ'—তৈরী হ' ! আর —উদয় ! দাঁড়া বাবা, একা থাকতে কষ্ট হচ্ছে ? দাঁড়া, আমিও যাচ্ছি তোর কাছে। আঃ—

[টলিতে টলিতে প্রস্থান

পশুপতি। এইবার অকর্ম্মণ্য লক্ষ্মণসেনকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিয়ে সে সিংহাসনে বসবো আমি।

তরবারি হাতে গজাননের প্রবেশ।

গজানন। আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না শয়তান !

পশুপতি। কে, গজানন ?

গজানন। হ্যাঁ। তোমার জীবনের ধূমকেতু আমি। বড় পিপাসা, তোমার বুকের রক্তে আমার পিপাসা মেটাবো শয়তান !

পশুপতি। দেখি কে কার বুকের রক্ত নেয়। (যুদ্ধ).

(পশুপতি গজাননের বুকে তরবারি বিদ্ধ করিল,
গজানন আর্ত্তনাদ করিয়া টলিতে
টলিতে প্রস্থান করিল)

পশুপতি। ঘুমিয়ে পড় গে গজানন ! যাও, চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড় গে।

সশস্ত্র কালুয়ার প্রবেশ।

কালুয়া। গজানন ঘুমিয়ে পড়েছে এখনও জেগে আছে ডাকাত-সর্দ্দার। অন্নদাতার শির লক্ষ্য করে তুমি তুলে ধরেছ শাণিত কৃপাণ, আজ আর তোমার ক্ষমা নেই। তোমারই কুমন্ত্রণার ফলে বড় রাজকুমার পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

পশুপতি। বড় রাজকুমার আর জীবিত নেই শয়তান! আমার অস্ত্রাঘাতে সে আজ জীবনের পরপারে।

কালুয়া। ওঃ, কি করেছিস শয়তান! এমনি করে সেনবংশটা তুই পঙ্গু করে দিলি! আজ কিছুতেই তোর নিস্তার নেই। অস্ত্র ধর শয়তান!

পশুপতি। বেশ। আমিও প্রস্তুত। (যুদ্ধ)

(পশুপতির অস্ত্র হস্তচ্যুত হইল, কালুয়া তাহার বুকে তরবারি বিদ্ধ করিল)

পশুপতি। (বিকট আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল) আঃ—আঃ!

কালুয়া। প্রভুর নুন খেয়ে যে শয়তান তার সর্ব্বনাশ করতে চায়, তার শাস্তি এই। (পশুপতিকে পদাঘাত)

পশুপতি। আঃ—আঃ—

কালুয়া। বাংলার মাটিতে জন্মগ্রহণ করে তাকে তুই বিদেশী পাঠানের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিস; নে তার উপযুক্ত পুরস্কার। (পুনঃ পদাঘাত)

পশুপতি। আঃ—আঃ—

[টলিতে টলিতে প্রস্থান

কালুয়া। মহারাজ! কই, কোথায় তুমি, দেখে যাও শয়তানকে আমি শেষ করেছি। মহারাজ—মহারাজ—

লক্ষ্মণসেনের প্রবেশ।

লক্ষ্মণসেন। কে ডাকে? "মহারাজ—মহারাজ" বলে কে ডাকে? একি! কালুয়া?

কালুয়া। হ্যাঁ মহারাজ। পশুপতিকে আমি শেষ করেছি।

লক্ষ্মণসেন। পশুপতি মরেছে? যাক, নিশ্চিন্ত!

কালুয়া। শুধু পশুপতি নয় মহারাজ, বড় রাজকুমার—

লক্ষ্মণসেন। বিশ্বরূপ? কি হয়েছে তার?

কালুয়া। তিনি জীবিত নেই।

লক্ষ্মণসেন। তার জন্য এতটুকু দুঃখিত নই কালুয়া, বিশ্বরূপের ভাবী কু-শাসন থেকে বাংলা রক্ষা পেয়েছে।

কালুয়া। মহারাজ, আপনি পিতা না—কি?

লক্ষ্মণসেন। হ্যাঁ, আমি পিতা। কিন্তু বিশ্বরূপ একাই আমার সন্তান নয়, আমার যে হাজার হাজার সন্তান! তারা কারা জানো?

কালুয়া। কারা মহারাজ?

লক্ষ্মণসেন। আমার দেশের হাজার হাজার দীন দরিদ্র প্রজা।

কালুয়া। মহারাজ! আর আমার দাঁড়াবার সময় নেই। চললাম মরণ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে। ফিরবো কি না জানি না; তাই যাবার সময় একটা কথা বলে যাই। জবা আমার নিজের বোন নয়।

লক্ষ্মণসেন। তবে?

কালুয়া। জবা নিমাই সেনের কন্যা। যাকে সে পনর বছর আগে হারিয়েছিল। আমাকে যে ডাকাত-সর্দ্দার পালন করে, জবাকেও সে মানুষ করে তোলে। যদি তার সঙ্গে দেখা হয়, তাহলে তার সত্য পরিচয় তাকে দেবেন মহারাজ! (প্রস্থানোদ্যত)

লক্ষ্মণসেন। কালুয়া—কালুয়া—

কালুয়া। আর পেছনে ডাক নয় মহারাজ, আমি চললাম পাঠানদের রক্তে বাংলার মাটি লালে লাল করে দিতে। তা যদি না পারি, নিজের বুকের রক্ত দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে, দিয়ে যাব ভুলের মাশুল।

[প্রস্থান

লক্ষ্মণসেন। এমনি করে সবাই চলে যাবে। সবাইকে উৎসর্গ করতে হবে বঙ্গজননীর পায়ের তলায়। কেশব আজও ফিরে এলো না, তন্দ্রাঘোরে আমি কিন্তু শুনতে পাই তার কণ্ঠস্বর!

অন্ধ কেশবকে লইয়া জবার প্রবেশ।

কেশব। অনাহারে অনিদ্রায় আর কতদিন কাটাবে জবা? তোমার এ কষ্ট আমি যে আর সহ্য করতে পাচ্ছি না।

লক্ষ্মণসেন। কে কথা কইলে? কেশব- কেশব!

কেশব। বাবা—বাবা! কই, কোথায় আপনি?

লক্ষ্মণসেন। কেশব—কেশব! (কেশবকে জড়াইয়া ধরিল) তোমার এ অবস্থা কে করলে বাবা?

কেশব। বক্তিয়ারের আদেশে পশুপতি আমার চোখ দুটো অন্ধ করে দিয়েছে।

লক্ষ্মণসেন। ওঃ! ভগবান্! আর কত দেখাবে? হ্যাঁরে, আমার উদয় কোথায়? সে তোকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিল যে! সে আজও ফিরে এলো না। উদয়—উদয়—

দ্রুত নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। নাই—উদয় নাই। তাকে গুপ্তহত্যা করেছে।

লক্ষ্মণসেন। কে তাকে গুপ্তহত্যা করলে নিমাই?

নিমাই। পশুপতিসেন। বড় রাজকুমারের কাছ হতে আমি তার মৃতদেহ এনেছি—বাংলার মাটিতে তার চিতাশয্যা রচনা হবে ব'লে। বাংলাকে সে যে বড় ভালবাসতো।

কেশব। আমার উদয় নাই! শুনছো—শুনছো তুমি বিশ্বপ্রকৃতি? শুনছো তোমরা বাংলার সাতকোটী নরনারী—আমার উদয় দেশের জন্য প্রাণদান করেছে।

লক্ষ্মণসেন। নিমাই, তুমি কেশব ও জবাকে নিয়ে বিক্রমপুরে চলে যাও। এ যুদ্ধে আমরা যদি কেউ না থাকি, তবু সেনবংশটা বজায় থাকবে। আর একটা কথা। যে মেয়েকে তুমি পনর বছর আগে হারিয়েছিলে, সেই তোমার হারানো মেয়ে এই জবা। কালুয়া আজ এর সত্য পরিচয় দিয়ে গেল।

নিমাই। জবা!—জবা আমার হারানো মেয়ে! বুকে আয় মা-বুকে আয়। (জবাকে জড়াইয়া ধরিল) ভগবান্! পনর বছর পরে আজ এই অবস্থায় ফিরিয়ে দিলে?

জবা। বাবা—বাবা!

লক্ষ্মণসেন। নিমাই, আমি কেশবের সঙ্গে জবার বিবাহ দিতে চাই—তুমি যদি অনুমতি দাও।

নিমাই। আমি সানন্দে অনুমতি দিচ্ছি মহারাজ!

লক্ষ্মণসেন। কেশব! জবা তোমাকে বড় ভালবাসে। তাই বিক্রমপুর যাবার আগে জবাকে তোমার হাতে তুলে দিলাম। একে তুমি ধর্ম্মপত্নীর অধিকার দাও বাবা! (কেশবের হাত ধরিল)

কেশব। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য পিতা!

(লক্ষ্মণসেন কেশব ও জবার হাতে হাত মিলাইয়া দিল। কেশব ও জবা লক্ষ্মণসেনকে ও নিমাইকে প্রণাম করিল।)

লক্ষ্মণসেন। যাও নিমাই, এদের নিয়ে বিক্রমপুরে চ'লে যাও।

নিমাই। এসো কেশব, এসো জবা! তোমাদের নিয়ে বিক্রমপুরে যাই। সেখানে আবার নবস্বর্গ রচনা করবো তোমাদের নিয়ে।

কেশব। হ্যাঁ, যেতে হবে, পিতার আদেশে আমার সাধের জন্মভুমি ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। ওগো আমার সাধের জন্মভূমি, ওগো লক্ষ্মণাবতি, যাবার সময় সন্তানের শেষ প্রণাম নে মা, আশীর্ব্বাদ কর্ আবার যেন তোর কোলে ফিরে আসতে পারি। বিদায়—লক্ষ্মণাবতি, বিদায়—

[ধীরে ধীরে নিমাই ও জবা সহ প্রস্থান

লক্ষ্মণসেন। এবার আমাকেও যেতে হবে। দাদুর চিতাশয্যা রচনা করতে হবে। বাঃ—চমৎকার! (কাঁদিয়া ফেলিল) বৃদ্ধ দাদু চিতাশয্যা রচনা করবে তার পৌত্রের। না—না, কাঁদবো না। এযে আমার গর্ব্ব···এযে সেনবংশের গৌরব! ও-হো-হো! [প্রস্থান

সশস্ত্র বক্তিয়ারের প্রবেশ।

বক্তিয়ার। কে তুমি আমার সামনে? রাজা লক্ষ্মণসেন! হুসিয়ার হও তুমি। (তরবারি উন্মোচন)

মুক্ত তরবারিহস্তে দেবান্তকের প্রবেশ।

দেবান্তক। হুঁসিয়ার হও তুমি পিতৃহত্যাকারি!

বক্তিয়ার। কে, দেবান্তক? মগধের শাহাজাদা? তুমি—তুমি আমার মেয়েকে চুরি করে নিয়ে গেছ।

দেবান্তক। মিথ্যাকথা! চুরি কেউ করেনি। সে স্বেচ্ছায় এসেছিল বাংলায়, আর মহারাজ তাকে "মা" ব'লে সসম্মানে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

বক্তিয়ার। আহা-হা! দয়ালু তোমাদের মহারাজ। বক্তিয়ারের কলজে তোমরা উপড়ে নিয়েছ হিন্দু, বক্তিয়ার তোমাদের কিছুতেই ক্ষমা করবে না।

দেবান্তক। তোমার ক্ষমার প্রত্যাশী আমরা নই। পশুপতির অধীনস্থ সৈন্যেরা তোমার পক্ষে যোগ দিয়েছে, তাই আজ তোমরা মাত্র সতের জন মুসলমান এই নবদ্বীপে ঢুকতে সাহস করেছ। নইলে এতক্ষণে তোমাদের চিহ্নও থাকতো না।

বক্তিয়ার। পিছনে আরও বিশহাজার পাঠান-সৈন্য বাংলার উপকণ্ঠের মহাবন থেকে আসছে, দেখবো কি করে রক্ষা কর তোমাদের গৌড়।

দেবান্তক। কথা থাক্। আমার সামনে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ শত্রু, হয় সে মরবে, নয় আমার বুকের রক্তে বাংলার মাটি ভিজে যাবে।

বক্তিয়ার। আর তুমিও জেনো কাফের, আমি তোমার গরম খুনে হাত রাঙিয়ে সেই হাতে আমার আশমানের চোখের জল মুছিয়ে দেবো।

দেবান্তক। কথা রাখ, অস্ত্র ধর।

বক্তিয়ার। উত্তম! (যুদ্ধ, দেবান্তকের অস্ত্র হস্তচ্যুত হইল) এইবার বেতমিজ কাফের!

(বক্তিয়ার দেবান্তকের বুকে তরবারি বিদ্ধ করিতে গেল,
সহসা আশমান আসিয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইল,
তরবারি তাহার বুকে লাগিল)

আশমান। আব্বাজান!

বক্তিয়ার। আশমান—আশমান! (আশমানকে ধরিল)

দেবান্তক। শাহাজাদী! (বিস্ময়-বিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া আশমানকে দেখিতে লাগিল)

আশমান। বিদায় আব্বাজান! বেহেস্ত কোথায় জানি না; তবে যাচ্ছি হয়তো সেখানে, অথবা দোজাকে। তুমি আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিলে, তাইতো আমি চলে গেলাম আব্বা!

বক্তিয়ার। আশমান!

আশমান। মগধের রাজকুমার, সেদিনের সেই ফকির যে আমার পিতা, তা মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভাস্থলেই বুঝেছিলাম। যাবার সময় একটা অনুরোধ করে যাচ্ছি, এই হতভাগিনীর মৃত্যুর পর দু ফোঁটা চোখের জল তার উদ্দেশ্যে ফেলো।

দেবান্তক। যাও শাহাজাদী! আমার চোখের জলের অঞ্জলি দিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি তোমার আত্মাকে শান্তি দিন।

[অশ্রুসজল চোখে প্রস্থান।

আশমান। তুমি আমায় ঐ গাছের তলায় নিয়ে চল আব্বা! যাবার সময় সব একবার ভাল করে দেখে নিই।

বক্তিয়ার। ওরে, দেখে নিবি বইকি! তবে আমার মুখের দিকে তাকাসনি, আমি যে তোর হত্যাকারী!

আশমান। না—না, তুমি যে আমার আব্বা!

বক্তিয়ার। আশমান—আশমান!

আশমান। আঃ!—আমি যাচ্ছি। খোদা, আমার এ দিলে: মহব্বত তুমি জগতের মাঝে ছড়িয়ে দাও। সব অশান্তির শেষ হ(ে) শা—ন্তি—নে—মে—আ—সুক। আঃ! (মৃত্যু)

বক্তিয়ার। আশমান…আশমান! ওরে, কে আছিস—যুদ্ধ বন্ধ ক(র) সন্ধির পতাকা উড়িয়ে দে…না—না, যুদ্ধ কর্, গোটা বাংলাকে শ্মশা(ন) কর্—শ্মশান কর্। শ্মশান করেদে। [আশমানকে লইয়া প্রস্থা(ন)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদ-সম্মুখ

মুক্ত তরবারিহস্তে মহম্মদের প্রবেশ।

মহম্মদ। ভুলিনি—ভুলিনি আশমান! তোমার কথা আমি আজও ভুলিনি। পাঠান-জাতিকে বাঁচাতে তুমি আজ নিজের জীবন আহুতি দিলে। যে বাংলায় তুমি জীবন দিলে, সেই বাংলাকে আমি মরুভূমি করে দেবো!

মুক্ত তরবারিহস্তে দেবান্তকের প্রবেশ।

দেবান্তক। সে আশা তোর মিটবে না শয়তান!

মহম্মদ। এই যে বেতমিজ কাফের! তোমারই জন্য পাঠান-রণনায়ক বক্তিয়ার সর্ব্বহারা। তোমার বুকের রক্তে সে শূন্য স্থান পূর্ণ করবো।

দেবান্তক। অস্ত্র ধর, দেখি কে কার রক্ত নেয়।

(যুদ্ধ, দেবান্তকের অস্ত্র হস্তচ্যুত হইল)

দেবান্তক। কে আছ, একখানা অস্ত্র দাও—একখানা অস্ত্র দাও।

মহম্মদ। অস্ত্র পাবে না।

দেবান্তক। ওরে, কে আছিস বাংলার সন্তান, বাংলার স্বাধীনতা রক্ষায় একখানা অস্ত্র দে।

মহম্মদ। অস্ত্র পাবে না। মহম্মদ আজ উন্মাদ। তার প্রাণে দয়া মায়া যা-কিছু ছিল, সব আজ ধুয়ে মুছে গেছে আশমানের সঙ্গে। অস্ত্র পাবে না।

দেবান্তক। ওরে, কেউ কি নেই বাংলার সুসন্তান!

কটিদেশে একটি ও হস্তে একটি তরবারি
লইয়া চন্দনার প্রবেশ।

চন্দনা। কেউ না থাকলেও এখনও নারীশক্তি জাগ্রত আছে কুমার!

মহম্মদ। ওগো বহিন, ফিরে যাও। আমি তোমায় অস্ত্র দিতে দেবো না।

চন্দনা। তোমরা কি ভেবেছ পাঠান-সেনাপতি, এমনি ক'রে তোমরা বাংলার বুকে রক্তের স্রোত বইয়ে দেবে? আর তাই আমরা নীরবে সহ্য করবো? তা হবে না, আজ তার প্রতিশোধ নিয়ে যাবো। (তরবারি উত্তোলন)

মহম্মদ। ওগো বহিন, এখনও মিনতি করছি ফিরে যাও—ফিরে যাও।

চন্দনা। না—না। অস্ত্র নাও বীর, যুদ্ধ কর—রক্ষা কর তোমাদের বাংলার স্বাধীনতা। (দেবান্তককে একটি অস্ত্র ছুড়িয়া দিল)

(দেবান্তক পুনঃ মহম্মদকে আক্রমণ করিল, মহম্মদ প্রস্থান
করিল ; পশ্চাতে দেবান্তক ও চন্দনা প্রস্থান করিল)

অস্ত্র হাতে কালুয়ার প্রবেশ।

কালুয়া। ওরে, কে আছিস বাংলার দরদী ছেলে, ছুটে আয় বাংলার

স্বাধীনতা রক্ষায়। তোদের জন্মভূমি যে চলে যায় বিদেশী পাঠানের কবলে!

পুনঃ মহম্মদের প্রবেশ।

মহম্মদ। এগিয়ে চল পাঠান-সৈন্যগণ প্রাসাদ-অভিমুখে। (কালুয়াকে দেখিয়া) কে তুই কাফের? বল্ লক্ষ্মণসেন কোথায়?

কালুয়া। জানি না। জানলেও বলবো না।

মহম্মদ। আচ্ছা। অস্ত্রমুখে সন্ধান নিচ্ছি। (যুদ্ধ)

একজন পাঠান সৈনিক আসিয়া কালুয়ার বুকে
ছুরিকাঘাত করিয়া প্রস্থান করিল,
কালুয়া আর্ত্তনাদ করিল।

মহম্মদ। ওরে শয়তান, একি করলি তুই? এমনি করে পাঠান জাতির উঁচু মাথাটা নিচু করে দিলি! তুই যে হোস, আমার হাতে আজ তোর নিস্তার নেই।

[প্রস্থান

কালুয়া। আঃ, ওরে বিশ্বাসঘাতক পাঠানের দল, এমনি ক'রে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে যে সাম্রাজ্য তোরা বিস্তার করতে চলেছিস, তার স্থায়িত্ব বেশী দিন থাকবে না। আঃ! মা জন্মভূমি! সন্তানের বিদায়-প্রণাম নে মা, আশীর্ব্বাদ কর আবার যেন জন্মগ্রহণ করতে পারি এই লক্ষ্মণাবতীর মাটিতে! আঃ—বিদা—য়—লক্ষ্মণা—বতি—বি—দায়।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান

(একটা করুণ সুর ভাসিয়া আসিতেছিল)

কমলার প্রবেশ।

কমলা। মহারাজ—মহারাজ! কই, কোথায় তুমি?

রুক্ষবেশে লক্ষ্মণসেনের প্রবেশ।

লক্ষ্মণসেন। কে, কমলা? চিৎকার করো না। আমার দাদু এখানে ঘুমুচ্ছে—ওকে আর জাগিও না রাণী!

কমলা। আজ এতদিন পরে তোমার মুখে রাণী ডাক শুনে ধন্য হলাম। তাই জগৎকে জানিয়ে যেতে যাই—আমি তোমার দাসী নই, স্ত্রী।

দ্রুত পুনঃ দেবান্তকের প্রবেশ।

দেবান্তক। মহারাজ—মহারাজ!

লক্ষ্মণসেন। কে, দেবান্তক! থামলে কেন? বল যুদ্ধের সংবাদ কি?

দেবান্তক। আমরা পরাজিত, আমাদের সৈন্যদল বিধ্বস্ত। আপনার জন্য নৌকা প্রস্তুত রেখেছি মহারাজ!

লক্ষ্মণসেন। সোজা কথায় বল—আমাদের পালানো উচিত। কিন্তু দেবান্তক—

দেবান্তক। আমি বলছিলাম যে, আমরা সোনার গাঁয়ে চলে যাই চলুন। যদি আবার দিন পাই, আবার আমরা যুদ্ধ করবো।

কমলা। তাই চল বাবা! আবার সেখানে সৈন্য সংগ্রহ করে ফিরে আসবো এই গৌড়ের লক্ষ্মণাবতীতে। পাঠানদের বিতাড়িত করে উদ্ধার করবো লক্ষ্মণাবতীর স্বাধীনতা!

দেবান্তক। আর দেরী করবেন না মহারাজ। চলুন, আজই আমরা পূর্ব্ববঙ্গে চলে যাই।

পুনঃ চন্দনার প্রবেশ।

চন্দনা। বাবা—বাবা! তুমি না খেয়ে উঠে এলে? চল, খাবে চল বাবা।

লক্ষ্মণসেন। আর লক্ষ্মণাবতীর বুকে বসে হয়তো খেতে পাবো না চন্দনা। এক্ষুনি আমাদের পালাতে হবে।

চন্দনা। বাবা,—

কমলা। এখনও কি ভাবছেন মহারাজ?

লক্ষ্মণসেন। ভাবছি এই যে রাজা লক্ষ্মণসেনকে আজ চোরের মত পালিয়ে যেতে হবে।

পাঠান-সৈন্যগণ। (নেপথ্যে) আল্লা—আল্লা হো আকবর।

দেবান্তক। ওই পাঠান-সৈন্যের জয়োল্লাস! চলুন মহারাজ, আর দেরী করবেন না।

লক্ষ্মণসেন। না, আর দেরী করবো না। দেরী হলে "গীত গোবিন্দের" পবিত্রতা রক্ষা করতে পারবো না। জানি, আগামী দিনের বাঙালীরা আমাকে ধিক্কার দেবে, লক্ষ্মণসেন ভীরু—কাপুরুষ! ওগো লক্ষ্মণাবতীর নরনারী, তোমরা সুখী হও—শান্তি পাও। তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নিজের প্রাসাদ ছেড়ে চোরের মত পালিয়ে যাচ্ছে রাজা লক্ষ্মণসেন।

কমলা। বিদায় বঙ্গজননী, বিদায়—

[অগ্রে লক্ষ্মণসেন, পশ্চাতে কমলা, চন্দনা ও দেবান্তক প্রস্থান করিল।

বক্তিয়ারের প্রবেশ।

বক্তিয়ার। সন্ধান কর—সন্ধান কর সৈন্যগণ, দেখ কোথায় গেল লক্ষ্মণসেন ?

পুনঃ মহম্মদের প্রবেশ।

মহম্মদ। লক্ষ্মণসেন পলায়িত।

বক্তিয়ার। পলায়িত ?

মহম্মদ। হ্যাঁ, তিনি সপরিবারে নৌকাযোগে পলায়ন করেছেন। আদেশ দিন জনাব, আমি এই মুহূর্ত্তে ওদের বন্দী করে নিয়ে আসি।

বক্তিয়ার। না, পলায়িত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করা বীরের ধর্ম্ম নয়। মহম্মদ! অদ্ভুত দেশ এই বাংলা। এখানে আছে শুধু বেইমানির বিষ। তাই এত সহজে এখানে স্থান পেলো তুর্কীর জয়-পতাকা।

মহম্মদ। জনাব, তাহ'লে আমি সৈন্যদের—

বক্তিয়ার। যুদ্ধ বিরতির আদেশ দাও। আমি গিয়ে তুলে দিচ্ছি গৌড়ের রাজপ্রাসাদে ইসলামের জয়-পতাকা।

(উভয়ে তরবারি খুলিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল। তরবারি উর্দ্ধে তুলিল। অদূরে তোপধ্বনি হইল ; ধীরে ধীরে যবনিকা নামিয়া আসিল)

———

শশাঙ্ক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
নাট্য ভারতীতে অভিনীত
নবাব - সিরাজদ্দৌলা